# সেনোলা রেকর্ডের

# গীতাবলী।

১ম ও ২য় ভাগ।

নূতন বেকা রেকর্ড

# গীতাবলী।

**STAGE ACTING.** স্টেজ এক্টীং।

Mr. K. Chakrabarty &
Sm. Hemanta Kumari Dassi.

মিষ্টার কে, চক্রবর্ত্তী ও
শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দাসী।

21998

## নল-দময়ন্তী।

নল। স্বকর্ণে শুনিলে প্রিয়ে কলিগ্রস্ত
আমি—
মোর সনে কেন আর রবে
যাও প্রিয়ে অভাগারে ছেড়ে যাও।
মরি! বিমলিনী
শুখায়েছে সবর্ণ-নলিনী—
অভাগিনি! কেন অভাগারে বরেছিলে।

আমি পাপাচার—
দেবকার্য্য না করি উদ্ধার,
আহা সরলা ললনা—
আমি তব দুঃখের কারণ।

দম। নাথ কি বল কি বল
চল দোঁহে যাই বিদর্ভ নগরে,
আদরে তোমারে রাখিবেন পিতা মোর।

নল। প্রিয়ে! বুঝ না, সরলা তুমি,
কলিগ্রস্ত আমি,
সে আদর এ সংসারে নাহি আর,
সাধে কি হে ছেড়ে যেতে চাই
বন দেখে অন্তরে শুখাই।
প্রিয়ে! তুমি কুসুম জিনিয়া সুকোমল,
হেরি! মুখপদ্ম মলিন তোমার,
জীবনে না হয় সাধ আর।
কলির ছলনে আত্মহত্যা উঠে মনে!

দম। প্রাণনাথ বাঁচাও আমার,
একি কথা বল প্রভু!

নল। কেঁদোনা কেঁদোনা প্রিয়ে
সতর্ক করেছে কলি,
পাপে মন নাহি দিব আর।
দুর্ম্মতি আমায় লোভে মজাইতে চায়।
অক্ষ-যুদ্ধে লোভে না ফিরিনু;
লোভে পক্ষিআশে গেল বাস

শান্তি-আশ-আত্ম-বিসর্জ্জন
কদাচন করিব না প্রাণেশ্বরী।
কহি সত্য করি—
জান তুমি সত্য মম নাহি টলে।
প্রিয়ে! ক্লান্ত দোঁহে অতিশয়—
শো করি শ্রম দূর।

দম। ( স্বগত ) শঙ্কা হয়
রাজা যদি ছেড়ে যায়;
আছি একবাসে—কেমনে যাইবে?
নয়ন মেলিতে নারি
উভয়ের শয়ন )

নল। এই ত সময় অভিভূত প্রায়—
হয়ে এ শয্যায় চন্দ্রাননা।
"যাও চ'লে" কে আমারে বলে
এক বস্ত্রে কেমনে পালাব।
না না ছেড়ে যাব; —
দময়ন্তী কোথা যাবে আমা সনে।
চলে গেলে আমারে না হেরে
যাবে সতী বিদর্ভনগরে।
মরি প্রাণের প্রেয়সী—
পূর্ণ শশী ধরাতলে
বিবসন কেমনে পালাব।
( পার্শ্বে অস্ত্র দেখিয়া )
একি! খড়্গা হেথা এলো কোথা হতে।

এও মায়া—হোক মায়া—
করি নিজ কার্য্যোদ্ধার ( বসনচ্ছেদ )
এই তো ছেদিনু বাস,
মম অদর্শনে—
পতিপ্রাণা বাঁচিবে কি প্রাণে।
চন্দ্রাননে ! ক্ষমা কর অধমেরে,
সুদিন উদয় যদি কভু হয়—
প্রিয়তমে ! দেখা হবে ;
নহে এই শেষ দেখা—
ছিঃ ছিঃ আমি কি নির্দ্দয়—
আমি বিনে যে কভু না জানে,
একা রেখে দুর্গম কাননে
কোন প্রাণে যাব চলি।
হায় ! কে যেন রে বলে
"এসো, এসো, বিলম্বে জাগিবে বালা—" ;
যাই প্রিয়ে যাই ;—
দেখ, দেখ, যতেক দেবতা,
সতী একা বন মাঝে—
হে মধুসূদন !
শ্রীচরণ অভাগীরে দিও ;
আহা, দুঃখিনীর কেহ আর নাই !
দেখ, দেখ, ক'রহে করুণা—
অবলা ললনা,
আমা বিনা ভবে উন্মাদিনী,

চিন্তামণি ! নিরুপায়ে দিও হে আশ্রয়
আর কেহ নাই—
শ্রীচরণে পত্নী সঁপে যাই,
দয়া কর দয়াময় !
আসি প্রিয়ে, মাগি হে বিদায়,
(ফিরিয়া) প্রাণ কাঁদে, চলে যেতে নারি,
সাধে কিহে ফিরি।
দেখে যাই, দেখে যাই, আঁখি ভরে,
আহা—
দময়ন্তী ধূলায় লুটায়—
এ দশায় কেমনে ফিরিয়া যাব।
না, না—সুকুমারী রাজার ঝিয়ারী—
কষ্ট পাবে মোর সনে.
যাই দূর বনে, নহে জনক ভবনে,
প্রিয়া মম না ফিরিবে,
অনাথিনী অৰ্দ্ধবাস এ কানন মাঝে
দেখে রেখো, দীন নাথ !
যাই যাই পলাইয়া।

# ভ্রমর।

## রাসবিহারী, রোহিণী ও গোবিন্দলাল।

রাসবিহারী। তাইত! এত দেরী হচ্ছে কেন। এখনও আসছে না কেন? ঐ যে কে আসছে? একটু সাড়া নি—কে গা?

রোহিণী। তুমি কে গা?

রাসবিহারী। আমি রাসবিহারী গো!

রোহিণী। আমি রোহিণী!

রাসবিহারী। এত দেরী হলো যে

রোহিণী। একটু না দেখে ত আস্‌তে পারিনি। তা! বড় কষ্ট হয়েছে না?

রাসবিহারী। না কষ্ট আর কি? তবে অনেকক্ষণ ব'সে আছি। ভাবলাম বুঝি আমাকে ভুলে গেলে আর এলে না।

রোহিণী। যদি ভুল্‌তে পারতুম তাহলে আমার এ দুর্দ্দশা হবে কেন। এক জনকে ভুলতে না পেরে এদেশে এসেছি; আর তোমায় ভুলতে না পেরে—কে র‍্যা।

গোবিন্দলাল। তোমার যম!

রোহিণী। ছাড়! ছাড়! আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আসিনি আমি যে অভিপ্রায়ে এসেছি, তা না হয় ঐ বাবুটীকে জিজ্ঞাসা কর?

গোবিন্দলাল। কই? কে তো'র বাবু? কাকে জিজ্ঞাসা করব?

রোহিণী। কই? কোথায় গেল? কেউ ত এখানে নেই?

গোবিন্দলাল। কেউ নাই কেন ; এই যে আমি আছি। রোহিণি !

রোহিণী। কি ?

গোবিন্দলাল। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

রোহিণী। কি !

গোবিন্দলাল। তুমি আমার কে ?

রোহিণী। কেউ নই। যতদিন পায়ে রাখ ততদিন দাসী॥ না হলে আর কেউ নই।

গোবিন্দলাল। পায়ে ছেড়ে তোমার মাথায় রেখেছিলাম। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র, অত্যজ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্য ছেড়েছিলাম। তুমি কি রোহিণী ? তোমার জন্য ভ্রমর ; জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, দুঃখে তৃপ্তি সেই ভ্রমরকে ত্যাগ করলুম। তুমি কি রোহিণী ? তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ছেড়ে বনবাসী হলুম। সেই বিশ্বাসের এই পরিণাম ! সেই বিশ্বাসের এই প্রতিদান, সর্ব্বনাশী ! রাক্ষসী ! তোর কিছুই অভাব ছিল না। রাজরাণীও এত আদরে থাকে না। তবে কেন এ কাজ কল্লি। ছি ! ছি ! অতি ঘৃণিত কাজ। নরকেও তোর—( পদাঘাত )

রোহিণী। উঃ !

গোবিন্দলাল। রোহিণী দাঁড়াও ! তুমি একবার মরতে চেয়েছিলে। আবার মরতে সাহস আছে কি ?

রোহিণী। এখন আর মরতে না চাইব কেন ? জীবনের যা সুখ ছিল সব পূর্ণ হয়েছে তবে আর দুঃখ কিসের !

গোবিন্দলাল। তবে চুপ করে দাঁড়াও। নড়োনা ! এই দেখ পিস্তল ভরা আছে। কেমন ! মরতে পারবে।

রোহিণী। না ! না ! মেরোনা, মেরোনা, আমি মরতে পারবো না। আমায় মেরোনা, মেরোনা।

গোবিন্দলাল। কি আশ্চর্য্য ! রোহিণী এখনও তোমার বাঁচবার সাধ হয়। না না তা হবে না। তোমার বাঁচা হবে না, তুমি না মরলে আমার মতন অনেকে প্রতারিত হবে। চুপ করে দাঁড়াও।

রোহিণী। না না মেরোনা, মেরোনা, আমার নূতন যৌবন, নূতন সুখ, মেরোনা মেরোনা। আমায় চরণে না স্থান দাও আমায় বিদায় দাও।

গোবিন্দলাল। এই দিই। ( পিস্তলাঘাত )

---



# বিজয় বসন্ত।

তৃতীয় অঙ্ক—চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

## রাজা, রাণী ও বলবন্ত।

নেপথ্যে। মহারাজ আমি এসেছি ; কার্য্য শেষ করে এসেছি।

রাজা। কে ! কে ! এ সময় আমার কে ! কে ! ও কি চায় ?

চন্দ্রকান্ত। মহারাজ আপনি বাহিরে যান, বাহিরে যান, বুঝি বলবন্ত।

রাজা। না না এই খানে—এই খানে তোমার কাছে থাকি কাছে থাকি (রক্তাক্ত হাতে বলবন্তের প্রবেশ)

বল। মহারাজ সব শেষ, সব শেষ—

রাজা। কি ! কি ! বলবন্ত, তুমি কাঁপছ যে—কাঁপছ যে ?

বল। কাঁপছি মহারাজ, কৈ তা তো জানি না! রাজআজ্ঞা পালন করেছি, কুমারদের নিঃশেষ করেছি! দেখবেন! দেখবেন! আমার সঙ্গে আসুন, দুই মুণ্ড মশানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, এখনও শৃগাল কুকুরে খায়নি! মহারাণী, আপনিও আসুন, বিশ্বাস না হয়, স্বচক্ষে দেখে যান—খুব প্রতিশোধ হয়েছে—খুব প্রতিশোধ হয়েছে।

দুর্জ্জয়। যাও—যাও, বলবন্ত, তুমি যাও, মহারাজের সামনে থেক না, হস্ত প্রক্ষালণ করগে।

বল। কি প্রক্ষালণ করবো—রক্ত! একি যে সে রক্ত—যে, সামান্য জলে প্রক্ষালিত হবে। এই হাতে বিজয়ের রক্ত, এই হাতে বসন্তের রক্ত, রাজবংশধরের রক্ত! গাঢ়—তপ্ত! সপ্ত সমুদ্রের সমস্ত জলে এ রক্ত প্রক্ষালিত হবে না! দেখুন মহারাজ দেখুন মহারাণী, আমি কেমন কৃতজ্ঞ ভৃত্য—রাজআজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছি।

রাজা। যাও, বলবন্ত, যাও! তোমার পুরস্কার পাবে, যাও।

বল। যাই মহারাজ, দেখুন, আমার কোন ত্রুটী নাই, ঠিক দেখুন কুমারদের রক্ত কিনা! দেখুন আপনার রক্ত—আপনি দেখলেই চিনতে পারবেন।

দুর্জ্জয়। বলবন্ত, যাও-যাও, দেখছ না, মহারাজ কাতর হচ্ছেন।

বল। কিসের কাতর! রাজা রাজকার্য্য পালন করেছেন—পতি পত্নীর সম্মান রেখেছেন। কাতরতা দেখেছি আমি এই তামসী নিশিথে বিভীষিকাময় মশানে কুমারদের কাতর ক্রন্দন

শুনেছি, "কোথায় মা— কোথায় বাবা" বলে চীৎকার করে কেঁদেছে তা শুনেছি "গুরুদেব রক্ষা কর" বলে আমার পায়ে পড়েছে অমনি মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছি।

রাজা। ওঃ—হোঃ।

বল। কেমন মহারাজ আজ্ঞা পালন করেছি তো! মহারাণী আপনারও আজ্ঞা লঙ্ঘন করিনি, আগে বসন্তের তারপর বিজয়ের মস্তকচ্ছেদ।

দুর্জ্জয়। আমার আজ্ঞা! আমার আজ্ঞা! বিজয় নাই! বসন্ত নাই!

রাজা। হাঁ হাঁ রাণী, তোমারি আজ্ঞায় বিজয় নাই, বিজয় নাই—বসন্তও নাই—আমি, নির্ব্বংশ! আমার কেউ নাই কেবল তুমিই আছ—তুমিই আছ আর তোমার অপরূপ রূপ আছে, এস, ওই রূপে ডুবে থাকি! আমায় আলিঙ্গন কর, পরে যদি পুত্রঘাতীকে আলিঙ্গন কর!

---



# প্রফুল্ল।

## চতুর্থ অঙ্ক—পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

জ্ঞানদা। যাদব, একটা কথা বলি, এই চারটে টাকা বেশ ক'রে বেঁধে নে, কেউ চাইলে দিস নে, কাকেও দেখাস নি, দোকানে যা ইচ্ছে হয় লুকিয়ে বার করে কিনে খাস। আর

এখন এই দু আনার পয়সা নে, দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে খাগে, আমি এই খানে বসে থাকি। এই তো আসন্ন কাল উপস্থিত অদৃষ্টে যা ছিল হ'ল, মলেই ফুরিয়ে যাবে। যেদোর কি হবে আর তো দেখতে আসবো না, আজ তো বাছা খেতে পাবে।

যোগেশ। কোথাও তো কিছু হ'ল না, এই চারটে পয়সা পেয়েছি এক ছটাক মদ দেবে। একে জ্ঞানদা পড়ে নাকি?

জ্ঞানদা। তুমি এসেছ! আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত একটা কথা শোন; আমায় মার্জ্জনা কর, আমি ঠাকুর পোর বুদ্ধি শুনে তোমার এই সর্ব্বনাশ করেছি। আমি শিব পূজো ক'রে শিবের মতন স্বামী পেয়েছিলেম, আমার বরাতে সইল না, তোমার অপরাধ নাই; এখনও শোধরাও তোমার সব হবে।

যোগেশ। মচ্ছো, রাস্তায় মরতে এসেছ? তোমাদের এতদূর হ'য়েছে? আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল! যেদোও মরেছে! বেশ হ'য়েছে! মচ্ছো মর, আমি মদ খাইগে! আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

জ্ঞান। তুমি আমার একটী উপকার কর, যদি ঐ কথাটী স্বীকার পাও তা হলে আমি সুখে মরি। কোন রকমে যদি যেদোকে পিতাম্বরের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, কি সে এসে নিয়ে যায়, তা হলে আমি সুখে মরি।

যোগেশ। তুমি রাস্তায়, যেদো সেথায়, মরবে কেমন। তা বেশ! আমি বলতে পারিনি, মিছে কথা বলবো না, পারি যদি পিতাম্বরকে চিঠি লিখবো। আমার ঘাড়ের ভূতটা এখন তফাতে দাঁড়িয়ে আছে; যদি শিগগির না ঘাড়ে চাপে তা হ'লে পার্ব্বো, আর

ঘাড়ে চাপলে আমি কি কর্ব্বো। কি বল লাথি মেরেই তোমায় মেরে ফেলছি কেমন ?

জ্ঞান। তোমার অপরাধ কি ? আমায় ভগবান মেরেছেন।

যোগে। না না—ভূতটা তফাতে আছে—আমি বুঝতে পাচ্চি আমিই মেরে ফেলছি, কি কর্ব্ব বল, ভূতে মেরেছে চারা নেই, মচ্ছো মর মর ; আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! আ-হা-হা, আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

---



# হরিরাজ।

( রাজ-অন্তঃপুরস্থ প্রমোদ-কানন )

কহ্লন। আজি মনে হয় শৈশবের সব কথা।
মনে নাই জননীর স্নেহ,
জ্ঞান হ'ল জনকের স্নেহময় কোলে ;
হেরিলাম সুন্দর সংসার শোভার আগার ;
পিতৃস্নেহে বঞ্চিত হইনু দিনে দিনে।
রাজবংশে লভিয়া জনম, রাজঅনুগ্রহে রাজপুত্র সনে বাস ;
হরিরাজ সোদর সমান স্নেহবান আশৈশব ;
ভ্রাতৃস্নেহ যতনে দানিল মোরে।
সুখে দিন যায়। সহসা অশনিপাত !
তনুপাত হইল পিতার।

অশ্রুধার বহিল নয়নকোণে।
সুধাভাষে ভুলা'য়ে আমায়,
পিতৃস্নেহ প্রদানিত নরপতি।
দুর্ভাগ্য আমার,
জনকে হারা'য়ে হারা'নু পালক পুনঃ।
হাসি মুখ হেরিলে যাহার
ঘুচে যেত হৃদয়-বিকার,
হাহাকারে কান্দিল সে জন।
ক্ষুব্ধমন—হরিরাজে শাস্ত্বনা-কথায়
ভুলাইতে করিনু যতন।
বৃথা আকিঞ্চন—শুনিলাম ভীষণ কাহিনী।
নিমেষ না দেখিলে আমায়
যুগপ্রায় বোধ হ'ত যার,
আজি তার হৃদয় আঁধার;
উন্মত্তের প্রায় ভ্রমে সদা অধীর-হৃদয়।
বুঝি হায়! ধূমকেতু আমি!
যথা আমার উদয়—শান্তি চ'লে যায়
হাহাকার শুনি চারি ধারে।
কি সুখেতে রহিব সংসারে?
মরণ মঙ্গল মম।

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা। কহ্লন! হেথা তুমি রয়েছ বিজনে?
দাদা কোথা? কেন নাহি দেখি তারে?

একি ! তুমি কেন বিষণ্ণ-বদন ?
কি বেদনা অন্তরে তোমার ?

কহ্লন । রাজবালা,
কি জানা'ব কত জ্বালা হৃদয়ে আমার !
অগ্রজ তোমার হৃদয়ের হার মম ;
হেরি তার বিকল অন্তর
হৃদয় কাতর, মনে হয় সংসার আঁধার।
হেরি যদি হাসি মুখ তার
জীবন আমার অবহেলে পারি দিতে।
কি সুখেতে হাসিব বলনা ?
রাজপুরে আর কেহ নাই, কার মুখ চাই,
যতনে যে করিবে আদর ?

সুরমা। কেন গো কাতর ?
আমি ভালবাসি কত !
সাধ হয়
দিবানিশি রহি তব সাথে,
শুনি তব মধুময় বাণী।
দিবস রজনী, কি জানি কি যেন মনে হয় !
দাদার এ ভাব, মাতা অন্যমনা,
তোমার মলিন মুখ,
অরুণার ছল ছল আঁখি—যে দিকে নিরখি
সেথা দেখি বিষাদের স্রোত।
ভাবান্তর কবে হবে, হাসি মুখ দেখিব সবার ?

কহ্লন। রাজবালা, না হ'ও বিকলা।
অচিরে তিমির দূরে যাবে,
সুখ-রবি আবার উদিবে,
শান্তির কিরণ আবার ঝরিবে রাজপুরে।
সুরমা। আহা, তাই যেন হয়!
চাহি যবে দাদার বদন পানে
ব্যথা আসে প্রাণে; মানা নাহি মানে,
অশ্রুধার অলক্ষ্যে নয়নে বহে।
দেখ, একা রহি; নীরবে প্রাণের ব্যথা সহি;
কেহ নাহি চাহে মোর পানে।
কহ্লন! ভালবাস তুমি মোরে?
কহ্লন। রাজবালা!
হেরি তব মলিন বদন,
কে আছে এমন, যতন না করে তোমা?
যাও বালা, রজনী বাড়িছে ক্রমে।
সুরমা। যাই তবে। ব'লো তুমি দাদারে আমার,
ছোট বোনটি তাঁহার,
কত কাঁদে তার অদর্শনে।

( সুরমার প্রস্থান )

কহ্লন। ( স্বগত ) স্থির হও হৃদয় আমার।
আশা-কুহকিনি!
হৃদয়-দর্পণে কেন ধর বিমোহিনী ছবি?
রাজবালা!
ভালবাস অভাগায়।

বালিকার চপল কথায়
কেন আজি হৃদে আশা গায় ?
সরলা-প্রতিমা ! দীন আমি ;
কিন্তু, সাক্ষী অন্তর্যামী,
তুমি মম উপাস্য জীবনে ।

---



# পদ্মিনী ।

### পঞ্চম অঙ্ক—চতুর্থ দৃশ্য ।

### লক্ষ্মণ সিংহ ।

লক্ষ্মণ । তিন তিনবার আক্রমণ আমার ব্যর্থ হ'ল ! সংহার ক'রে ক'রেও শত্রুর শেষ হ'ল না। একের মৃত্যুতে শত্রু সহস্র মূর্ত্তি ধ'রে রক্তবীজের ন্যায় আমাকে গ্রাস ক'ত্তে এলো। আর আমার কিছুই নাই। শুধু রাজকুমার কয়টী অবশিষ্ট। এ ক'টীকে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে কি চিতোর রাজবংশ ধ্বংশ কর্‌বো ? কি কর্ত্তব্য কিছুই ঠিক ক'ত্তে পারিনে। এদিকে আমি সৈন্যের অভাবে চরণ থাক্‌তেও চলচ্ছক্তিহীন হ'য়ে ভবাণীর আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ওদিকে দুর্গমধ্যে রাজা ভীম সিংহ সমস্ত পুরবাসিনীদের নিয়ে বন্দী। শত্রু ভীম বলে দুর্গদ্বার আক্রমণ করেছে। হাজার হাজার বাদশাহ

সৈন্য এদিকে আমার গতি রোধ করবার জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। ওই দুর্গদ্বার ভেঙ্গে গেল! ওই দেখতে দেখতে জহরব্রতের ন্যায় আগুন জ্বলে উঠল! হা ভবানি! আমি শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। না, এ দৃশ্য আর দেখতে পারিনা। ক্ষত বিক্ষত দেহের যন্ত্রণা এ দর্শন যন্ত্রণার তুলনায় অতি তুচ্ছ।

নেপথ্যে। ময় ভূখা হোঁ।

লক্ষ্মণ। একি ভীষণ দৈববাণী—দৈববাণী, না স্বপ্ন।

নেপথ্যে। ক্ষুধা—বড় ক্ষুধা।

লক্ষ্মণ। কে তুমি!

ছায়া-মূর্ত্তী। আমি চিতোর-রক্ষিণী মাতৃকা।

লক্ষ্মণ। এমনি ক'রে কি তুমি চিতোর রক্ষা করছ?

ছা-মূ। বড় ক্ষুধা।

লক্ষ্মণ। সমস্ত চিতোরীকে খেয়েও তোমার ক্ষুধা মিটলোনা?

ছা-মূ। আমার অযোগ্য! জন্মভূমি যদি রাখতে চাস্ ত শ্রেষ্ঠ পূজা দে—রাজপ্রাণ বলি দে।

লক্ষণ। তা হ'লে চিতোর রক্ষা হবে? যথার্থই যদি চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী মা হোস্, তা হ'লে ঠিক বল্ আমি আত্ম-প্রাণ বলি দি।

ছা-মূ। যদি চিতোরের দ্বাদশ রাজকুমার এক এক ক'রে শত্রুর সুমুখে গিয়ে তার অসিতে মুণ্ড দিয়ে আমার পূজা দেয় তবেই চিতোর রক্ষা হবে।

লক্ষ্মণ। রক্ষা হবে?

ছা-মূ। ফিরবে।

লক্ষ্মণ। একাদশ রাজকুমার অবশিষ্ট। তার মধ্যে একজন নির্ব্বাসিত ; আর আছি আমি।

ছা-মূ। যথেষ্ট।

লক্ষ্মণ। সব গেলে চিতোর ভোগ ক'ত্তে রইল কে ?

ছা-মূ। অবিশ্বাস ! ময় ভুখা হোঁ !

লক্ষ্মণ। তাইতো ! চিতোরই যদি গেল তা হ'লে আমাদের প্রাণে আর প্রয়োজন কি ? ভগবন্ ! দয়া ক'রে আমাকে চিতোরের দ্বারে মাথা রেখে মরতে দাও। আর কিছুই চাইনা। একি ! সহস্রবার চেষ্টা ক'রেও যে দুর্গদ্বারের কাছে আমি উপস্থিত হতে পারিনি। সে দ্বার উন্মুক্ত কল্লে কে ?

রুক্মা। পিতা ! আমার স্বামী।

লক্ষ্মণ। তাইত ! তাইত ! একি ! একি ! মায়াবিনি রাক্ষসি ! বাদল ! বাদল ! অরুণ ! অরুণ ! মায়াবিনি রাক্ষসি ! আমাকে মিথ্যা বাক্যে প্রতারিত ক'রে আমার বংশ নির্ম্মূল করলি ! অরুণ ! পিতার আদেশ পালন কত্তে মৃতদেহে চিতোর ভূমি স্পর্শ করলি ! দে, রাক্ষসি ! কোথা আছিস্। আমার একটি বংশধর ফিরিয়ে দে !

ছা-মূ। দিয়েছি রাণা ! পুত্রবধূকে রক্ষা কর। তার পবিত্র গর্ভে বাপ্পারাওএর বীর বংশধরকে লুকিয়ে রেখেছি। সেই পুত্র হ'তে আবার চিতোরের মুখোজ্জ্বল হবে। তোমাদের পবিত্র নামে চিতোর জয়যুক্ত হ'ল। চিতোরী বীরের এই আত্ম-বলিদানে মন্ত্রঃপূত ভারত অমর হ'ল।

আফ্রিকার রক্তে হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ গগন অরুণ-রেখায় রঞ্জিত হ'ল।

রাণা। কৈলোয়ার দুর্গে তোমার খুল্লতাত। মা, তথায় যাও।

---



# ভ্রমর।

## হরে চাকর ও ক্ষীরোদা ঝি।

হরে। দেখলে, বাঁদী বেটীর আক্কেল দেখলে, তোর মেয়ে মানুষের জাতের মুখে মারি ঝাড়ুর বাড়ি। বেটী তাগা তসর পোরে বৌ ঠাকরুনের সঙ্গে বাপের বাড়ী চোলেছে। মেজাজ ভারি গরম, একবার চুপি চুপি এসে বলে যেতে পারতো না? নেমক্ হারাম বেটী! কর্ত্তার খাবার থেকে চুরি করে খাইয়েছি! তাগা গড়াবার সময় নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি ত, একবার আমায় বলে গেল না! এই যে চারদিন তুই সেখানে গিয়ে থাকবি আমায় কি একবার বলে গেলে তোর মানের হানি হোতো, আমি তোকে যেতে আপত্তি কত্তুম। আমি পিরীত বুঝিনি, মাঝে মাঝে বিরহের দুঃখ চাই নইলে পিরীত জমাট হয় না, তুই দুফোঁটা চোখের জল ফেলতিস্, আমি দুফোঁটা চোখের জল ফেলতুম কেমন হোতো বল দেখি। আচ্ছা বেটী থাক আমার হাতে তোমায় আসতেই হবে, সেই

জুতো, ঝাঁটা, লাথি, তবে আমার নাম হরে। দে বেটী আমার টাকা ফিরে দে, তাগা গড়াতে যে পঞ্চান্ন টাকা দিয়েছি এখনি হাজির কর। জানিস্ বেটী তোর প্রতি আমার মাসে যা খরচ পড়ে, একটা ভাল মেয়ে মানুষ বাঁধা রাখলে তোর চেয়ে কমে হয়। চুরি চামারি করে যা পাই, বেটীর পাদ পদ্মে দিই কিনা, আর বেটী আমার সঙ্গেই বেইমানী?

ক্ষীরি। আঃ মর হতচ্ছাড়া! সোহাগ করবার বুঝি আর সময় পেলেনি! এখানে এসে ষাঁড়ের চেচানি চেঁচাচ্ছিস, কেউ শুনতে পেলে মুড়ো ঝাঁটা পিটে বিদেয় করবে।

হরে। বিদেয় করে করবে আমি মরিয়া হয়েছি। মেজ বৌমার সঙ্গে বাপের বাড়ী চলে গেলি আমি ব্যাটা রয়েছি একবার ব'লে যেতে পারলিনি। খালি দাও কোসবার সময় আমার কাছে আসবে।

ক্ষীরি। ওঃ ব্যাটা কি আমায় নশো পঞ্চাশ দিয়েছিস রে! তোকে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাল পান খাওয়াই, ভাল সন্দেশটা, মাছের মুড়োটা, তোর কোন্ চোদ্দপুরুষ এনে জোগায়।

হরে। এই তুই, তুই, আচ্ছা দেখবো গিন্নী মা কাশী যাচ্ছেন, আমিও সঙ্গে চল্লুম, দেখি বেটী তোর কি ক'রে চলে? এমন চেহারা কোথা পাবি?

ক্ষীরি। আঃ ব্যাটা আমার কি নব কার্ত্তিক রে দূর হ দূর হ।

হরে। আচ্ছা দূর হলেম এই বাঁ পায়ের লাথি দেখিয়ে দূর হ'লেম, তুই কত বড় বেটী বুঝে নেব।

ক্ষীরি। তুই ও কত বড় ব্যাটা আমি বুঝে নেব।

# ইন্দিরা।

## তৃতীয় অঙ্ক—দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

### কেলো ও হারাণী।

কেলো। বলি শোন না, শোন না, হুহু করে পানসির মত বেয়ে চোলেছিস যে, একটু খানি দাঁড়া একটা কথা বলি শোন।

হারা। আমরণ আর কি, তোর কথা আবার শুনবো কিরে মিনসে, কর্ত্তা বাবুর যেমন কিছুরই ঠিকানা নাই, দেখে শুনে এক চাকর রেখেছেন দেখনা।

কেলো। শোন না শোন না, তোর জন্যে বেশ ভাল এক জোড়া লাল পেড়ে কাপড় কিনে রেখেছি।

হারা। তোর লাল পেড়ে কাপড়ের নিকুচি করেছে, ঝেটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব জানিস।

কেলো। আঃ তা হ'লে তো বাঁচি, হারাণী তোর পায়ে পড়ি, যদি তুই কোন রকমে পারিস' আমি বিষে জ্বরে রয়েছি কোন রকম করে যদি বিষ ঝেড়ে দিতে পারিস।

হারা। আমরি, আবার রসিকতা কচ্চেন।

কেলো। হারাণী, তোর দিব্বি এ আমার প্রাণের কথা, বিষের জ্বালায় ছটফট করছি; প্রাণ যায় যায় হয়েছে আর ঘুরতে পারিনি সারা হয়ে গেলুম।

হারা। ও হরি তুমি আবার প্রেমিক তা জানতুম না।

কেলো। দেখছিস নি রসে ডগমগ তা থাক একটু দাঁড়াবি? গোটা দুয়েক কথা জিজ্ঞাসা করবো উত্তর দিয়ে যাবি।

হারা। কেনরে মুখপোড়া মিনসে! তোর কথা শুনবার জন্যে দাঁড়াব কেন রে? আর তোর কথার উত্তরই বা দিতে যাব কেন?

কেলো। আবার চল্‌লো, শোন না, তোকে মুরভাজা খাওয়াব, বাদাম পেস্তা খাওয়াব, অমন শুঁটকি আছিস, দুদিনে এমন ফুলে উঠবি

হারা। ইস তুই যে ভারি আয়িত্তি কচ্ছিস দেখছি, কথাটা কি বল দেখি?

কেলো। বলছি কি, তোদের যে নতুন রাধুনী হয়েছে সে লোক কেমন?

হারা। ওরে হতচ্ছাড়া মিনসে তোর বাড়ীতে ফোড়া মড়া মরুক নতুন রাধুনির খবর তোকে দিতে যাব কেন?

কেলো। হারাণী তোকে বলতে কি আমি তার কথা শুনতে বড় ভালবাসি এমন একটি লোক পাইনে যাকে প্রাণ খুলে তারে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি, এমন সারকাশ পাইনে যে আড়াল থেকে তার দুটো কথা শুনে আসি; এমন সুবিধা পাইনে তাকে একবার চোখের দেখা দেখে আসি। প্রাণের দায়ে তোর শরণ নিয়েছি, হারাণী তুই কিছু মনে করিস নি!

হারা। ও আঁটকুড়ির পুত তুমি মনে মনে পেয়ে বসে আছ, আমায় দরদ জানিয়ে বাদাম পেস্তা খাওয়াতে চাও, নতুন রাঁধুনিকে চোখের দেখা দেখতে চাও, তোর

ব্যাপার খানা কি, ভদ্র লোকের বাড়ি—চাকর সেজে এসে কুল মজাবার চেষ্টা।

কেলো। হারাণী তুই জানিস কি, আমি অনেক দিন থেকে ওর পেছু নিয়েছি ও যেখানে গিয়েছে ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছি ও দুর্দ্দশায় পড়ে কেঁদেছে, আমার চোখের জলে বুক ভেসে গেছে ও আশ্রয়হীন হ'য়ে বেড়িয়েছে আমিও নিরাশ্রয় হ'য়ে সাথে সাথে বেড়িয়েছি, যদি কখনও একটু সুখের আভাস পেয়ে ওর মুখে বিদ্যুতের মত হাসি দেখা দিত আমি স্বর্গ হাতে পেতুম। হারাণী তুই বুঝবি কি? আমি ওলোট পালট খাচ্চি, ভারি গোলোযোগে পড়েছি, হিসেব নিকেশ করে উঠতে পাচ্চিনে।

হারা। রোস সর্ব্বনাশীর ব্যাটা রোস তোমায় আজই বাড়ি থেকে তাড়াচ্ছি, দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পোষা হচ্ছে বইত নয়, এতো কারুর নজরে পড়েনি, খালি খালি মোটা মোটা মাইনে নিতে, আর খোরা খোরা ভাত মাস্তে তৈরি, মনিবের ভালাইয়ের দিকে কারুর নজর আছে?

কেলো। হারাণী আমার সর্ব্বনাশ করিস নি, আমার প্রাণে মারিস নি এখান ছাড়া হ'লে আমি পাগল হয়ে যাব।

হারা। আঃ মরণ তোমার, গতর খাটিয়ে পেটের খোরাক ক'ত্তে এসে তোর আমার কি পিরীত চলেরে বাপু! রোজগার পাতি করে কিছু জমিয়ে ফেলে, তারপর পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে প্রেম করগে যা। তোর মত লোকের

Sjt. S. N. Ghose & Binodini.

শ্রীযুৎ এস, এন, ঘোষ ও বিনোদিনী।

21839

## জনা।

### প্রবীর, জনা ও বিদুষক।

প্রবীর। দাও মাগো সন্তানে বিদায়।
চলে যাই লোকালয় ত্যজি
ক্ষত্রিয় সন্তান অপমান কেন সব !
ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয়,
আদেশ পিতার—
ফিরে দিতে অর্জ্জুনেরে।
পিতৃ-আজ্ঞা না হবে লঙ্ঘন—
করি অশ্ব অর্জ্জুনে অর্পণ
চ'লে যাব যথা লয়ে যায় আঁখি।
বৃথা ধনু ধরেছি মা করে,
বিফল জীবন—
শত্রু ভয়ে অস্ত্র ত্যজি দাসত্ব করিব !
বীরদম্ভে অশ্বভালে ক'রেছে লিখন
রণে আবাহণ করি,
ত্যজি রণ ক্ষত্রিয় নন্দন
পরাজয় মানি লব।
হেন প্রাণ কেন মা রাখিব,
কেন মা গো ধরেছিলে গর্ভে মোরে ?

জনা। বৎস ত্যজ মনস্তাপ—
প্রবল প্রতাপ পাণ্ডব ফাল্গুনী শুনি।
তুমি নৃপতির নয়নের নিধি,
তাই রাজা নিবারে তোমারে
সমরে যাইতে যাদুমণি!
বলবানে পূজাদান আছে এ নিয়ম
রণস্থলে বীর করে বীরের আদর।
শুনিয়াছি নর-নারায়ণ ধনঞ্জয়,
লজ্জা নাহি হেন জনে—
সম্মান প্রদানে!

প্রবীর। ডরে পূজা ঘৃণা করে বীর।
ফিরে দিতে যাই যদি বাজী,
ঘৃণায় অর্জ্জুন
কথা নাহি কবে মম সনে;
ফিরায়ে বদন বীরগণ হাসিবে সকলে।
শুনি মাতা—
জাহ্নবার বরে
পাইয়াছ মোরে,
কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগীরথী?
রণে যদি না যাই জননী—
দেবতার হবে অপমান।
মাগো! তব পদে নতি,
তোমার চরণ মম গতি,
অক্ষয় কিরীট শিরে তব পদধূলি,

মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে,
সম্মুখ সমরে বিমুখ কে করে মোরে।

জনা। নয়ন আনন্দ তুমি জীবন আমার,
ভাবি মনে পাছে তোর হয় অকল্যাণ।

প্রবীর। রণমৃত্যু হতে কিবা আছে মা কল্যাণ!
কে কোথায় ক্ষত্রিয় জননী
সন্তানে অঞ্চল ঢাকি রাখে।
কুলাঙ্গার পুত্র কার কামনা, জননি।
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী কার ভিক্ষু পুত্র সাধ।
পিতার নিষেধ যদি—
না করিব রণ, ফিরে দিব হয়,
কিন্তু লোকময় কলঙ্ক ভাজন,
রাখিব জীবন ছার
মনে স্থান দিওনা জননী!
রণে যদি যেতে মোরে মানা,
বন্দিয়া চরণ—
বিদায় হইয়া যাই জন্মের মতন।

জনা। স্থির হও আমি বুঝাইব ভূপে।
হয় হোক যা আছে মা জাহ্নবীর মনে,
রণ-সাধ যদি তোর রণ পণ মম।

প্রবীর। ধরি তোর পদধূলি শঙ্করে না ডরি।

( রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ )

বিদূষক। এই যে মায়ে পোয়ে একত্র হয়েছেন নিশ্চয় দামোদর আসছেন সন্দেহ নাই, অগ্নি দেবতার বর কি আর বিফল হয়? মনে

ক'চ্ছ রাজা, রাণীঠাকরুণ বোঝাবেন, উনি না ঢাল খাড়া ধ'রে রণাঙ্গণা হোয়ে দাড়ান ও আমার মুখের ভাবেই মালুম হয়েছে! আপনি ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে ব'লছেন, কেঁদে দুলাল রাণীর কাছে এসেছেন! সকাল থেকে পুরে হরি হরি রব, এ'কি কি বিফল হয়।

---



# ভ্রান্তি।

## গঙ্গা ও রঙ্গলাল।

গঙ্গা। তুমি কে গা?

রঙ্গ। তাইত কেউ একজন হব বোধ হয় না।

গঙ্গা। হাঁ তা একজন বোধ হচ্চে বটে।

রঙ্গ। বাঃ তোমার বেশ বোধ সোধ।

গঙ্গা। তা এখানে কেন?

রঙ্গ। যত দিন বেঁচে থাকি এক জায়গায় থাকতে হবে তো চাঁদ!

গঙ্গা। মুখখানি তুলে একবার আমার পানে চাওনা।

রঙ্গ। চাইলে চোখ দিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

গঙ্গা। হোক্ চাও, দুটো কথা কও।

রঙ্গ। কথা তো কচ্চি, এই নাও চাইলুম। যায় প্রাণ ভিক্ষে মেগে খাব। কি বল?

গঙ্গা। এখানে কি ক'চ্ছ।

রঙ্গ। তোমার কি দরকার তা বল না।

গঙ্গা। আমি তোমায় দেখে মোহিত হয়েছি—

রঙ্গ। বেশ তোমায় বাহবা দিলুম।

গঙ্গা। তুমি ও আমায় দেখে একটু মোহিত হও না।

রঙ্গ। মনে কর হ'য়েছি।

গঙ্গা। তবে আমাদের বাড়ীতে এস।

রঙ্গ। দেখ তা হলে বড় পীরিতের যুত হবে না। পীরিতের সুখই হ'ল বিচ্ছেদ। তুমি ঘরে গিয়ে হা হুতাশ করগে, আমি এখানে বসে অজ্ঝর ঝরে কাঁদি ; বেশ প্রেমের তুফান উঠে যাবে।

গঙ্গা। আচ্ছা তোমার সে বন্ধু দুটী কোথা ?

রঙ্গ। তার ভিতর কোনটীকে তোমার দরকার ?

গঙ্গা। দরকার আমার তোমায়।

রঙ্গ। সে দরকার তো মিটলো, এখন ও দুটীর মধ্যে কোনটীকে দরকার বল না।

গঙ্গা। তোমাদের খুব বন্ধুত্ব বোধ হয়।

রঙ্গ। এতো দিন তো ছিল, এখন বোধ হয় দুশমন হয়ে দাঁড়াবে।

গঙ্গা। কেন ?

রঙ্গ। এই তোমায় আমায় যখন পীরিত হ'ল। তখন বন্ধুত্বের গোড়ায় কুড়ুল প'ড়লো।

গঙ্গা। কই পীরিত হ'ল ?

রঙ্গ। ইস্ এতোতেও পীরিত হ'ল না ? তবে তুমি পথ দেখ।

গঙ্গা। আচ্ছা তুমি কি কর ?

রঙ্গ। তুমি কি কর ?

গঙ্গা। আমি নাচি গাই মোজ্‌রা করি।

রঙ্গ। আমি দালালী করি।

গঙ্গা। কিসের?

রঙ্গ। ফোঁপালের।

গঙ্গা। ওঃ তুমি ফোপাল দালাল! আমার মোজরার দালালী করতে পার?

রঙ্গ। কেন তোমার ভাঙ্গা দশা হয়েছে নাকি! দালাল না হলে খদ্দের জোটে না।

গঙ্গা। এখন তোমার মত সব বেরসিক লোক হয়েছে খদ্দের জুটবে কোত্থেকে বল।

রঙ্গ। তবে তুমি কাজ কর, হয় পীরের দরগায় সিন্নি মান, নয় পৈরাগে মাথা মুড়াও।

গঙ্গা। বালাই আমি মাথা মুড়াব কেন? আমার দিব্বি চুল গুলি।

রঙ্গ। তা বেশ বাড়ীতে বোসে বিনুনি ঝোলাওগে।

গঙ্গা। তোমায় আমি বুঝতে পারলুন না।

রঙ্গ। দুনিয়ার সব কথা কে বোঝে বল?

গঙ্গা। পড়া শুনাও কর, বাবুয়ানাও কর, ইয়ারকিও দাও চিকিৎসা পত্রও করে থাক, যে থাও করনি খবর রেখেছি, মেয়ে মানুষের কাছেও যাও না, দান ধ্যান কর, এদিকে পূজা আশ্রয়ের ধার ও ধার না।

রঙ্গ। আমার প্রতি এ শুভদৃষ্টি কেন? কান দেবও নই, আর তেমন ট্যাঁকও ভারি নয়। কিছু মতলব আছে কি?

গঙ্গা। তুমি আমায় চিনেছ?

রঙ্গ। না ও চাঁদ বদন তো আমার মনে পড়ছে না।

গঙ্গা। এই তো আরও গোল বাধাও।

রঙ্গ। কেন—

গঙ্গা। আজ ক বছরের কথা, আমি ঠাকুর তলায় সর্দ্দি গর্ম্মী হ'য়ে রাস্তায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ি, বেশ্যা বলে ঘৃণা ক'রে কেউ মুখে একটু জল দিলে না, তুমি তুলে এনে তোমার বাড়ী নিয়ে এলে, তারপর যখন ভাল হ'য়ে বাড়ী যাই তুমি যেন আমায় চেনই না।

রঙ্গ। পাঁচ রকম তো লোক থাকে, বুঝে নাওনা আমি ঐ এক রকম লোক।

গঙ্গা। তুমি কি মেয়েমানুষের সঙ্গে ভাব কর না?

রঙ্গ। কেন চাঁদবদনি, এই যে তোমার সঙ্গে খুব প্রণয় করেছি।

গঙ্গা। দেখ আমরা বেশ্যা; ভাল কিছু বুঝি না বুঝি মন্দটা আগে বুঝি। ঢং ঢাঙ্গে যে আমাদের বড় কেউ ফাঁকি দেবেন. সে বড় সোজা নয়. তবে ফাঁকে যদি আপনি পড়ি তো পড়ি। তুমি কথা কচ্ছ, ইয়ারকি দিচ্ছ, কিন্তু তোমার মুখ চোখের ভাবে বোধ হয়. বরং ঐ গাছটার পানে দরদ করে চাইছ তবু আমার পানে চাইছ না। অনেক রাজা রাজড়ার মজলিস বেড়িয়েছি. আমি হেঁসে কথা কইলে মন টলেনি. এমন লোক আমি দেখিনি।

রঙ্গ। দেখ বিবিজান, একটু আধটু যার নেশা হয় তার মন টল বেটল করতে থাকে, কিন্তু আমি তোমায় রূপের নেশায় ভরপুর হোয়ে গেছি, যতদূর নাকাল হবার তা হয়েছি, এখন তুমি কৃপা ক'রে সরে পড়।

গঙ্গা। না আমি যাব না তুমি কি মৎলবে এখানে বসে আছ আমি দেখবো।

---



# হারানিধি।

## গুণনিধি, নব ও অঘোর।

গুণ। দেখি শালা মাগ নেবে। থাক শালা, তোমায় চল্লিশ হাজার ঘা দিচ্চি ও মর্টগেজ ফিরে পেলে আমার হয়ে তারা লড়বে, তুমি আমার কচু ক'রবে।

( নবর প্রবেশ। )

নব। গুণনিধি বাবু?

গুণ। কিহে, কিহে, তুমি এমন সময় যে?

নব। ওহে শনি বেটি মোহিনী বাবুর বাড়ী ছুটেছে, ঘরে তালা দিয়ে বেরুচ্ছে, জিজ্ঞাসা করলুম কোথায় যাস্? বল্লে, মোহিনী বাবুকে খপর দিয়ে আসি, যে গুণো ব্যাটা আজ পালাচ্ছে।

গুণ! অ্যাঁ অ্যাঁ! আমি তো পালাচ্ছিনি! আমি তো পালাচ্ছিনি! আমি এই মোট্‌টা দেশে পাঠাচ্ছি।

নব। তবেই হয়েছে, বেটী দেখে গিয়েছে।

গুণ। বটে বটে, তোমায় ভাই পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি, শনি বেটীকে ফেরাও, দৌড়ে যাও, মোট দেখলে খামখা সন্দেহ করবে, আমি কোন দোষের দোষী নই, খামখা সন্দেহ করবে।

নব। তুমি তো আর সত্যি পালাচ্ছ না, সন্দেহ কল্লেই বা ভয়টা কি?

গুণ। না ভাই, না, তুমি ফেরাও, বাবু বড় খারাপ লোক, তুমি ফেরাও।

নব। আচ্ছা আমি চল্লুম!

গুণ। দাঁড়িয়ে রইলে যে হে? এই নাও টাকা নাও।

(নবর প্রস্থান)

রেলে যাওয়া হবে না, নৌকা ক'রে শ্রীরামপুর অবধি যাই, আর মুটে ডাকবার তর্ সইবে না, মোট্‌টা আপনি ঘাটে নিয়ে যাই, উঃ বড্ড ভারি।

(অন্ধবেশে অঘোরের প্রবেশ)

অঘোর। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, অন্ধ আচারীকে কিছু দাও।

গুণ। ওরে ওরে, এই মোট্‌টা ঘাটে দিয়ে আসতে পারিস?

অঘো। পার বুনি ক্যানে।

গুণ। নে নে শিগ্‌গির নে, ক্যাস বাক্সটা এর সঙ্গেই দিই, আমি সুধু হাতে পায়ে পায়ে তফাতে তফাতে যাই। দেখ,এই বাক্সটা বেঁধে নে, এ বাক্সয় কিছু নাই; আহিরীটোলার ঘাটে, আমি এগিয়ে যাচ্ছি; না ক্যাস বাক্সটা হাতে করেই নিই।

অঘো। মনো বাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

গুণ। আবার ব্যাটা চেঁচায়, মোট তোল্, আয়না, তুইত আর সত্যি কাণা নোস?

অঘো। উঃ বড্ডি ভারি।

গুণ। আঃ নেনা, এই টুকু ধাঁ করে মেরে দেনা, দাঁড়া আমি তুলে দিচ্চি।

অঘো। শালা, বেওয়ারিশ বাপের গাধা পেয়েছ।

গুণ। আয় আয় শিগ্‌গির চলে আয়।

অঘো। আমি নার বো।

গুণ। আরে ব্যাটা দে আমায় দে।

অঘো। এই নাও তবে নাও। ( গুণনিধির ঘাড়ে মোট ফেলিয়া দিয়া অঘোরের ক্যাস বাক্স লইয়া পলায়ন )

গুণ। ( ক্রন্দন স্বরে ) ওরে বাবারে, গেলেম রে, ওরে বাপরে, বাপরে, গেছিরে।

---



# পূর্ণচন্দ্র ও লূনা।

পূর্ণচন্দ্র। জননি! আশীর্ব্বাদ করুন।

লূনা। আজ আমার সুপ্রভাত তোমার চন্দ্রবদন দেখলুম।
( স্বগতঃ ) আরে সন্তি চাঁদপানা মুখ, আরে, আরে, ফুলপানা দাঁত, আরে, আরে, কি আঁখিরে!

পূর্ণ। মা! আজ আমার কি শুভদিন, আজ আমি পিতার চরণ বন্দন করলুম, তোমার পাদপদ্ম দর্শন করলুম! জননি—জননি! সন্তান কি অপরাধী?

লূনা। মরি মরি! ভূতলে কি পূর্ণশশী?
কিম্বা রতি আশে এসেছে মদন।

উহু মরি মরি.

নয়নে বরষে ফুলশর !

অঙ্গ জর জর,

ধর ধর কাঁপে থর থর,

পিপাসীরে সুশীতল বারি কর দান।

পূর্ণ। একি !

কোথায় জননি—কারে করি সম্ভাষণ ?

কেমনে বা পিশাচিনী এল এ আগারে ?

লূনা। কহ কথা, রওনা নীরব,

ঢালরে বচন-সুধা—জুড়াক জীবন।

পূর্ণ। কহ কার এই পুরী—কে তুমি সুন্দরী ?

কোথায় জননি মম ?

কহ, তুমি কেবা ছদ্মবেশী—

পাপ কথা কহ কি কারণ ?

লূনা। শুন গুণমণি !

প্রেমাধিনী দাসী তোর আমি,

সতিনী জননি তোর।

বৃদ্ধ রাজা পশে কবে কালের কবলে—

আমি কিহে নারী যোগ্য তার ?

কমলিনী ফোটে কি ভেকের তরে ?

আদরে ভ্রমরে ;

হৃদি ভৃঙ্গ ! এস হৃদি মাঝে !

পূর্ণ। একি, একি, কি শুনি, কি শুনি !

একি, একি, কি বল জননি !

এখনি মা রসাতলে পশিবে মেদিনী,
হবে একাকার নরক আঁধার
ব্যাপিবে বিপুল স্থান !
বাড়াইতে সে তম ভীষণ
ঈশ্বরের রোষ হুতাশন
প্রলয় দামিনী সম দলকে ফিরিবে !
রুদ্ধ সমীরণ,
কক্ষচ্যুত হইবে তপন !
রেণু হবে ব্রহ্মাণ্ড বিশাল !
মা মা ! সন্তানে অভয় কর দান !

নৃ,না। ছি ছি ! তুমি নির্দ্দয় কেমন !
মরে নারী তোল না বদন,
কেন কর ঘৃণা, দেখনা দেখনা,
তোর মত কিশলয় রঞ্জিত অধর,
লাবণ্য-সলিলে হের অঙ্গ ঢল ঢল,
দেখ দেখ, তোমার যেমন—
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি মম !
দেখ না দেখ না মরে রে ললনা,
চাঁদ মুখ তোল না তোল না !
তুমি নব যুবা—আমি নবীনা যুবতী
আমি রতি তুমি হে মদন !
কেন হে মিলন সুখে রহিব বঞ্চিত
যায় ধরা যাক রসাতলে
ঘেরুক আঁধার

আমি তোর—তুমিরে আমার !
অধরে অধরে, হৃদি হৃদি'পরে,
ধরাধরি ভুজ-পাশে !
বিশ্বনাশে প্রেমিকের কিবা ডর ?

পূর্ণ। এই তো সে দুরন্ত সংসার,
নহে এতো কুসুম আগার
ভীষণ কণ্টকময় !
ঘোরে মস্তিষ্ক আমার,
চলিতে চরণ নাহি চলে.
একি কোন কুহকের ছলে—
হেন ভাষা শুনি আজ জননীর মুখে ?
এই কি সেই তরঙ্গের খেলা ?
এই কি সেই সাগর-গর্জ্জন ?
পথ-হারা যথা নর পাথারে মগন
এই কি প্রথম শিক্ষা পশিয়া সংসারে ?
হেন ছার কারাগারে কেন রহে নরে ;
কেন ডরে বিসর্জ্জন দিতে কলেবরে ?
ছি ছি ধিক্ ! এই কি সংসার,
এই কি সে কুৎসিৎ পাথার ?
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ মানব জীবনে !
মাতৃপদে শত শত প্রনাম আমার।

লুনা। যেওনা, যেওনা, বধ'না, বধ'না,
কিঙ্করীরে রাখ পায় প্রাণেশ্বর !

---

# হারানিধি।

## হরিশ ও হৈমবতী।

হরিশ। চল আজই চল, এখানে আমার সহস্র বিছের কামড়াচ্ছে। কত কথাই মনে হচ্ছে, এই ঘরে আপিস থেকে এসে, আমার বাছাদের কোলে ক'রতুম, আধ আধ কথা কইতো, আমার কর্ণ-কুহর শীতল হোতো, বোধ হোতো আমি স্বর্গে; এই ঘরে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে তোমার সঙ্গে প্রেম আলাপ করেছি, সেই একদিন আর এই একদিন, যেখানে আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ মানুষ হয়েছেন, সেই বাড়ী আজ ত্যাগ করে যাচ্ছি, এর আগে আমার মৃত্যু হ'লে ভাল হোতো, আমি স্বপ্নেও জানিনি যে এ বাড়ী আমার নয়, চণ্ডালে অপহরণ করবে। আমি মনে মনে কত আশা ভরসা করেছি। যে দিন শুনলেম সুশীলার কপালে বজ্রাঘাত হয়েছে, সে দিন মনে মনে ভেবেছি, যে আমার নীলমাধব আছে ভয় কি? নীলমাধব মানুষ হবে, তার ছেলে পুলে হবে, এ ছোট বাড়ীতে আটবে না, বাড়ী বাড়াব তার নক্‌সা ক'রে রেখেছি, আমার সে আশা আজ ফুরুলো।

হৈম। তা কি করবে সকলই পরমেশ্বরের ইচ্ছে, আমি তোমার মুখেই শুনেছি যে সংসার পরীক্ষার স্থল, এতে যে চির-দিন সুদিন আশা করবে, তার আশা নিষ্ফল হবে, সুদিনের পর কুদিন, কুদিনের পর সুদিন, পৃথিবীর এই

নিয়ম, দুর্দ্দিন গিয়ে সুদিন হয়েছিল. দুর্দ্দিন এসেছে আবার সুদিন হবে।

হরিশ। তুমি স্ত্রীলোক, বোঝনা ! সুদিনের মূল উচ্ছেদ হয়েছে, হাস্যময়ী কন্যা বিধবা, পৈতৃক বাড়ী অপহৃত, বৃত্তিনাশ ! যুবা পুত্রের উৎসাহ ভঙ্গ, সুদিনের বীজ অঙ্কুরিত না না হ'তে হ'তে দগ্ধ হ'য়ে গিয়েছে। ঋণের দায়ে কবে জেলে নিয়ে যায়। এখন যেদিন মৃত্যু হয় সে দিনই সুদিন, নইলে অনেক দেখতে হবে, অনেক সইতে হবে।

হৈম। বালাই তোমার নীলমাধব অক্ষয় অমর হোক্, বাড়ী গিয়েছে যাক, তুমি স্থির হও তা হলে সকলে থাকবে। চাকরীতে জবাব দিয়ে এসেছ, আপাততঃ গহণা বেচে চ'লবে, চাকরী কি আর হবে না ?

হরিশ। তোমায় কত বলবো কত শুনবে ? হয় ঋণের দায়ে লুকিয়ে থাকতে হবে, নয় ইন্‌সল্‌ভেণ্ট যেতে হবে, লোকে যোচ্চোর ব'লবে. যোচ্চোরকে কে চাকরী দেবে ? চল আজই পালাই, সকালে স্কুলের ছেলেরা আসবে, কেউ স্কুলের মাইনে চাইবে, তখন তাদের কি ব'লব ? আহা ! অমন বালকেরা এই খানে থেকে দুটি শাক ভাত খেয়ে স্কুলে যেত কাল দেখবে৹ তাদের অন্নস্থল কই ! আরে চণ্ডাল ! তুই এই সর্ব্বনাশ করলি ? বই বগলে করে বসে কড়ায়ের ডালের ঝোল অমৃত বলে খেয়ে যায়, আমায় বাপের অধিক জানে তাদেরও সর্ব্বনাশ করলুম।

হৈম। কি ক'রবে ? বিধাতার বিড়ম্বনা তোম তা ইচ্ছা নয় !

হরিশ। না আমি আর তাদের মুখ দেখাব না, চল আজি চল, সব বেঁধে ছেঁধে নাও, আমি আজই বেরিয়ে যাব।

হৈম। ঠাকুরপো বাড়ী দেখতে গিয়েছে, বাড়ী দেখে আসুক নইলে সোমত্ত মেয়ে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে।

হরিশ। না এখনই চল। কালীঘাটে যাই চল যেখানে যাত্রীরা থাকে সেইখানে থাকবো।

---



# পৃথিরাজ।

## সংযুক্তা, জয়চাঁদ ও পৃথিরাজ।

( পৃথিরাজ-প্রতিমূর্ত্তির গলায় মাল্যদান। )

জয়চাঁদ। কি করিলি অবোধ বালিকা!
সুধা ভ্রমে হলাহল করিলি যে পান।
বিপ্রগণ! অজ্ঞান বালিকা
নাহি জানে কার মূর্ত্তি-গলে দেছে মালা,
মার্জ্জনীয় নহে কি এ ভ্রম?

সংযুক্তা। নহে ভ্রম, পিতঃ!
জেনে শুনে মাল্য দান করেছি উঁহায়।

জয়চাঁদ। কি কহিলি?

সংযুক্তা। জানি আমি কার পদে সঁপিলাম প্রাণ।
কায়মনোবাক্যে সদা ভজেছি তাঁহায়—
পতি মোর পৃথিরাজ।

জয়চাঁদ। আরে, আরে কুলের কণ্টক !
পিতৃ অরি পতি তোর !
দুগ্ধ দিয়ে সর্প-শিশু করিনু পালন
হ'ল তাই বিষের উদ্গম ;
প্রসারিয়ে কাল-ফণা ;
হেলায় পালক শিরে করিল দংশন !
ভেবেছিস্ মনে, ভুলে স্নেহ আকর্ষণে
ক্ষমা বুঝি করিব রে তোরে ?
চাস্ যদি আপন মঙ্গল
অন্য জনে বরমাল্য কর্ সমর্পণ !

সংযুক্তা। সেকি কথা, দেব !
শিশু কাল হ'তে তুমিই শিখায়ে দেছ
সতীত্ব পরম নিধি রমণী-জীবনে ;
তুমিই বলেছ তাতঃ !
"নারী-ধর্ম্ম করিতে পালন
হ'লে প্রয়োজন
তুচ্ছ প্রাণ দিও বিসর্জ্জন",
তবে কেন তব উপদেশ
তুমিই বিস্মৃত হও, পিতঃ !
বর-মাল্য সমর্পিয়ে একের গলায়
অন্যে, বল, কেমনে ভজিব ?
দ্বিচারিণী সংযুক্তারে কবে জনে জনে,
তাহে মান বাড়িবে কি তব ?
চক্রবর্ত্তী রাণা জয় চাঁদ—সুখী কি হবেন তায় ?

জয়চাঁদ। প্রগল্‌ভা বালিকা!
কে যাচিছে উপদেশ তব?
চাহ যদি আপন মঙ্গল
সত্বর করহ মোর আদেশ পালন।

সংযুক্তা। নারী-ধর্ম্ম রক্ষা হ'তে কি মোর মঙ্গল!
পায়ে ধরি, পিতঃ!
তনয়ারে শিখা'ওনা কুলটা আচার!

জয়চাঁদ। তনয়া! কে মোর তনয়া!
অকাতরে পিতার উন্নত শিরে
যেই জন ঢেলে দেয় কলঙ্ক-কালিমা,
পিতৃ-অপমান করি আনন্দ যাহার,
পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলে দলে যে চরণে,
সে মোর তনয়া!
জয়চাঁদ! আজি নির্ব্বংশ যে তুই!
মহাভ্রমে হৃদয়-কাননে,
বিষ-বল্লী করিয়ে রোপণ
বেঁধেছিলি মায়া আর স্নেহের প্রতাপে;
এবে নিজ করে নির্ম্মম হইয়ে
বিষ-বল্লী ফেল উপাড়িয়ে!
সংযুক্তা, প্রস্তুত হও। স্মর ইষ্টদেব।

(অসি নিষ্কাশন)

সংযুক্তা। পিতঃ! দুহিতা তোমার মরণে কি ডরে?
সতীত্ব অমূল্য নিধি করিতে রক্ষণ,
হ'লে প্রয়োজন,

বীর-বালা হাসিতে হাসিতে
শমনেরে দেয় আলিঙ্গন।

জয়চাঁদ। ভাল, মর তবে,
নিভে যাক্ প্রাণের এ জ্বালা!

( অসি উত্তোলন )

রাওমল কি কর বাতুল!

( জয়চাঁদের হস্ত ধারণ )

জয়চাঁদ। প্রতি পদে, বৃদ্ধ, তুমি বাধা দেও মোরে,
এবে লও প্রতিফল।

( রাওমলকে তরবারির আঘাত )

কোথা গেল সে কাল-নাগিনী?

( সংযুক্তাকে মারিবার জন্ম পুনরায় অসি উত্তোলন )

পৃথ্বিরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বিরাজ। কাপুরুষ! তনয়ার ল'তে চাহ প্রাণ?
এস, প্রিয়তমে!
আজি হ'তে দৌবারিক গৃহে তব স্থান।
প্রণমি চরণে তব,
পূজনীয় শ্বশুর ঠাকুর!

# বিল্বমঙ্গল।

## মঙ্গলা, বণিক, অহল্যা ও বিল্বমঙ্গল।

বণিক। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আসুন!

অহল্যা। স্বামি, পতি, প্রাণেশ্বর, তুমি দায়ে ঠেকিয়েছ, তুমিই রক্ষা করবে। আমি অবলা।

( বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ )

বণিক। এই আমার গৃহিণী—আপনার দাসী।

( প্রস্থান )

অহল্যা। আপনি পালঙ্কের উপর উপবেশন করুন।

বিল্বমঙ্গল। না, আমি তোমায় দেখব—এখান থেকেই দেখব;

( স্বগত ) ভেবে ছাখ্ মন,
কত তোরে নাচায় নয়ন।
ছিলি ব্রাহ্মণ-কুমার—
বেশ্যাদাস নয়নের অনুরোধে!
পিতৃ-শ্রাদ্ধ-দিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে,
ঘোর নিশা, মহা ঝঞ্ঝাবাতে,
তরঙ্গের সনে রণ!
রহিল জীবন শব-দেহ-আলিঙ্গনে!
সর্পে রজ্জু ভ্রমে—
হেন অন্ধ করেছে নয়ন!
পুরস্কার—বারাঙ্গনা তিরস্কার!

মন হাসি পায়—
হ'ল তোর বৈরাগ্য উদয় !
চ'লে গেলি একবাসে গৃহবাস ত্যজি ;
"কোথা কৃষ্ণ" বলি হলি উতরোলি,
—যেন তোর কত প্রেম !
আরে রে পাগল মন
ধ্যানে মগ্ন বাপীতটে সাধুর আকার—
শুনি করুণ—ঝঙ্কার,
চাহিলি নয়ন মেলি :
দ্যাখ্ পুনঃ নয়নের ছলে
কি উন্মাদ দশা তোর ।
মন তুমি আঁখির গরব কর !
—নিত্য ডর পাছে যায় এ রতন ।
দ্যাখ্ তোর আঁখির আচার !
সেই মাংস অস্থি,
কাষ্ঠভ্রমে, প্রাণের কারণে,
দিলে যারে আলিঙ্গন—
সেই মত গণিতে হইবে ।
বাহ্যিক এ লাবণ্যের আবরণ—
এই রত্ন ভাব তুমি সংসারের সার ।
ভাব মন, বৃথা জন্ম তার
এ রতনে বঞ্চিত যে জন !
বুঝ, মন, নয়ন তোমার
অন্ধ কিবা নহে !

কিছু নাহি হেরে ;
অসার যে বস্তু তাহে কহে নিত্যধন।
এর ছলে কত দিন রবি ভুলে ?
( প্রকাশ্যে ) তোমার অলঙ্কার থেকে দুটো কাঁটা খুলে দাও। মা ! তোমার স্বামীকে বলগে, আমি তোমার পাগল ছেলে ; যাও মা, তোমার পতি-আজ্ঞা ; আমার কথা হেলন কর্ত্তে নেই।

( প্রস্থান )

অহল্যা। কে এ মহাজন !

বিল্বমঙ্গল। মন, এখন' কি আঁখির মমতা কর ?
শত্রু তোর শীঘ্র কর্ বধ !
দিব আমি উত্তম নয়ন।
যেই আঁখি ব্রজের গোপালে
আমার বলিয়ে তুলে নেবে কোলে,
অন্য সব দেখিবে অসার !
যাও, যাও নশ্বর নয়ন

( চক্ষু বিদ্ধকরণ )

চল পদ যথা ইচ্ছা হয়।

# হরিরাজ।

## শ্রীলেখা ও হরিরাজ।

শ্রীলেখা। এস বৎস!
কি হেতু বিলম্ব এত?
একি ভাব নেহারি তোমার!
চিন্তার কুটিল রেখা ললাটে অঙ্কিত—
জ্যোতিহীন হেরি আঁখি তারা—
উন্মাদের পারা হয় মনে অনুভব ;—
মুখকান্তি কেন বা মলিন তোর?

হরিরাজ। মলিন বদন
রাজমাতা! নাহি কি কারণ?
কি পরিবর্ত্তন নেহার বদনে?
মলিন বদন—বিষণ্ণ নয়ন—
পারে কি জানাতে কভু হৃদয়ের ব্যথা?
যে বেদনা হৃদয়ে আমার,
শতাংশ তাহার
প্রকাশ না হয় মাতা বাহ্যিক লক্ষণে।
জগতের শোক চিহ্ন যত—
পরাজিত এ ব্যথা জানাতে।

শ্রীলেখা। একে জ্বলে মরি নিশি দিন,
বাঁধি প্রাণ তোর মুখ চেয়ে,
তুই যদি দিবি ব্যথা

ক'য়ে কথা এত নিদারুণ,
প্রবোধ না দিয়ে জননিরে,
কার তরে রহিব সংসারে আর ?
বৎস
হ'য়োনা নির্দ্দয় এত জননীর প্রতি।

হরিরাজ। মাতা! নিষ্ঠুরতা অধিক কাহার
নহেত আমার —
ভাব একবার নিজ ব্যবহার—
আমার পিতার প্রতি।

শ্রীলেখা। হরিরাজ! ভুলেছ কি মনে—
কার সনে কর বাক্যালাপ ?

হরিরাজ। দুর্ভাগ্য আমার, জননী আমার
কি করিব ক্রুদ্ধ অসি মম ;
নহে কি এখনও—
থাকিত জীবন কলুষিত দেহে তব ?
মার স্নেহে করি অনাদর—
কুল মান বিসর্জ্জিলে অপরের পায়,
সেই স্নেহ ধরা হ'তে লইয়া বিদায়,
দেব লোক হ'তে দুর্ভেদ্য কবচে,
রক্ষা করে জীবন তোমার।
নহিলে কি ক্ষত্রিয় সন্তান—
এ কলঙ্ক করিয়া বহন,
মাতা বলি করিত মার্জ্জনা ?
ঐ ঐ শোন অশরীরি বাণী—

সকরুণ ঐ নিবারণ।
শোন কথা—
কলঙ্ক বারতা আর নাহি প্রকাশ জগতে।
বিষ্ণু পদে কর ত্বরা আত্মসমর্পণ ;—
ঘৃণিত জীবন—
শুদ্ধ কর চির-অনুতাপে।

শ্রীলেখা। হরিরাজ—হরিরাজ!
রক্ষা কর রক্ষা কর মোরে।
ধরেছি জঠরে,
মাতৃহত্যা করিবি কি শেষে ?
যাই আমি যাই পলাইয়ে।

( প্রস্থানোদ্যত )

হরিরাজ। কোথা যাও!
দেখ চিত্র অতীব সুন্দর!
কি বিশাল ঠাট্
প্রসস্ত ললাট
ভ্রূযুগল বাসবের চাপ সম।
পূর্ণ-জ্যোতি আকর্ণ-নয়ন,
নাশিকাগঠন
খগরাজে দিয়ে লাজ।
আজানু লম্বিত বাহু সুললিত,
শরাসন করে—কার্ত্তিকেয় পরাজয়!
সুবিশাল হের বক্ষস্থল,
হেরি রিপুদল কাঁপিত সভয়ে।

বর বপু !

নতশীরে বীরেন্দ্র সমাজ—

ভীত মনে মানিত শাসন—

এই জন ছিল তব স্বামী।

জ্ঞান চক্ষু কর উন্মিলন—

হের অন্ত্যজন—

ভিক্ষা অন্নে পালিত কুক্কুরে।

হিংসাভারে কুঞ্চিত ললাট—

ভ্রূভঙ্গেতে কুৎসিত আচার ভাষে,

আঁখি পাশে নরকের ছায়া,

দয়া মায়া ভয়ে করে পলায়ন ;—

হেন জন বিলাসের কীট তব।

মাতা !

গজমতি দলি পদতলে—

কাঁচ খণ্ডে কৈলে আকিঞ্চন।

মাতা ! জিজ্ঞাসি তোমারে,

কিবা ঘোরে আচ্ছন্ন করিল তব প্রাণ ?

ছিল নাকি জ্ঞান ?

কোথা ছিল দু-নয়ন ?

শ্রীলেখা। রক্ষাকর—রক্ষাকর—

তিরস্কার আর নাহি কর ;

জানু পাতি মাগি ক্ষমা।

---

# পৃথ্বীরাজ।

## সংযুক্তা ও সূর্য্যসিংহ।

সংযুক্তা। সূর্য্যসিংহ! কোন প্রয়োজনে মাগিয়াছ দর্শন আমার?
নহি আর মোরা দোঁহে বালক বালিকা.
নিভৃতে তোমার সনে মম আলাপন,
আর নহে কর্ত্তব্য আমার।
বল ত্বরা কিবা প্রয়োজন?

সূর্য্যসিংহ। কিবা প্রয়োজন? বলি কারে?
কে শুনিবে দগ্ধ এই মরমের ব্যথা?
কে বুঝিবে প্রাণের এ জ্বালা?
পাষাণি! আমি তব ধাইব পশ্চাতে,
সাথে লয়ে তপ্ত আঁখি জল,
অনন্ত এ প্রেম মোর,
ডালি দিতে চরণে তোমার,
তুমি কিন্তু যাবে চলে ফিরায়ে বদন,
বরষিয়া বিদ্রূপের হাসি!

সংযুক্তা। সেই পুরাতন কথা:
কে চাহে তোমার প্রেম?
রেখে দাও যতনে তুলিয়ে তার তরে.
সোহাগে যে ধরিবে হৃদয়ে।
শৈশব হইতে মোরা একত্রে পালিত.

কত খেলা খেলেছি দুজনে,
আমি ছোট বোনটী তোমার,
ভগ্নী প্রতি কেন হেন প্রলাপ বচন !

সূর্য্যসিংহ। সংযুক্তা ! এক দিন সন্ধ্যাসমাগমে,
খরস্রোতা নদী তীরে খেলিতে খেলিতে
স্খলিত চরণ হ'য়ে
নিমজ্জিতা হয়েছিলে অগাধ সলিলে';
স্মরণ কি আছে তব কেবা সেই জন,
নিজ প্রাণ তুচ্ছ করি,
যেবা তব রক্ষিল জীবন ?

সংযুক্তা। আছে,

সূর্য্যসিংহ। ভেবে দেখ, অন্য দিন মনে,
বন মাঝে মহারাণা সনে,
গিয়াছিলে শিকার সন্ধানে,
স্মরণ কি আছে তব,
ভীষণ শার্দ্দূল গ্রাস হ'তে
কেবা তব রক্ষিল জীবন !

সংযুক্তা। আছে

সূর্য্যসিংহ। তবে বুঝি এই প্রতিদান ! তার—

সংযুক্তা। শোন সূর্য্যসিংহ !
সঙ্কীর্ণ নহেক হেন সংযুক্তা হৃদয়,
ভুলে যাবে প্রাণদাতা জনে ;
প্রয়োজন হ'লে নিজ প্রাণ দানে
রক্ষা তব করিব জীবন ;

উপকার হয় যদি তব ;
অবহেলে হৃদপিণ্ড ছিঁড়ি
নিক্ষেপিতে পারি তাহা জ্বলন্ত অনলে ।
কিন্তু প্রতিদান ভাব যদি প্রণয় আমার,
জেনো মনে মহা ভ্রম তব !

সূর্য্যসিংহ। তবে কি দেখিবে তুমি মরণ আমার !
নীরস নয়ন কোণে তবু তব,
ঝরিবেনা এক কোঁটা অশ্রুজল ?

সংযুক্তা। অসি করে সমর প্রাঙ্গণে,
পার যদি ত্যজিতে জীবন,
ভগিনীর আঁখিনীরে তিতিবে মেদিনী,
সহোদরা হাহাকার শুনিবে জগত !
কিন্তু যদি ত্যজ প্রাণ আমার কারণ,
সামান্য রমণী তরে
বিসর্জ্জন দাও তব অমূল্য জীবন,
কাপুরুষ শব হেরি ফিরাব নয়ন ।
—এত যদি সাধ তব ত্যজিতে জীবন
মিলেছিল নাগোরা সমর তব উত্তম সুযোগ !
পৃষ্ঠপ্রদর্শন তবে কেন বা করিলে ?
কেন বল পলায়ে আসিলে ?

সূর্য্যসিংহ। তব তরে—শুধু তব তরে
এখনও রেখেছি প্রাণ ;
দয়া কর দয়া কর মোরে
বল—বল—

হৃদয়ে ধরিয়ে তোমা জুড়াবে কি জীবন ?
পতি বলে সম্ভাষণ করিবে কি মোরে ?

সংযুক্তা। পতি ত দূরের কথা !
ভ্রাতা বলে এতদিন ভেবেছি তোমারে,
কিন্তু জেনো, আজ হতে—
সংযুক্তার কেহ নহ আর !
কনোজের শিরে যেই,
অকাতরে তুলে দেছে কলঙ্ক পসরা
পৃষ্ঠপ্রদর্শন রণে করেছে যে জন
সংযুক্তা তাহার সনে
আর না করিবে কভু মুখের আলাপ।

---



# পাণ্ডব গৌরব।

## বলদেব ও সুভদ্রা।

বল। শুন ভদ্রা, তুমি মোর প্রাণের সমান,
প্রাণ তুল্য ভাগিনেয় অভিমন্যু মম,
কহি এত তাহার কল্যাণ হেতু !
যুঝিতে হইবে তোর পতি পুত্র সনে—
হেন বাঞ্ছা নাহি কদাচিৎ।

কর তুমি বিহিত ত্বরিত,
নহে জেন সকলি মজিবে !
কহি স্নেহ বশে,
পিতা মাতা কি কবেন মোরে—
সমরে করিলে নাশ পতিরে তোমার !
সহি তাই তোর মুখে যদু-কুল-গ্লানি
নহে এতক্ষণ,
হলের ফলকে তুলি বিরাট নগর
ফেলিতাম সাগরের জলে ।

সুভদ্রা । চির দিন মম প্রতি স্নেহ তব অতি
বিদিত একথা লোকময় ।
কিন্তু শুন হলধর,
কঠিন ক্ষত্রিয় পণ ।
উপযুক্ত অরিসনে বাদ,
ক্ষত্রিয়ের সাধ,—
অগোচর নহে প্রভু তব ।
কৃষ্ণ সনে মিলি ত্রিভুবন,
দিবে আসি রণ—
বীর-হৃদি উত্তেজিত রণ-আশে ।
সে উৎসাহ করিতে নির্ব্বাণ,
শক্তিবান কেবা ভবে ।
ন্যায় রণ—আশ্রিত কারণ,
বাদী ত্রিভুবন অতি গৌরবের কথা !
হবে যুদ্ধ না হবে অন্যথা,

মজে যদি মজুক সকলি!
বৃথা মহাবাহু মোরে কর অনুরোধ।
চাহ যদি আমার কল্যাণ,
শ্রীকৃষ্ণে বুঝায়ে কহ—
প্রাণ সম অশ্বিনী দণ্ডীর
অন্যায় কি হেতু সাধ করিতে হরণ?

বল। জন্ম তোর পাণ্ডব বিনাশ হেতু।

সুভদ্রা। ওকথা শুনিনু বার বার
কিন্তু নিবেদন করি শ্রীচরণে
আশ্রিত বর্জ্জনে পাণ্ডব না হইবে সম্মত।
রণে যদি মজে পাণ্ডুকুল
তথাপি না ত্যজিবে দণ্ডিরে,—
পুত্র-সম সে আশ্রিত জন।
যদবধি কণ্ঠে রবে প্রাণ—
শুন বীর্য্যবান, স্থান আমি দিব তারে।
হলে প্রয়োজন,
কাটি বেণী বিনাইব শুন্
অশ্ব রজ্জু করিব ধারণ পুনঃ;
নারী হয়ে ধরিব ধনুক।
বিধাতা বিমুখ যদি হয়
পাণ্ডব যদ্যপি পায় পরাজয় রণে,—
যাদব-ঝিয়ারী পাণ্ডুকুল-নারী,
পিতৃকুলে পতিকুলে শিখিয়াছে দেব,
ভুবনে পরম ধর্ম্ম আশ্রিত রক্ষণ!

এধৰ্ম্ম হেলন কহ কেন বা করিবে ?
ভগিনী তোমার—
হীন প্রাণা নহিত রমণী !
হলপানি করি যোড় পানি
কর ক্ষমা, ঠেলি যদি বাক্য তব।

বল। ভগ্নী, আর নহে তুমি মম।
সর্পাঘাৎ করিয়াছে পাণ্ডবের শিরে,—
ঔষধে কি করে আর !

সুভদ্রা। করিবারে ধর্ম্ম সংস্থাপন,
দণ্ডিতে দুর্জ্জন, সাধুজন ত্রাণ হেতু
অবতীর্ণ তোমা দোহে।
তবে দেব কিহেতু ছলনা ?
ধর্ম্ম হেলা উপদেশ কিবা হেতু ?
এ ছলনা সাজেনা তোমায় !
ধর্ম্মের সেবায় অমঙ্গল কোথা কার হয়,—
যদুপতি ধর্ম্মের আশ্রয় দাতা।
হে অনন্ত অনন্ত বিক্রম—
ধর্ম্মরক্ষা হেতু কর ধরণী ভ্রমণ,
কেন দেহ হীন উপদেশ ?
হীন বুদ্ধি নারী
ডরি যদি করিবারে ধর্ম্ম উপাসনা—
কর উত্তেজনা ধর্ম্মের আশ্রয় দাতা।
সর্ব্বনাশে নাহি মম ভয়
চিন্তা পাছে ধর্ম্ম ভঙ্গ হয়

চির দিন কেবা রয় ভবে ?
আছে কত জন পতি পুত্রহীন !
স্থায়ী কিছু নহে চিরদিন,—
বন্ধু মাত্র ধর্ম্ম এ সংসারে
থাক ধর্ম্ম হোক সর্ব্বনাশ
তীল মাত্র নাহি তাহে গনি !

বল। ভাল বোঝা যাবে পন পাণ্ডবের।

---



# প্রতাপাদিত্য।

## গোয়ালাবৌ ও সূর্য্যকান্ত।

গোয়ালা-বৌ। এই যে সূয্যি। হাঁ রে সূয্যিকান্ত !

সূর্য্যকান্ত। কেন মাসী ?

গো-বৌ। বলি গাঁয়ে আছিস, না শঙ্কর বামুণের মতন পালিয়েছিস।

সূর্য্য। কেন হয়েছে কি ?

গো-বৌ। আমি মনে করলুম, শঙ্কর বামুণ বউ ফেলে পালালো তোরাও দেখা দেখি দেশত্যাগী হলি।

সূর্য্য। কেন ? পালাব কেন ? কার ভয়ে পালাব ?

গো-বৌ। যদি না পালাবি তবে এমনটা হল কেন ?

সূর্য্য। কি হয়েছে ?

গো-বৌ। গাঁয়ে থাকতে আমার মাই দুধের অপমান ক'রলি !

সূর্য্য। আরে মর হয়েছে কি ?

গো-বৌ। লোকে বলে গয়লা-বৌ ! শঙ্কর, সূয্যি তোর দিগ্গজ দিগ্গজ ছেলে, তোর আবার ভাবনা কি ! তোরা থাকতে আমার অপমান !

সূর্য্য। কে অপমান ক'রলে ?

গো-বৌ। সুখোকে বঞ্চিৎ ক'রে তোদের দুধ খাওয়ালুম্ সুখো একলা খেলে এত দিনে কুম্ভকর্ণ হয়ে যেত !

সূর্য্য। আরে মর হলো কি ?

গো-বৌ। গয়লা বুড় বেঁচে থাকলে কি, কেউ আমাকে একটা কথা ব'লতে পার্ত !

সূর্য্য। কে কি বলেছে ?

গো-বৌ। সেবার পঞ্চানন তলায় পাঁঠার মুড়ী নিয়ে লড়াই। এক দিকে হাজার লেঠেল, আর এক দিকে তোর মেসো। পাঁঠার মুড়ী টানাটানি আর লড়ালড়ি। তোর মেসোর লাঠি খেলা দেখে হাজার লেঠেল তাক্ লেগে গেল। পাঁঠার মুড়ী ধড় ছেড়ে তোর মেসোর হাতে এসে ব্যা ব্যা ক'রতে লাগ্‌ল।

সূর্য্য। বলি কি হল বল্ ?

গো-বৌ। হরিহর পুরের বোসেদের বাড়ী ডাকাতি। সেকি যেমন তেমন ডাকাত। বোসেদের দেউড়ীতে কুক্ মেরে লাঠি ঘুরলো, আর মদন ঘোষের নতুন ঘরের দেয়াল ঝর্ ঝর্ কোরে ভেঙ্গে গেল। বোসেরা ছুটে

এসে তোর মেসোর কাছে প'ড়ল। বুড়োর তখন জ্বর। জ্বরে ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে বুড়ো ছুটলো। আর এগারটা ডাকাত পিঠে ঝুলিয়ে বাড়ীর উঠোনে না ফেলে, আবার জ্বরে ধুঁক্‌তে লাগলো।

সূর্য্য। না এ বেটি বড়ই ভোগালে।

গো-বৌ। তবু সে তাল পুকুর চুরির কথা কইনি। তোর বাপ তখন কেষ্ট গঞ্জের নায়েব। একদিন এমনি সন্ধ্যে বেলায় হম্‌কো ধম্‌কো হোয়ে ছুটে এসে তোর মেসোর কাছে পড়লো বল্‌লে জগন্নাথ দাদা ফতেপুরের জাইমণি বাবুর একটা পুকুর চুরি করতে পার। তোর মেসো ব'ল্‌লে খুব পারি, তোরে আর কি বলবো রে বাবা! সেই এক রাত্রের ভিতর সেই তালপুকুর বুজিয়ে, মাঠ করে, তাতে মটর বুনে ভোর না হোতে হোতে, বাড়ী এসে খড় কাটতে বসে গেল। সেই তার তোরা থাকতে, আমার কিনা অপমান! আমার বাড়ীতে পেয়াদা ঢোকে।

সূর্য্য। কখন?

গো-বৌ। কেন এই অপরাহ্নে। কল্যাণী বলেছিল মাসী অনেক দিন চুল বাঁধিনি। চুলে জটা হয়েছে, ছাড়িয়ে দে। আমি সুধু খেয়ে উঠে, একটা পান মুখে দিয়ে কালিন্দির নতুন জাবর কাট্‌তে কাট্‌তে বৌমার চুলের গোড়ায় হাতটী দিয়েছি এমন সময় কোথা থেকে তিন বেটা এসে উপস্থিত। এসেই আমার সুমুখে বৌমার গায়ে হাত দিতে যায়।

সূর্য্য। তারপর ?

গো-বৌ। তারপর আবার কি ! ভাগ্যে কাস্তে বঁটি কাছে ছিল তাই তেই তো মান রক্ষে হোয়েছে।

সূর্য্য। যাক গায়ে হাত দিতে পারেনিত ?

গো-বৌ। ইস্ গায়ে হাত দেবে ! আমি শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর মাসী আমার সুমুখে তার বৌয়ের গায়ে হাত দেবে ! যে বেটা হুমকি মেরে এসেছিল, তার নাকটা বঁটি দিয়ে চেঁচে নিয়েছি। যে বেটা হাত তুলেছিল, তাকে জন্মের মত নুলো করে দিয়েছি। আর এক বেটা তামাসা করেছিল বেটার কাণে এক মোচড়। বেটা বাপরে মারে কোরে পালাল, কিন্তু কাণ আমার হাতে আটকে রইল।

সূর্য্য। বড় মান রক্ষে করেছিস মাসী !

Babu Probadh Ch. Bose & Miss. Sarojini.

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বোস ও মিস্ সরোজিনী।

21962

## পাণ্ডব গৌরব।

### দণ্ডী ও উর্ব্বশী।

দণ্ডী। শুন প্রিয়ে, ভদ্র আর না হেরি এ স্থানে,
মিলি দেবগণ অচিরে করিবে আক্রমণ।
অসুরারি দলবলে পশিবে সংগ্রামে,
সাধ্য কেবা ধরে ত্রিভুবনে—
নিবারে এ দুর্গম বাহিনী!
সহায় সহিত নাশ পাণ্ডব হইবে;
উপায় না রবে—বধিবে আমায়
কৃষ্ণ লবে তোমারে কাড়িয়ে,
প্রাতে যবে হবে তব অশ্বিনী আকার,
পলাইব দুই জনে,
রহিব নিভৃত স্থানে লোক অগোচরে।

উর্ব্বশী। রাজা! নাহি যাব এস্থান ত্যজিয়ে
কেন তুমি মজ মোর আশে?
অকপটে বলেছি তোমায়
কাঁদে প্রাণ থাকিয়ে ধরায়
কর তুমি প্রেম আলাপন
বিষবৎ হয় জ্ঞান।

দিবস-যামিনী—অশ্বিনী-কামিনী
কহ কত সয়—ত্রিদিব মোহিনী আমি।

দণ্ডী। এই কিরে তোর আচরণ?
ছিলি গহন কাননে,
সিংহাসনে দিছি স্থান!
ত্যজি রাজ্য ত্যজি প্রণয়িনী
বংশধর নন্দনে ত্যজিয়ে
আছি তোর সনে পরাশ্রয়ে।
এত যত্নে তোর নাহি উঠে মন?
তুই বারবিলাসিনী
পাষাণী প্রণয় হীনা—
যোগ্যশাপ দেয় নাই মুনি।
অহল্যা সমান
উচিত আছিল তোর প্রস্তর হইতে!
কালি বল্গা দিয়া মুখে
চালাইব সুতীক্ষ্ণ চাবুক ঘায়—
প্রবেশিব সাগর—মাঝারে
দেহ তোর মকর কুম্ভীরে খাবে

উর্ব্ব। সেও ভাল তোমার প্রণয়-ভাষ হ'তে
মকর দংশন নয় তীক্ষ্ণতর তত,
তব কর পরশন যথা।
প্রেম-আশে দেবগণে করিয়াছি সেবা—
প্রেমের গৌরব কিবা তব?
ভাব রাজ্যধন করেছ বর্জ্জন?

এক ছত্র রাজগণে
দ্বিজে দান করিয়ে পৃথিবী
তপ করি ঊর্দ্ধপদে
দেখা পায় মম নরকলেবর ত্যজি
অতীত যদ্যপি পুনঃ হয় তিনদিন
তোর সহ হয় মম বাস
অগ্নিকুণ্ডে করিব প্রবেশ
বিষ তোর বচনে স্পর্শনে।

দণ্ডী। প্রাতে বুঝাইব অগ্নি শীতল কেমনে
তুষাণলে মায়ারূপী অশ্বিনী পুড়াব ;
দ্বারকায় দগ্ধমুণ্ড লয়ে দেখাইব ;
বিবাদ ঘুচাব
আশ্রয় দাত্রীর হিত করিব নিশ্চয়
দুশ্চারিণী দগ্ধ করে তোরে॥ ( প্রস্থান )

ঊর্ব্বশী। হায়! হায়! হেনকায় না দহে অনলে
সলিলে না হরে প্রাণবায়ু
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে নাহিক নিধন
আকাশ নির্ম্মিত কায়া!
হরি, হরি দিনবন্ধু পতিত পাবন,
যদি দুহিতায় করেছ স্মরণ,
হে মধুসূদন কি হেতু বিলম্ব কর
কর পদাশ্রিতে আশ্রয় প্রদান—
ভগবান কর ত্রাণ সঙ্কট সাগরে॥

# বিল্বমঙ্গল।

## বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণি।

বিল্ব। এই দ্যাখ দড়ি দ্যাখ।

চিন্তা। কৈ দেখি ( প্রাচিরের নিকট গিয়া ) ওগো মাগো এযে অজাগার গোখরো সাপ !

বিল্ব। অঁ্যা ! অজাগার গোখরো সাপ !

চিন্তা। একি ! তুমি কালসাপ ধরে উঠেছিলে ? তুমি আমার মুখপানে চেয়ে রয়েছ যে ?

বিল্ব। তোমায় দেখছি।

চিন্তা। কি দেখচ ?

বিল্ব। তুমি বড় সুন্দর !

চিন্তা। তুমি নদী পেরুলে কি ক'রে ?

বিল্ব। আমি নদীতে ঝাঁপ দিলুম—ভাবলুম সাঁতরে পার হব, কিন্তু বড় তুফান, মাঝখানে এসে ঢেউ লেগে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে লাগল ! এমন সময় একখানা কাট ভেসে যাচ্ছিল।

চিন্তা। তোমার গায়ে অত দুর্গন্ধ কিসের ?

বিল্ব। আমি তো তোমায় ব'লেছি তা আমি বলতে পারিনে।

চিন্তা। সাপটা অনায়াসে ধরলে ?

বিল্ব। চিন্তামণি ! বোধ হয় তুমি কখন প্রাণ দাওনি, তা হলে বুঝতে প্রাণ অতি তুচ্ছ ; তা হলে জানতে, সাপেতে দড়িতে বিশেষ প্রভেদ নাই।

চিন্তা। তুমি কি উন্মাদ ?

বিল্ব। যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয় তুমি প্রেমিকা নও, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর ! অতি সুন্দর !

চিন্তা। কি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে দেখচো ?

বিল্ব। দেখছি তোমার কথা সত্যি কি মিছে। আমি যে উন্মাদ এ পরিচয় কি তুমি আগে পাওনি ? তুমি নিদ্রা যাও আমি সমস্ত রাত্রি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি, তুমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে দশদিক শূন্য দেখি, তোমার চক্ষে জল পড়লে আমার বুকে শেল বাজে, এতেও কি বুঝতে পারনি আমি উন্মাদ কি না ? আমার সর্ব্বস্ব ঋণে বিকিয়ে যাচ্চে, একবারও তার প্রতি চাইনি ; নিন্দা অঙ্গের আভরণ করেছি, আজ কি তোমার বোধ হয় এ কথা আমি সত্য ব'লছি ? (সর্পের প্রতি দেখাইয়া) আমি উন্মাদ কিনা দ্যাখ ! প্রত্যক্ষ দ্যাখ ! সত্য চিন্তামণি আমি উন্মাদ, কিন্তু তুমি অতি সুন্দর ! অতি সুন্দর !

চিন্তা। আচ্ছা বক্‌চ কেন ?

বিল্ব। জানি না। অবশ্যই তুমি অতি সুন্দর, নৈলে এতদিন কার পূজা করচি ? তোমায় দেখছি তুমি দেবী না রাক্ষসী। যদি দেবী হতে আমার মনের ব্যথা বুঝতে, নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী ! কিন্তু অতি সুন্দর ! অতি সুন্দর !

চিন্তা। চল তুমি কি কাট ধরে এলে আমি দেখব।

বিল্ব। তোমার এখনও অবিশ্বাস ! চল।

---

# MALE SINGERS. গায়ক।

## Babu Amulya Ch. Mittra (Amateur.)

## বাবু অমূল্যচরণ মিত্র (এমেচার।)

22027

ঝিঁঝিঁট মিশ্র।

আমার জন্ম ভূমি।

ধন-ধান্য-পুষ্প-ভরা আমাদের এ বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা ;
সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্ম ভূমি,
সে যে আমার জন্ম ভূমি, সে যে আমার জন্ম ভূমি॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা কোথায় উজল এমন ধারা.
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কাল মেঘে,
ও তারা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠে, পাখীর ডাকে জেগে।
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে ইত্যাদি—
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়.
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ তলে মেশে,
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে
এমন দেশটি ইত্যাদি—
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী, কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে,

তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।

এমন দেশটি ইত্যাদি—

ভায়ের মায়ের এমন স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ,

ওমা তোমার চরণ দুটী বক্ষে আমার ধরি,

আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি।

এমন দেশটি ইত্যাদি—

---

22028

মেবার পাহাড়।

ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।

এ মহা শ্মশানে, ভগ্ন পরাণে, কি গান আমি গাহিব আর॥

মেবার পাহাড় হইতে তাহার নেমে গেছে এক গরিমা হায়।

ঘন মেঘ রাশ, ভরিয়া আকাশ, হাসিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়॥

মেবার পাহাড়, শিখরে তাহার, রক্ত নিশান ওড়ে না আর।

এ হীন সজ্জা, এ ঘোর লজ্জা, ঢেকে দে গভীর অন্ধকার॥

গাহে নাক আর, কুঞ্জে তাহার, পিকবর আর হরষ গান।

ফোটে নাক ফুল, আসে না আকুল, ভ্রমর করিতে সে মধু পান॥

আর নাহি বয়, শিহরি মলয়, আর নাহি হাসে আকাশে চাঁদ।

মেবার নদীর, ম্লান দুটী তীর, আর নাহি করে সে কলনাদ॥

মেবারের বন, বিষাদে মগন, আঁধার বিজন নগর গ্রাম।

পুরবাসী সব মলিন নীরব, বিষাদ মগন সকল ধাম॥

নাহি করে আর, খর তরবার, আস্ফালন সে মেবার বীর।

নাহি আর হাসি, ম্লান রূপরাশি, ত্রস্ত মেবার সুন্দরীর॥

এ ঘন আঁধার, কিবা আজ আর, সান্ত্বনা আর কে করে দান ।
চারণ কবির, বীণা সে গভীর, অতীত মেবার মহিমা গান ॥
গেছে যদি সব, সুখ কলরব, অতীতের বীণা বাঁচিয়া থাক ।
চারণের মুখে, সান্ত্বনা সুখে, গুণ মেবার শুনিয়া থাক ॥

---

21748

রামপ্রসাদী ।

দাওমা আমায় চরণ তরী,
আমি অগাধ জলে ডুবে মরি ।
আমি সাহস করে, আপন জোরে,
ভবানীরে ধরলেম পারি ।
এখন তরঙ্গেতে যাই মা ভেসে
কূল কিনারা নাহি হেরি ।
আমি শুনেছি মা লোকের মুখে
বিমুখ নাহি হয় ভিখারি ;
তখন ব্যাকুল প্রাণে এই ভিক্ষা চাই
তুলে নে মা কোলে করি ।

---

21749

কীর্ত্তন—টপ্ ।

ওহে জীবন-বল্লভ ওহে সাধন-দুর্ল্লভ
আমি মর্ম্মের কথা অন্তর-ব্যথা
কিছুই নাহি কব ।

শুধু জীবন মন চরণে দিনু বুঝিয়া লহ সব

আমি কি আর কব।

এই সংসার পথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে

আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে প্রেম-মূরতি তব

আমি কি আর কব।

আমি সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু প্রিয় অপ্রিয় হে

তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা

মাথায় তুলিয়া লব।

আমি কি আর কব।

অপরাধ যদি করে থাকি পদে, না কর যদি ক্ষমা

তবে পরাণ-প্রিয় দিওহে দিও বেদনা নব নব।

তবু ফেল না দূরে দিবস শেষে, ডেকে নিও চরণে

তুমি ছাড়া আর কি আছে আমার মৃত্যু-আঁধার ভব

আমি কি আর কব।

---

Sjt. Balai Dass Seal. শ্রীযুক্ত বলাই দাস শীল।
21780

রাগিনী ছায়ানট—তাল একতালা।

অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায়, তাহা যায়।

কণা টুকু যদি হারায়, তা ল'য়ে প্রাণ করে হায় হায়॥

নদীতট সম কেবলি বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই।

একে একে বুকে আঘাত করিয়া, ঢেউগুলি কোথা ধায়॥

যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে, সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে
তবে নাহি ক্ষয় সবি জেগে রয়, তব মহা মহিমায় ॥
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, হারায় না কভু অণু পরমাণু
আমারি ক্ষুদ্র হারাধন গুলি রবে না কি তব পায় ॥

---

21781

রাগিনী বেহাগ—তাল কাওয়ালী

তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যত দূরে আমি ধাই।
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই ॥
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ।
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই ॥
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে, যাহা কিছু সব আছে আছে আছে।
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি, নিশি দিন কাঁদি তাই ॥
অন্তরগ্লানি সংসারভার, পলক ফেলিতে কোথা একাকার।
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার, রাখিবারে যদি পাই ॥

---

21777

রাগিনী বেলাওল্—তাল ঝাঁপতাল।

শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন।
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন ॥
কাঁদে যারা নিরাশায় আঁখি যেন মুছে যায়
যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন।

কত শত আছে দীন অভাগা আলয় হীন
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন ॥
পাপে যারা ডুবিয়াছে যাবে তারা কার কাছে
কোথা হায় পথ আছে দাও তারে দরশন ॥

---

21778

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথ-হারা ॥
সেথা আমি যাই নাক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন-জলে ঢাল গো কিরণ-ধারা।
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনারা।
কখন বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি,
অমনি ওমুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।

---

21768

আমরা পাঁচটী এয়ার।

আমরা পাঁচটী এয়ার দাদা আমরা পাঁচটী এয়ার।
আমরা পাঁচটী সখের মাঝি ভব সিন্ধু পেয়ার।
কিন্তু পার করি শুধু বোতল গেলাস আমরা পাঁচটী এয়ার ॥
দেখ ব্রাণ্ডি মোদের রাজা আর শ্যাম্পেন মোদের রাণী,
আমরা করিনে কাহারে ডর আমরা করিনে কাহারো হানি ;

আমরা করিনে কাহারও তক্কা আমরা করিনে কাউরে কেয়ার
এ ভব মাঝে সবই ফক্কা জেনেছি আমরা পাঁচটী এয়ার ॥
কেন নদীর জলে কাদা সাগর জলে নুন্
পাছে মেলা সাদা জল খেয়ে হয় মানুষ গুলো খুন্।
কেন তুমি হলে নাক কবি হলে সেক্সপীয়ার
তার সে সব কথা কাজ কি বলে আমরা পাঁচটী এয়ার ॥
কেন দেবতা দিল তাড়িয়ে দৈত্যে বল দেখি দাদা
কারণ দেবতা খেতো লাল পানি আর দৈত্যে খেতো সাদা।
এ ভবারণ্যের ফেরে এমন সুহৃদ আছে কে আর
এ জীবনের যা সার বুঝেছি আমরা পাঁচটী এয়ার ॥
মোদের দিও নাক কেউ গালি মোদের কোরোনাকো কেউ গানা
আমরা খাব নাকো কারো চুরি করে দুগ্ধ, ননী ছানা
শুধু লুটিব একটু মজা. শুধু করিব একটু পেয়ার
শুধু নাচিব একটু গাইব একটু আমরা পাঁচটী এয়ার ॥

---

**21769**

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত।
জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জান্ত ॥
ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট আর পরেতে যে সব কষ্ট
বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত ॥
স্নানাদির পর নিত্য নিত্য ক্ষুধায় জলে যায় পিত্ত
খেতে বসলে চর্ব্বণ কত্তে কত্তে পরিশ্রান্ত ॥
যদিই বা খাই যথাসাধ্য খেলেই যায় ফুরায়ে খাদ্য
পান্ত আনতে লবণ ফুরায় লবণ আনতে পান্ত ॥

দিনে গা গড়াবা মাত্র বসে মাছি সর্ব্ব গাত্র

রাত্রে মশার ব্যবহারও অভদ্র নিতান্ত ॥

তদুপরি ভার্য্যার অর্দ্ধ রজনীতে গয়নার ফর্দ্দ—

নাসিকা ডাকা পর্য্যন্ত নাহি হ'ন ক্ষান্ত !

কিনিলেই কোন দ্রব্য দাম চাহে যত অসভ্য.

রাস্তা জুড়ে বসে আছে পাওনাদার দুর্দ্দান্ত ॥

বিয়ে কল্লেই পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা

পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্ব্বস্বান্ত ॥

---

21779

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

আজ আনন্দে প্রেমচন্দ্রে নেহার।

হৃদি-গগন মাঝে, কর জীবন সফল ॥

কর পান হৃদয় ভরি, পড়িছে ঝরি অমিয়া।

নূতন প্রাণে পাইবে নূতন বল ॥

সেই সুধা লাগি, কত ঋষি যোগী।

বিষয়ে বিরাগী, রহে যোগাসনে অটল ॥

এ রস পাইলে স্বাদ, না থাকে অপর সাধ,

দূর হয়রে বিষাদ উথলে প্রেম নিরমল ॥

---

21782

বাহার—তেওরা।

আজি বহিছে বসন্ত, পবন সুমন্দ, তোমারি সুগন্ধ হে।

কত আকুল প্রাণ, আজি গাহিছে গান, চাহে তোমারি পানে,

আনন্দ হে ॥

জলে তোমার আলোক, দ্যুলোকে ভূলোকে গগন উৎসব প্রাঙ্গণে—
চির জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা, আঁখি পাইছে অন্ধ হে ॥
তব মধুর মুখভাতি বিহসিত প্রেম বিকসিত অন্তরে—
কত ভকত ডাকিছে নাথ ! যাচি দিবস রজনী তব সঙ্গ হে ॥
উঠে সজনে প্রান্তরে, লোক লোকান্তরে, যশোগাঁথা কত ছন্দে হে ।
ঐ ভব ।প্রভু অভয় পদ তব, সুর মানব মুনি বন্দে হে ॥

---

21776

চাষার প্রেম ।

ঐ যাচ্ছিল সে ঘোষেদের সেই ডোবার ধার দিয়ে ।
ঐ আঁব গাছ গুলোর তলায় তলায় কাঁকে কলসী নিয়ে ॥
সে এমনি কোরে চেয়ে গেল শুধু মোরই পানে,
আর আঁখির ঠারে মেরে গেল ঠিক এ—এই খানে ।
তার রং যে বড্ডই ফরশা, তারে পাব হয়না ভরসা
তার জন্যে যে কোচ্ছে রে মোর প্রাণ আনচান ॥
ও পরণে তার ডুরে শাড়ী মিহি শান্তিপুরে,
ঐ শান্তিপুরে ডুরে রে ভাই শান্তিপুরে ডুরে,
তার চক্ষু দুটা ডাগর ডাগর যেন পটল চেরা,
আর গড়নটি যে কি বলবো ভাই সকলকার সেরা ।
তার রং যে বড্ডই ফরশা ( ইত্যাদি )—
ঐ হাতে রে তার ঢাকাই শাঁখা পায়ে বাঁকা মল,
আর মুখখানি যে একেবারে কচ্ছে ঢল্ ঢল্ ।
তার নাকটি যেন বাঁশী পানা কপালটি এক রত্তি,

এর একটা কথা মিথ্যে ময়রে আগা গোড়া সত্যি—
তার রং যে বড্ডই ফরশা ( ইত্যাদি )—
তার এলো চুলের কি যে বাহার আর বলবো কিরে,
তার হাঁটুর নিচে পড়েছিল মিথ্যা বলিনিরে ;
মুই মিথ্যা কহিবার লোক নইরে করিনি ও ভুল ;
ও তার হেঁটুর নিচে চুল ওরে তার হেঁটুর নিচে চুল
ওরে রং যে বড্ডই ফরশা ( ইত্যাদি )
তার মুখের হাঁ যে ভারি ছোট গোল গাল যে তার ঢং,
আর কি বলবো মুই ওরে নেতাই কিরে যে তার রং !
সে এমনি কোরে চেয়ে গেল কোরে মন চুরি.
আর ঠিক এই জায়গায় মেরে গেল নয়ানের ছুরি।
তার রং যে বড্ডই ফরশা ( ইত্যাদি )—

---

**21774**

মিঃ ডি, এল্ রায়ের গান।

পারতো জন্মো না কেউ বিষ্যুৎবারের বার বেলা,
জন্মাও তো সামলাতে পাবেনাক তার ঠেলা ।
দেখ বিষ্যুৎবারের বারবেলায় আমার জন্ম হইল,
তাই দিল মোরে কালো করে রোদে ধরে মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল
দেখে মা কাল ছেলে দিলে ঠেলে দিলেনাক মায়ের দুধ,
করে দিল শরীর সরু বুদ্ধি গরু খাইয়ে খাইয়ে গায়ের দুধ ।
পরে মিলে আমার আটটা মামায় বাবার সেই আট-শালায়,
হোতে না হতে বড় দিয়ে চড় পাঠিয়ে দিলে পাঠশালায় ।

দেখে মোর গুরুমশায় (বেন কশাই) বিদ্যায় খাটো শর্ম্মারে—
করেদিল সেই কাঁকে শরীরটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা রে।
বাবা—আমি উঁচু দিকেই বাড়ছি দেখে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিল
দিল মোরে চাকরি করে তারাও মোরে দুদিন বাদে তাড়িয়ে দিল
দেখে মোর চাকরি শুন্য বাবা ক্ষুণ্ণ বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল,
দেখে মোর শরীর লম্বা বুদ্ধি রম্ভা ক'নের দরও চড়ে গেল।
হায়! গো বিধি দুষ্ট সবায় তুষ্ট রুষ্ট কেবল আমার বেলা,
সে কেবল ফেল্‌লাম বোলে—জন্মে ভুলে বিষ্যুৎবারের বারবেলা!

---

21775

হো—বিক্রমাদিত্য রাজার ছিল নবরত্ন ন ভাই;
আর তানসান ছিলেন মহা ওস্তাদ—এলেন তাহার সভায়;
অ—অর্থাৎ আসতেন নিশ্চয় তানসান বিক্রমাদিত্যের "কোর্টে"
কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন তানসান জন্মান্‌নিক মোটে।
(কোরাস) তা—ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি
মেঁও এঁও এঁও।

যাহোক এলেন তানসান কলিকাতায় চোড়ে রেলের গাড়ী;
আর "হুগলির ব্রীজ" পার হয়ে উঠলেন বিক্রমাদিত্যের বাড়ী;
অ—অর্থাৎ উঠতেন নিশ্চয় কিন্তু "রেল-পুল" তখন হয়নি;
আর বিক্রমাদিত্যের ছিল অন্য রাজধানী—উজ্জয়িনী।
(কোরাস) তা—ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি
মেঁও এঁও এঁও।

যাহোক এলেন তানসান রাজার কাছে দেখাতে ওস্তাদি;
আর নিয়ে এলেন নানা বাদ্য পিয়োনো ইত্যাদি;

অ—অর্থাৎ আনতেন নিশ্চয় কিন্তু হোল হটাৎ দৃষ্টি—
যে হয়নিক তানসানের সময় পিয়ানোর সৃষ্টি
(কোরাস্) তা—ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি ধিনতাকি
মেঁও এঁও এঁও।

---

:21770

তারেই বলে প্রেম,
যখন থাকে না Future এর চিন্তা থাকে নাক sham,
তারেই বলে প্রেম।
যখন বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ.
যখন Past all surgery আর যখন Past all hope
তারে ভিন্ন জীবন ঠেকে যখন ভারি tame,—
তারেই বলে প্রেম।
দুপুর রাত্তির কিম্বা দিন,
ঝড়, কি বৃষ্টি, রদ্দুর—হোয়েন্ ইট্ ডজনট্ কেয়ার এ পিন ;
হোক সে কাফ্রী কিম্বা ন্যাম্,
মুচি, মুদি, মুর্দ্দফরাস, হোয়েন্ ইট্ ডজনট্ কেয়ার এ ড্যাম্
ব্লাইণ্ড, কি বল্ড, কি ডেফ, কি ডম্ব, কি হঞ্চব্যাক্, কিম্বা লেম্!
তারেই বলে প্রেম।
রাস্তায় সর্প কিম্বা ব্যাং,
পাহাড়, বন, কি ব্যাঘ্র, কি ভাল্লুক,
হোয়েন্ ইট্ ডজ নট্ কেয়ার এ হ্যাঙ্গ ;
কাজটি অন্যায় কিম্বা ঠিক,

ঠাট্টা কিম্বা নিন্দা হোক হোয়েন্‌ইট্‌ ডজন্‌ট্‌ কেয়ার এ ফিগ্‌
মরি কিম্বা বাঁচি হোয়েন ইট্‌ ইজ ভেরি মাচ্‌ দি সেম ;—
তারেই বলে প্রেম।

---



রাজা। দেখ হোতে পার্ত্তাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর—
কিন্তু গোলা গুলির গোলে কেমন মাথা রয়না স্থির ;
আর ঐ বারুদটার গন্ধ কেমন করি না পছন্দ
আর সঙ্গীন খাড়া দেখলেই মনে লাগে একটা ধন্দ
খোলা তরোয়াল দেখলেই ঠেকে যেন শিরোহীন এ স্কন্ধ।
তাই বাক্যে বীর হোয়ে রইলাম আমি চোটে মোটেইত—
তা, নইলে খুব এক বড়—

পা ব। হাঁ, তা বটেইত, তা বটেইত।

রাজা। দেখ হোতে পার্ত্তাম আমি একটা প্রত্নতত্ত্ববিৎ—
কিন্তু "গবেষণা" শুনলেই হয় আতঙ্ক উপস্থিত ;
আর দেশটা বেজায় গরম, আর বিছানাও বেশ নরম
আর তাও বলি প্রেয়সীর সে হাসিটুকু চরম।
আর তাকে চর্চ্চা কল্লেও একটু কাজও দেখে বরং।
তাই স্ত্রী-তত্ত্ববিৎ হোয়ে রইলাম আমি চোটে মোটেইত—
তা নইলে বেশ এক বড়—

পা ব। হাঁ, তা বটেইত তা বাটইত।

রাজা। দেখ হোতে পার্ত্তাম নিশ্চয় একজন উঁচু দরের কবি—
কিন্তু লিখতে বসলেই অক্ষর গুলো গরমিল হয় যে সবই.

আর ভাষাটাও, তা'ছাড়া, মোটেই বেঁকে না, রয় খাড়া,
আর ভাবের মাথায় লাঠি মাল্লেও দেয় নাক সে সাড়া,
ছাই হাজারই পা দুলোই, গোফে হাজারই দেই চাড়া ;
তাই নীরব কবি হোয়ে রইলাম আমি চটে মটেইত—
তা নইলে খুব এক উঁচু—

পা ব। হাঁ তা বটেইত, তা বটেইত।

রাজা। দেখ, হোতে পার্ত্তাম রাজনৈতিক বক্তাও অন্ততঃ—
কিন্তু দাঁড়াইলেই হয় স্মরণ-শক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মত ;
আর মুখস্থ সব বুলি এমন বেজায় যায় ঘুলিয়ে ;
আর সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায় বিদ্রোহী ভাব গুলি হে,
তা হাজার কাশি, আদর করি দাড়িতে হাত বুলিয়ে,
তাই রইলাম বৈটকখানা বক্তা আমি চোটে মোটেইত—
তা নইলে খুব এক ভারি—

পা ব। হাঁ তা বটেইত, তা বটেইত।

রাজা। দেখ ক্ষমতাটা ছিল নাক সামান্য বিশেষ,
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চলে যেতাম বেশ ;
হতাম পেলে সুযোগও বুঝি একটা যেও সেও ;
ওই কেষ্ট, বিষ্টুর মধ্যে একটা হ'তাম নিঃসন্দেহ ;
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটি আমায় দিলে নাক কেহ ;
তাই যা ছিলাম তাই রয়ে গেলাম আমি চটে মটেইত ;
তা নইলে, বুঝলে কি না—

পা ব। হাঁ তা বটেইত, তা বটেইত।

Sjt. Manindra Nath Ghose.

শ্রীযুৎ মণীন্দ্র নাথ ঘোষ।

21772

ছি ছি ছি ছি তুমি পাগল হ'লে কি।
ওগো লজ্জা দিওনা, ধরি তোমার পায়॥
দেখ কাঁপছে বুক, মুখ শুকিয়ে গেছে হায়,
পর পুরুষের কাছে বাবু হওয়া কি গো যায়,
ভুলছ কেন ও প্রাণ নাথ? আমি বাঙ্গালির ঝি।

---

21821

খাম্বাজ—যৎ।

বঁধু যাও হে শঠ কুঞ্জে, হেথা আর এ'সনা।
শুকনো ফুলেতে বঁধু টাট্‌কা পাবেনা॥
কচি ফুলের মধু খাও, বঁধুয়া তার মন যোগাও।
এখানে পাবেনা মধু, বঁধু শোননা॥

---

21822

রামকেলি মিশ্র—কাওয়ালী।

শুধু মুখের কথায় ভালবাসা হয় না।
প্রাণে ভালবাসলে পরে বিচ্ছেদ কভু হয় না॥
যারে ভালবাসবি সখি, রাখবি তারে চোখোচোখি।
থাকবি মুখোমুখি, হবি সুখি, প্রাণের বাহির করবি না॥

---

21872

রাগিনী আশাবরী—তাড়াঠেকা।

নবমী নিশি গো তুমি আর যেন পোহাওনা।
তুমি গেলে আমার উমা যাবে, নয়ন জল আর শুখাবেনা॥
সপ্তমী আর অষ্টমীতে, সুখে ছিলাম দিনে রেতে।
একি আমার মাথা খেতে কাল্ দশমী এল বলনা॥

---

Sjt. Manmatha Nath Dutta (Amateur.)

শ্রীযুৎ মন্মথ নাথ দত্ত (এমেচার।

21965

রাগিনী ভৈরবী—তাল যৎ।

বল পূজিব তোমায় কি দিয়ে।
যা কিছু জানি মা, আপন বলিয়া তাওতো সকলি তোমায় লইয়ে॥
এতিন ভুবন তোমারি তো সবি, অসীম আকাশ শশী তারা রবি।
বল মা খুলিয়া কি আছে কি নিবি, জুড়াই পরাণ তোমারে সপিয়ে।
দেহ মন প্রাণ তাও তো তোমার, কি আর
রেখেছ বলিতে আমার।
পাপ তাপ ছাড়া কিছু নাহি আর তাই ই এনেছি জুড়াবি কি নিয়ে॥

---

21975

ভুলনা মন হরি বল।
হিঁদুদের জাতের দফা ক্রমে ক্রমে রফা হ'ল॥
পূর্ব্বে এই সহরেতে, গঙ্গার জল লহরেতে,

দিবানিশি থাকত ভরা ছুঁতোনা হিন্দুতে ;—
এখন লহর গিয়ে মাটীর নলে সদা পলতার জল
আসছে কলে ছত্রিশ জাত কানটী মুলে খেয়ে পানি বেঁচে গেল ॥
লেমনেড সোডার পানি, রাখলে না আর হিঁছুয়ানি
অনেকের উদরেতে হ'য়েছে পবিত্র ;—
ডাক্তারের প্রেসক্রিপ্সনে মুরগির ঝোলটা চলছে ভাল ॥
পূর্ব্বে শূদ্রের ভবনে, শ্রাদ্ধ আদি ক্রিয়া দিনে
লুচি সহ তরকারি খেতনা ব্রাহ্মণে
এযে ভাবের হ'য়েছে অভাব, সদা চ'লছে কালিয়া কোপ্তা কাবাব,
ডাল, ভাজা, ছক্কা ভিন্ন খায়না লুচি বামুণ গুলো ॥
হিন্দু জাত রূপ বৃষ, হুতাশে হোয়ে কৃশ
হোটেল দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে, দেখলে একটি হিন্দু—
ধ'রে রাখবে বোলে হিঁদুয়ানি করে পুচ্ছ ধ'রে টানাটানি,
ন্যাজ ছিঁড়ে রইল হাতে জাত হোটেলে ঢুকে গেল ॥

---

21969

রাগিণী গৌড় মল্লার—তাল একতালা।

মৃদুল মধুর মলয় সমীর হেসে ভেসে যায় সইরে,
হাসিছে মধুর গগণের চাঁদ আমার হৃদয়ের চাঁদ কইরে।
কেঁদে কাটায়েছি কত নিশি দিন, ভাবিয়ে ভাবিয়ে হয়েছি মলিন.
আর কি ফিরিয়া আসিবে সে দিন হেসে যবে সারা হইরে।

---

21977

কীর্ত্তন—একতালা।

চাহি অতৃপ্ত নয়নে তোরি মুখ পানে ফিরিতে চাহে না আঁখি।
ঐ মুখ পানে চাহি, আপনা হারাই, অবাক হইয়া থাকি॥
আমি প্রভাতেরি ফুলে, সাঁঝেরি মেঘেতে, হেরি তোর রূপরাশি,
আমি তারারি মালায়, চাঁদের হাসিতে, নিরখি তোমার হাসি।
ভুলি দুঃখ পরিতাপ, যাতনা যখন, থাকি গো তোমার কাছে,
ঐ মুখ পানে চাহি, ও মুখ কমলে না জানি কি মধু আছে।
সখি তোমারি কারণে, এই সুখময় ধরা, সুখ ভরা সম দেখি।
(আর) আপন হারাই সম ভুলে যাই যখন তোমারে হৃদয়ে রাখি॥

---

21953

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

যমুনারি তীরে যাবনা। ( আর সখি )
হেরিলে সে মুখ ছবি প্রাণ রবে না।
নিলাজ বঁধু আসিয়ে, সুধা রাশি বরষিয়ে,
বাঁশরী বাজায় সখি মানা মানে না।
হাতে ধরে কত করে, মিনতি করি তাহারে,
আমি লাজ সরমে মরি, আমার কথা শোনে না।

21968

রাগিণী কাফি সিন্ধু—তাল কাওয়ালী।

( ওগো ) কেন মাটী পানে চেয়ে চলে যাও।
হাসিলে কি ক্ষতি আছে, যদি না দাঁড়াও॥

চঞ্চল চরণে কেন অঞ্চল সম্বরি গো,
প্রফুল্ল মালতী মালা বসনে লুকাও।
তোমার এ ভাব দেখি, কেহতো নহে গো সুখী,
নিরাশা তরঙ্গ মাঝে কেন গো ভাসাও—
একবার হেসে শুধু সবারে হাসাও।

---

21952

ভীম পলশ্রী—যৎ।

আমি তোর আসামী নইরে সমন মিছে কেন কর তাড়না।
আমি দুর্গাদাস, আমার দুর্গাপুরে বাস, তোর ধার কিছু ধারি না॥
আমার জগদম্বা রাজা, আমি মায়ের প্রজা, নিজে করিলাম নিশানা।
আমার মা দিয়েছেন পাটা, এমনি বুকের পাটা, কারেও তো
ভয় করি না।
শমন তোর চিত্রগুপ্তের কাছে, যত নাম আছে, মোর নাম
তাতে পাবে না।
অকিঞ্চন কয়, ওরে তপন-তনয়, হেথা তুমি যেন এস না;
তুমি এসেছ এখানে, আমার মা যদি তা শোনে, তোমার
লাঞ্ছনার বাকি রবে না।

---

21974

রামপ্রসাদী—একতালা।

ওমা এই কি তোমার খেলা।
দীন-দুর্গতি-নাশিনী ওমা দুর্গে গিরিবালা॥

কা'রেও দেও মা অট্টালিকা দোতালা, তেতালা।
কা'রেও দেও মা কুঁড়ে (ওমা) দুঃখে প'রে রয় সে বৃক্ষতলা॥
কা'রেও করে'ছ মা রাজা তালুক-মুলুক-আলা।
কা'রেও করে'ছ পথের ভিখারি, অন্ধ, বোবা, কালা॥
কা'রেও দিয়েছ মা সুখভোগ, নাই তার কোন জ্বালা।
কেহ অন্নাভাবে উপবাসী থাকে মা দুবেলা॥
দাও দুঃখ যত পার মা, কিন্তু যাবার বেলা।
যেন পায় মা প্রসাদ অভয়চরণ ভবপারের ভেলা॥

---

Mr. K. Mullick. মিষ্টার কে, মল্লিক।

21798

কেন দাঁড়িয়ে শ্যাম কুঞ্জের দ্বারে সখি তোরা ফিরে যেতে বল।
নিশির শেষে কেন এসে সখি, সে করে নানা ছল॥
আগে না বুঝে সুঝে, রাখালের সঙ্গে মজে,
কি লাঞ্ছনা কি যন্ত্রণা সখি তার পেলেম প্রতিফল॥

---

21978

নীল বরণা যমুনা ধাইছে সাগরে মিলিতে সাধে।
কুলু কুলু ললনা, শুনি মন হৃদি শুখাইল,
সাধে কেন বাদ বিষাদে।
সরস তটিনী তটে ফোটে ফুল, মম হৃদি মাঝে শুখাল মুকুল,
কালা প্রতিকূল ভেঙ্গেছে দুকুল এত কেন বাদ সাধে।

---

21851

বেহাগ খাম্বাজ—তেতালা।

ডুবাইলে প্রেম সাগরে।
কেমনে হইব পার ব্যাকুল অন্তরে ॥
তুমি তরুণ তরণী, রস-রঙ্গে তরঙ্গিণী ;
এ তরঙ্গে তরাও ধনি, রাখলো আমারে।
করি তরি বিতরণ, দান কর হে জীবন,
নাহি জানি সন্তরণ, কেমনে যাইব পারে।

---

21981

ঝিঝিট—একতালা।

নয়নেরি বারি নয়নে রেখেছি, হৃদয়ে রেখেছি জ্বালা।
( আমার ) ফুরা'য়ে গিয়েছে প্রাণেরি ভরসা, শুখায়ে গিয়েছে মালা ॥
আসিব বলিয়ে শ্যাম আসিল কই,
আশা পথ পানে চাহিয়া রই,
(আমার) ভেঙ্গেছে বুক, ভেঙ্গেছে হৃদয়,
সময় থাকিতে আসিলে কই।
এলে যদি সখা ব'স ভাঙ্গা হৃদে,
ভাঙ্গা হৃদয়ের জ্বালা ভুলিয়া লও ;
( আমার ) মুখ পানে চেয়ে দুঃখ ভুলাইয়ে,
নয়ন মিলা'য়ে কথাটি কও।

---

21800

ছায়ানট মিশ্র—তেতালা।

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,
তোমারি শঙ্কিত, আকুল পথ চাওয়া,
তোমারি নিরজনে, ভাবনা আনি মনে,
তোমারি সান্ত্বনা, অমৃত সৌরভ।
তোমারি দু'নয়নে, তোমারি শোক বারি
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা হা রব।
তোমারি বলে কেন ভ্রান্ত হ'লে হেন,
ভাঙ্গ রে অহমিকা, মিথ্যা গৌরব।

---

21797

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

আমি তোমারি আশে বসে আছি বলে,
তাই কি দেখা দিলেনা দিলেনা।
অথবা দেবতা বাঞ্ছিত তুমি তাইতে বুঝি দেখা দিলেনা॥
শুধু নয়নেরি আশা দেখিতে বাসনা,
প্রাণে ব্যথা সখা দিওনা দিওনা.
তুমি সুধাংশু বদনে, হের সুধা বিনে, জীবন বাঁচেনা বাঁচেনা।

---

শ্রীযুক্ত এস, জে, মজুমদার (বকুবাবু)

Sj. S. J. Mazumdar (Boku Babu)

[illegible] Press, Calcutta.

কেনরে ভাগে বাজালি, আমার মন কেড়ে নিলি,
আমি ঘরে রইতে নারলুম হলেম উদাসী ॥

21898

পাগল ক'রলে ওই মুরারি অঙ্গে নয়ন বাণ মারে।
পাগল ক'রে চলে গেল আমি জ্বলে মলেম তার তরে ॥
দেহে তার নব যৌবন চুরি করলে ওই দেহ মন রে।
পাগল ক'রে চলে গেল আমি জ্বলে মলেম তার তরে ॥

21896

বনের পাখি উড়ে এসে বসলো রে খাঁচায়।
ও পারে যেওনা যাদু কামড়াবে মশায় ॥
নাকে দিয়ে ছুছোবাজি, গুজরাটি হাতিটী সাজি,
হ্যাচ্চো হ্যাচ্চো করতে করতে চড়রে খাঁচায় ॥

21899

যদি কুমড়র মত চালে ধরে রোত পান্তুয়া শত শত।
সরুষের মত হ'ত মিহিদানা বুঁদিয়া বুটের মত ॥
( আমি বুনে যে দিতাম, এক কাঠায় আমি দশ মোন পেতাম )
যদি তালের মত হ'ত ছানাবড়া ধানের মত চষি,
আর তরমুজের মত হ'ত রসগোল্লা প্রাণটা হ'ত হে খুসি,
( আমি বুনে যে দিতাম, চষি, ধানের মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে,
ক্ষেতে পাহারা দিতাম কুঁড়ে বেঁধে )

( বুনে যে দিতাম পাহারা দিতাম, খেঁক শেয়াল আর
চোর তাড়াতাম, তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম )
যদি উচ্ছের মত হ'ত রসমুণ্ডি, পটলের মত পুলি,
আর পায়েসের গঙ্গা, বেয়ে যেত, (তায়)দুহাতে করিতাম কুলি ॥
তীরে নেবে দুহাতে করিতাম কুলি ।--
তীরে গরু রেখে দুহাতে করিতাম কুলি )—
যেমন সরোবর মধ্যে রেখে দিয়েছেন পদ্মের মত পাতা,
(তেমনি) ক্ষীর সরোবরে রেখে দিতেন যদি থানকত লুচি ধাতা,
আমি নেবে যে যেতাম,
ঐ ক্ষীর সরোবরের ঘন জলে আমি নেবে যে যেতাম,
গামছা পরে নেবে যে যেতাম,
তীরে কাপড় রেখে নেবে যে যেতাম,
গিন্নীর সোহাগ বচন ভুলে আমি নেবে যে যেতাম,
ক্ষীর সরোবর হতে উঠতাম নাহে—
একটু চিনি যে দিতাম,
চিনি ফেলে দিয়ে সাপটে খেতাম ।

---

2189৮

সিন্ধু—কাওয়ালী ।

রে'খমা এই বিপদে ( দে'খ মা ) ।
যেন হরি-হারা হই না তারা, এই মিনতি ওই পদে ॥
মা তুমি কৈলাসে কালী, কৃষ্ণকালী ব্রজেতে,
শ্মশান-কালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী জগতে ;

ব্রজের কালা কালী তুমি, কালী তব কৃপাতে,
যদি ঘুচাও কালী, মনের কালী, কালী বলবে জগতে।

---

21895

আশোয়ারি—যৎ।

কালা কাঁদালে আমায়।
পরবাসে যাপি নিশি আছিস হেথায়॥
কুলনারী ছিলাম কুলে, কালা ভাসা'লে অকুলে;
গোকুলে আর কি ব'লে ফিরিব লো হায়,
ত্যজিব এ ছার প্রাণ দেহলো বিদায়॥

---

21892

রাগিনী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

ওসে কেন আসে না।
আসি বলে চলে গেল আরতো এলোনা॥
তারে বড় ভালবাসি, ছুটে ছুটে তাইত আসি,
প্রাণ করেছে মিশামিশি, তা কি সে জানে না।

---

21893

রাগিনী কাফি সিন্ধু—তাল যৎ।

পরেরি কথা শুনে মন ভেঙ্গে প্রাণ মন ভেঙ্গনা।
দিলে দুঃখ পাবে দুঃখ বিধুমুখি তাও জান না।
যে জনা দুঃখ দিয়েছে, সে জনা কি বেঁচে আছে,
সুখের ভাগি সবাইরে প্রাণ দুঃখের ভাগি কেউ হবে না॥

---

S. Dass. এস্, দাস।

22008

নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর।
দাড়ি কর খাট, নাক গুলো কাট,
পা গুলো সব উঁচু করে মাথা দিয়ে হাঁটো।
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজী খাও, ওড়ো,
কিম্বা চিৎপাত হয়ে—পা গুলো সব ছোড়ো,
ঘোড়া গাড়ী ছেড়ে এখন Motor Carএ চড়ো,
নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর।
ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রফা,
কর শিগ্‌গির ধুতি চাদর নিবারিণী সভা,
প্যাণ্ট পরো, কোট পরো, নইলে নিভে গেলে,
ধুতি চাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে,
কাঁচকলা ছাড় এখন রোষ্ট চপ ধরো,
নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর।
কিম্বা সবাই ওঠো Townhall এ জোটো,
হিন্দুধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে Americaয় ছোটো,
দেখো যেন আমরা সবাই নেহাত না হই খাটো,
খুব খানিক চেঁচাও কিম্বা খুব খানিক লেখ,
Bain, Mill ছাড় আবার ভাগবত পড়,
নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর।
আর কিছু না পার স্ত্রীদের ধরে মারো,
কিম্বা তাদের মাথায় তুলে নাচো—ভাল আরো,

একেবারে নিভে যাচ্চে দেশের স্ত্রীলোক,
B.A., M.A., ঘোড় সোয়ার বা একটা কিছু হোক।
যা হয় একটা কর কিছু রকম নতুন তর,
নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর।
হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর,
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির,
পাহাড় থেকে পড়ো সমুদ্রে দাও ডুব,
মরবে না হয় মরবে একটা নতুন হবে খুব।
নতুন রকম বাঁচো কিম্বা নতুন বকম মরো,
নতুন কিছু কর একটা নতুন কিছু কর।

---

22009

প্রথম যখন ছিলাম কোন ধর্ম্মে অনাসক্ত,
খৃষ্টীয় এক নারীর প্রতি হলেম অনুরক্ত :—
বিশ্বাস হলো খৃষ্ট ধর্ম্মে—ভজতে যাচ্ছি খৃষ্টে,—
এমন সময় দিলেন পিতা পদাঘাত এক পৃষ্ঠে ;
ছেড়ে দিলাম পথটা বদলে গেল মতটা—
অমন অবস্থাতে পড়লে সবারই মত বদলায়।
চেয়ে দেখলাম নব্য ব্রহ্ম সম্প্রদায়ে স্পষ্ট,
চক্ষু বোজা ভিন্ন নাইকো অন্য কোনই কষ্ট,
কাচিৎ ভগ্নীসহ দীক্ষিত হব উক্ত ধর্ম্মে,
এমন সময় বিয়ে হয়ে গেল হিন্দু formএ
ছেড়ে দিলাম পথটা বদলে গেল মতটা—

নাস্তিকের এক দলের সঙ্গে মিসলাম গিয়ে রঙ্গে,
Hume ও mill ও Herbert Spencer
পড়তে লাগলাম সঙ্গে,
ভেসে যাব যাব কচ্চি Fowl Beef এর বন্যায়,
* * * *
ছেড়ে দিলাম পথটা বদলে গেল মতটা,
ছেড়ে দিলাম Herbert Spencer, Beef ও
Millএর চর্চ্চায়,
ছেড়ে দিলাম Beef ও Fowl অন্ততঃ নিজের খর্চ্চায় ;
বুঝছি বসু ঘোষের কাছে হিন্দু ধর্ম্মের অর্থে,
এমন সময় পড়ে গেলাম Theosophyর গর্ত্তে,
ছেড়ে দিলাম পথটা বদলে গেল মতটা,
Theosophyর ঈশ্বর হচ্চেন ভূত কি পরব্রহ্ম,
এইটে কর্ব্বো কর্ব্বো রকম কচ্চি বোধগম্য
মিশিয়ে এনেছি প্রায় Annie ও বেদাঙ্গ,
এমন সময় হয়ে গেল ভব লীলা সাঙ্গ ;
ছেড়ে দিলাম পথটা বদলে গেল মতটা।

---

22010

ভৈরবী—কাওয়ালী।

তুমি যে'ওনা এখনি।
এখনও আছে রজনী।
পথ বিজন, তিমির সঘন, কানন-কণ্টক-তরু-গহন,
আঁধার ধরণী।

বড় সাধে জ্বালিনু দীপ, গাঁথিনু মালা,
চির দিনে বন্ধু পাইনু হে তব দরশন !
আজ মোর অকুলের পারে,
ভাসাব প্রেম-পারাবারে জীবন-তরণী ।

---



ইমন—একতালা ।

মম যৌবন-নব-সারিকা, সঙ্গীতধন সাধিকা,
ফুটলে কুঞ্জে, পুঞ্জে পুঞ্জে মালতী যুঁথী, শেফালিকা ।
তুমি কি বংশী, আমি কুরঙ্গ ;
তুমি কি বহ্নি আমি পতঙ্গ ;
জ্বল, জ্বল এ জীবনে ( অয়ি ) উজ্জ্বল দাহিকা ।
কুটীর দ্বারে, ভারে ভারে সাজাইছ বসি' অর্ঘ্য,
মনোমন্দিরে, ধীরে ধীরে, গড়িয়া তুলিছ স্বর্গ ;
কে তুমি অয়ি কৌতুকময়ী, কে তুমি আমার গো ?
দুলিছে দু'খানি চরণ ভঙ্গে,
আমার জীবন মরণ রঙ্গে.
কণ্টকে ফুল গাঁথি কণ্ঠে পরাও মালিকা ।

---

Babu Fanindra Nath Mukerjee.

বাবু ফণীন্দ্র নাথ মুখার্জ্জী।

21759

মরি আড় নয়নে খোঁচা মারে প্রাণে।
তাতে সই ঠুমকি নাচে রস বাঁচে কেমনে॥
রসকে বঁধু রূপের চোটে লেগে গেছে ঠোঁটে ঠোঁটে
প্রাণের বঁধু গাছে বা ওঠে প্রাণের বঁধু গাছে বা ওঠে
করে যদি এ ডাল ও ডাল নামিয়ে তারে কে আনে
কে আনে কে আনে

---

21804

যেমন আছ তেমনি থাক আবার কেন নয়ন হান।
ভাঙ্গা পিরীত জোড়া দিতে আবার কেন ঝালিয়ে আন,
ঝালিয়ে আন ঝালিয়ে আন॥
তফাৎ থেকে বিদেয় হই সুখে থাক রসময়ী
ঘেঁস্‌লে কাছে পোড়ব ফাঁদে তোমরা যে চাঁদ ভেল্কি জান॥

---

21884

এসেছি তোদের পাড়াতে।
প্রেম জ্বরে জ্বরেছে যে জন তারে বাঁচাতে॥
ঔষধের এমনি গুণ খেলে হয় রোগ নিবারণ।
থাকে না কোন বালাই ছুঁতে না ছুঁতে॥

---

21906

ছুঁড়ীর হাতে ছেলা চুড়ী মন মজবার একখানি।
গুতোর তাগায় লাগায় ভঙ্কা বাজি নোলোক দেখে বাঁচিনী॥
কোমরে তার কাঁকড়াবিছে নাকে রসকলি আছে
আবার কেমন কেমন কেমন ক'রে ফেরৃতা দিয়ে
পোরেছে কাপড় খানি॥

---

21757

হায়রে হায় কলির মানুষ চেনা ভার।
মানুষের ভিতর উপর একপ্রকার, একপ্রকার, একপ্রকার॥
ট্যাকে ঘড়ি, হাতে ছড়ি, ফিট বাবু সেজে,
বাবু চল্‌লে সমাজে;
(আবার) অন্দরেতে ছাঁটচে বালাম তাদের পরিবার,
পরিবার, পরিবার।
ইংলিশ কোটে, ইংলিশ বুটে, বিস্কুটে রত,
ঠিক যেন ইংরাজের মত;
(আবার) পেটে লাথি মেরে, টিপলে পরে, এ,বি,সি,ডি,
পাওয়া ভার, পাওয়া ভার, পাওয়া ভার॥

---

21802

ওরে গত নিশি শ্যাম গেছে ফিরে।
রাধা রাধা ব'লে কত ডেকেছে আমারে,
বনমালা বাঁশরীটী ফেলে গেছে দ্বারে॥

সারা নিশি জেগে জেগে ঘুমায়ে পড়েছিলাম,
তাই সে শ্যামচাঁদে হারা হইলাম ;
হায় কি করিলাম, মরমে তার ব্যথা দিলাম,
কে হেন সুহৃদ আছে এনে দেয় তারে ॥

---

21907

মনে ছিল যে বাসনা ।
পোড়া কপাল ক্রমে তা'ও হলনা ॥
শিব গড়িতে বানর হ'ল, এ কি বিধির বিড়ম্বনা !
মনে মনে অভিলাষী. বিদ্যা হ'বে রাজমহিষী,
আমরা হব প্রিয়দাসী, মন যোগাব একজনা ॥

---

21758

নিশি দিন স্মর হর হর হর, শঙ্কর শিব পিনাকধারী ।
মুণ্ডমালা, শশাঙ্ক ভালে, জ্বলিছে অনল ধক্ ধক্ ধক্,
বাজিছে ডমরু ডিমি ডিমি, মুক্তি-রূপ অবতার ।
শিরে বিরাজিত জটাজুট, পতিত-পাবনী-গঙ্গা-শোভিত,
সুর-নর-মুনি-বিরিঞ্চিত বাঞ্ছিত,
পতিত-পাবন, ভস্ম ভূষণ, ত্রিশূল করিছে শন্, শন্, শন্,
ফোঁস, ফোঁস, ফোঁস, ডাকে ফণীগণ,
হরি হরি হরি হর হর হর ।
কমলাসন, বৃষভাহন, অনুপম রূপ শোভে ত্রিনয়ন ;
বামে শোভে তার গিরিবর-কন্যা, নহে সে সামান্যা,
ত্রিভুবন ধন্যা, ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ হর হর হর ॥

কাতরে রাম ডাকিছে তোমারে, জঠর-যন্ত্রণা কেন বারে বারে
আশুতোষ আজও এ ভব-সংসারে, তার তার তার
হর হর হর।

---

21760

কাফি সিন্ধু—যৎ।

কে তোমারে শিখা'য়েছে এ প্রেম ছলনা।
যে তোমারে শিখা'য়েছে সে বুঝি প্রেম জানেনা॥
পরেরি প্রাণ নিতে জান, দিতে তুমি জাননা,
এমন ক'রে কত জনের প্রাণ ব'ধেছ বহনা।

---

21803

কাফি—দাদরা।

অত ভাবনা কেন বল শুনি চাঁদ বদনী ধনি,
কেন অমন হলি, শুখিয়ে গেলি, সোণার কমলিনী।
ও তোর শ্যামচাঁদে রেখেছে ধ'রে চন্দ্রাবলী কুঞ্জে;
কালামুখি ক'রে মুখোমুখি রাত কাটা'লে, ছি ছি;
হেথা রাই কমলিনী' জাগি সারা যামিনী;
কুঞ্জ হ'তে তাড়িয়ে দিব এলে সে নাগর গুণমণি॥

---

"কালী কালী বল রসনা"

Sung by Viswanath Rao.

[illegible] Press, Calcutta.

"কালী কালী বল রসনা"

Sung by Viswanath Rao.

Bhoona Press, Calcutta,

21740 রামপ্রসাদী—একতালা।

কালী কালী বল রসনা।
কর পদ ধ্যান নামামৃত পান যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা॥
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন সঙ্গের সম্বল নহে কোন জন।
দুরন্ত শমন ধরিবে যখন বিনা ঐ চরণ কেহ কার না॥
দুর্গা নাম মুখে বল একবার সঙ্গ ও সম্বল দুর্গা নাম আমার।
অনিত্য সংসার নাহি পারাবার সকলি অসার ভেবে দেখ না॥
গেল গেল দিন বিফলে গেল দেখ কালান্তক নিকটে এল।
প্রসাদ বলে কালী কালী বল দূর হবে কাল যম যাতনা॥

---

21746

হৃদয় রাস মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
হোয়ে বাঁকা দেমা দেখা শ্রীরাধারে বামে লয়ে॥
ফেলে নর মুণ্ড মালা পর মা বন মালা।
কালী ছেড়ে হও মা কালা করেতে বাঁশী লয়ে॥
নবকর কটীবেড়া ফেলে পর মা পীত ধড়া।
মাথায় বাঁধ মা মোহন চূড়া চরণে চরণ থুয়ে॥
হৃদ্ মাঝারে কাল শশী দেখতে বড় ভালবাসি।
ত্যজি অসি ধর মা বাঁশী হ্যাদে গো পাষাণের মেয়ে॥

---

22744

মুই অধমের অধম।
তুমি না তারিলে তারা, কে তারিবে বল তারা,
তারনা তারনা তার, তার তার তার তার।

সমুচিত লাঞ্ছিত ভবেতে করেছ আর,
মেরনা মেরনা মাগো কেন মার কেন মার।
শিবের দুহিতা রামচন্দ্র অধম জনে,
শুনিয়েও শোন না কেন শুন শুন শুন শুন।

---

21738 বাহার—তেতালা।

কালিয়ানের সঙ্গ করতে রঙ্গ রলিঁয়া।
ভ্রমর গুঞ্জার তামে ফুলি ফুলুয়ারি ; চহুঁওর মুর বোলে,
কোহেল কহুক শুনি হুঁক উঠি।
গহেরি লহর লহবাৎ সববিদ ছন মেরি,
লওনার গড়ুয়া ভর লেয়াঁই,
হাত বাগমে ফুকার কিলি বাল.
রাম বোলে অনবার বার॥

---

21741

সিন্ধু কাফি—খেমটা।

রসে ভরা রসের নাপতিনী।
খেটে খুটে জোগাই আমি, মিন্সে করে কাপ্তিনী॥
লাহবা সাবাস রে কেয়াবাৎ নাপ্তিনীর টিকি কাট হাত।
আমি যাই কামিয়ে আনি মিন্সে নেশায় কুপোকাৎ,
নাপ্তিনীর গুণে আমার বেজায় লোকের আমদানী॥

---

Sj. Abhoya Pada Chatterjee.

শ্রীযুক্ত অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায়।

21846

ও বৌ ক'না কথা মুখ তুলে।
বউ দেখনা চেয়ে চোখ খুলে॥
এনেছি বকুল মালা, করবে আলা, তেল চোয়ান তোর চুলে॥
মিশি দাঁতের হাঁসিটী বেশ মুখখানি বেশ ঢলঢলে।
ডুরে শাড়ীর বাহার বড় আঁচল খানি ঝুলঝুলে॥
হাতের শাঁখা ধপধপে বেশ ঝুমকো ঢেঁড়ী দুলদুলে।
সিতেয় সিঁদুর কাজল চোখে খয়ের গোলা টিপ জ্বলে॥
হলুদ মাখা অঙ্গ খানি গাল দুটী বেশ তলতলে।
কড়াই পানা সোণার দানা দুলছে দুদুল তোর গলে॥

---

21911

কাঁচা সোণা চাঁদের পানা বৌটী তোমার দেখতে হবে।
মুখটি বোয়ের আঁচল কোলে ফুলটী যেন ফুটে রবে॥
অঙ্গ খানি রূপের ডালি অফুটন্ত চাঁপার কলি।
বাউটী নেড়ে বড়টী তোমার পানের খিলি তুলে দেবে॥
আড় নয়নে দেখবে চেয়ে মুচকে হাঁসি পড়বে ছেয়ে।
এমন সাধের বউটী তুমি পাবে পাবে পাবে পাবে॥

---

21861

কার কথায় করেছ এত মন ভারি (সুন্দরি)।
আমি যেখানে সেখানে থাকি অনুগত তোমারি॥
( প্রিয়ে ) তুমি রামসাল চাল তুমি অড়ড় ডাল,
তুমি আমার মাছের অম্বল জানি চিরকাল ;
গোল আলু, বাগ্‌দা চিংড়ী, উচ্ছে পটল চর্চ্চরী॥
( প্রিয়ে ) তুমি পাঁউরুটী, যেন জিবে গজাটী
রসগোল্লা রসে ভরা মোহনভোগ, রুটী,
( প্রিয়ে ) তুমি আমার কাঁচাগোল্লা, তুমি আমার কচুরী॥
( প্রিয়ে ) পিপাসের বারি যেন জল দেবার ঝারি,
রোদের ছাতা, শীতের কাঁথা, মশার মশারী।
( প্রিয়ে ) তুমি আমার মাথার মণি, আয় তোরে মাথায় পরি॥

---

21908

আহা কিবা মানিয়েছে রে।
যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু, কৃষ্ণের পাশে বলরাম ;
( ব্রজের কুঞ্জবনে )
আর, নাচের সঙ্গে তবলার চাঁটী, টপ্পার সুরে হরিনাম ;
( বাহবারে বাহবা )
যেন কপির সঙ্গে মটর শুঁটি, ক্ষীরের সঙ্গে পাকা আম ;
( বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে )
আর, মুড়ির সঙ্গে পাঁপর ভাজা, মদের সঙ্গে হরিনাম ;
( বাহবারে বাহবা )

যেন, জ্বরের সঙ্গে বিসূচিকা, গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম ;
( ও সেই দ্বাপর যুগে )
আবার, বিয়ের সঙ্গে রোসন-চৌকি, আর মরণ কালে হরিনাম।
( বাহবারে বাহবা )

---

Sjt. Jadab Chandra Banerjee.

শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

21927

রাগিনী পিলু বাঁরোয়া—তাল যৎ।

কেন কালী এমন হলি ওগো মুণ্ডমালি।
রাজার নন্দিনী হয়ে বাপের স্বভাবে গেলি॥
ঘোর শঙ্কটে প'ড়ে যত ডাকি কালী কালী।
কাতর তনয়ে দেখে পা তোর দিতে প[illegible]ল॥

---

21931

রাগিনী ভৈরবী—তাল আড়খেমটা।

কথা কসনে লো রাই শ্যামের বড়াই বড়ই বেড়েছে।
কে জানে ও কেমন ক'রে মন হরেছে॥
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশী, শুধু হাসে মধুর হাসি।
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে॥

---

Sjt. Manmatha Nath Gupta.

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ গুপ্ত।

21843

ইমন্ খাম্বাজ—দাদরা।

সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি নন্দন ফুলহার।
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার॥
নীল অম্বর চুম্বনে নত, চরণে ধরণী মুগ্ধা নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শতধার॥
ঝলকিছে শত ইন্দু কিরণ, পুলকিছে ফুলগন্ধ,
ললিত অঙ্গে চরণ ভঙ্গে চমকে চকিত ছন্দে,
ছিড়ি অর্থের শত বন্ধন করে তোমা পানে যত ক্রন্দন।
লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন উপহার॥

---

21844

কীর্ত্তন।

হৃদয় নিকুঞ্জবনে বিহর নাথ নিশিদিন।
প্রেম-তটিনী-তটে বাসনা-বংশী-বটে,
আসি করহে কেলী বনমালী নেহারি নয়ন ভরে।
প্রেম তটিনী তটে ও পদ পল্লব নিকটে
আমি বইঠিব আনন্দে নাথ হবে কি হেন সুদিন॥
আমার হিয়ায় ব'স আলো করি নাথ,
তুলি সুললিত তান ডাকিব তোমারে হে—
আসি ঘুচিল তৃষ্ণা নিবারিব নামেরি ঐ গুণে,
আমার হিয়ায় ব'স আলো করি নাথ॥

---

Sjt. Dharmadas Das. শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস দাস।

21756 কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী।

দেহি দেবি দরশন।
আর দুঃখ দিওনা দীনে, দীন দয়াময়ি,
দনুজ-দলনী শ্যামা, শিব-হৃদয় ধন ॥
দীনতারিণি, মন দিন আগত দেখি
দিনে রেতে তাই তোরে এত পরিত্রাহি ডাকি ;
জানিনা জননি, আর ক'দিন বা আছে বাকী,
এই বেলা দিনে দিনে কর দীনের দুঃখ মোচন ॥
জানি মা চরণ তব ও পরেরই সুখতরী,
কি জানি শেষের দিনে পাছে ও পদ পাসরি,
তাই সতত তোরে আকুল-হৃদয়ে-স্মরি,
অলসে থেক'না কর দ্রুতপদে আগমন ॥

---

22034

প্রেমের বিষম টান, যায় প্রাণ. মানময়ি, বাঁধন দেও খুলে।
নবরূপে উঠ্‌লো জেগে অনুরাগে, বঁধু হে কাঁদলে কি চলে ?
কাঁপছি নবমীর পাঁঠা, ছেড়া লেঠা, মিটিয়ে ফেল সই।
ভেবে দেখি ও রসময়, দাও হে সময়, এখন সময় কই ?
তবে আমি হাত পা মেলে, ভাসি অকূলে ;
কাজেই এখন তাই, পরে খুঁজে যদি পাই,
সোহাগে আনবো হে তুলে ॥
আমায় নিও হে তুলে।
সখা নেব হে তুলে ॥

---

21761

বেহাগ—কাওয়ালী।

স্মর মন স্মর হর বান্ধবে।
আদি, অচ্যুত, কমলাকান্ত, তাত, নাথ, শ্রীমাধবে॥
অগতির গতি, ত্রিভুবন পতি, দুঃখ দুর্গতি-হারী,
ভাবরে মানসে, প্রেম আবেশে, দয়াল দেব কেশবে॥
করুণা-অর্ণব, অকুল কাণ্ডারী, পতিত-পাবন, গোলক-বিহারী,
দুরিত-নাশন, শমন-দমন, ভকত-জীবন-ধন।
স্মররে তাঁহারে যদি রে ভবে তরিবে॥

---

22033

কাফি সিন্ধু—যৎ।

ওমা কালি মুণ্ডমালি, বনমালী রূপ কর মা ধারণ।
হৃদি-বৃন্দাবনে, শ্রীরাধিকা সনে একাসনে হোক যুগল মিলন।
প্রেম-যমুনার তটে, আশা বংশী-বটে,
বংশী বাজাও হ'য়ে বংশী-বদন॥
তোমায় শুনিয়ে বেণু, অজ্ঞান ধেনু,
করুক আসি বিষয় তৃণাদি ভক্ষণ॥

---

21755

রাগিনী পূরবী—তাল যৎ।

বেলা গেল চল চল বহু দূরে যেতে হবে।
আঁধার এলে গোল মালেতে পথ ভুলে যে পড়ে রবে॥
দিনের বেলা ও মন ভোলা মিছে কাজে খেলা,
এখন খুঁজলে সাথী হবে রাতি।
ভবের পথে সাথী কেউ না হবে॥

চাসনে আর পেছন ফিরে ভাসিস নে আঁখিনীরে ;
দিনের দিন এমনি গেলে সে দিন বসে কাঁদতে হবে ॥

---

## বিদ্যাসুন্দর।

21762

চল যাইগো সহচরী চল যাইগো সরোবরে।
আনবো বারি কুলনারী কুম্ভ কক্ষে করে ॥
অস্তে গেল দিনমনি ত্বরা ক'রে চল সজনী।
ক্ষুণ্ণ মনে গুণমণি আছেন শূন্য ঘরে ॥
পর পুরুষের পোড়া নয়ন, কুল নারীর দেখতে বারণ ;
বক্ষের মাঝে বক্ষের রতন ঢাকলো যতন ক'রে ॥

---

Sj. Debendra Lall Banerjee.

## শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

21751

ঝিঝিট—যৎ।

যে ভাল করেছ শ্যামা আর ভালতে কাজ নাই।
এখন ভালয় ভালয় বিদায় দেমা আলোয় আলোয় চলে যাই।
কপালে লিখেছেন বিধি, বলবান তাই যদি,
তবে কেন সাধি মনে মনে ভাবি তাই।
তোমার করুণা যত, বুঝিলাম বিধিমত,
দেখিলাম শত শত কপাল ছাড়া পথ নাই।

---

21753 রামপ্রসাদী।

মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবা নিশি ভাবছ বসি কোথায় পাবে টাকার তোড়া॥
কর্ম্ম সূত্রে যা আছে মন, কেবা পায় তাহা ছাড়া,
মিছে এ দেশ ও দেশ ঘুরে মর, ছিছি মন তোর কপাল পোড়া॥
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র মন, শ্যামা মা তোর স্নেহের ঘড়া,
তুমি কাঁচ মূলে কাঞ্চন বিকালে, ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া।

---

21750 ভৈরবী—কাওরালী।

অয়ি ভুবন-মন-মোহিনি!
অয়ি নির্ম্মল-সূর্য্য-করোজ্জ্বল ধরণি!
জনক-জননী-জননি!

নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত-চরণ-তল,
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনি!
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে;
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে;
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে,
জ্ঞান, ধর্ম্ম, কত পুণ্য-কাহিনি!
চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশে বিদেশে বিতরিছ অন্ন;
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা;
পুণ্য-পীযুষ-স্তন্যবাহিনি!

22035

### কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী।

তনয়ে তার তারিণি। ( তারা )
ত্রিবিধ তাপে তারা, নিশি দিন হ'তেছি সারা,
বার বার বৃথা আর কাঁদাওনা অনিবার,
অধম তনয়-দুঃখ নাশ দুঃখ-নাশিনি ॥
রাঙ্গা ফলে ভুলিবনা আর আমি এবার,
খাইয়ে দেখেছি তার, নাহি যে কোনও "সু" তার ;
সে যে পূরিত গরলে, খাইলে "কু" ফল ফলে,
খেলে জ্ঞান হারাই পাছে তোমায় ভু'লে যাই,
মা হ'য়ে তনয়-মুখে দিওনা গো জননি ॥
( সদা ) আমার আমার করি মত্ত হই অনিবার,
ইন্দ্রিয়াদি, দারা, সুত সকলি ভাবি আমার ;
কিন্তু "আমি" কোন্ খানে, ভাবিয়া না পাই ধ্যানে ;
কোন্ পথে গেলে সেই "আমি" মিলে দেনা ব'লে ;
দীন রামে আর ভ্রমে রে'খনা গো নিস্তারিণি।

---

21752

### বারোঁয়া পিলু—পোস্তা।

মাগী যেমন মিন্সে তেমন সঙ্গে ছুটো চেলা গো।
মিন্সেকে চিৎ করে ফেলে তার বুকে দিয়েছে পা,
মিন্সে মড়ার মতন প'ড়ে আছে মুখে নাইকো রা গো ॥

( সঙ্গে ) জন পাঁচ ছয় মাগী এক মাগী তার কালো,
( ও তার ) সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা রূপে জগৎ করে আলো গো।
আমি মরণকালে ঐ চরণে পাই যেন ভেলা গো ॥

21754

ঝিঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

উভয়ের আঁখি মিলনে, উভয়েতে মরি প্রাণে।
উভয়ের অন্তরের কথা রহিল উভয়ের মনে ॥
উভয়ের যন্ত্রণা যত, উভয়ে জানাব কত।
উভয়েতে জ্ঞান হত উভয়ে মরি মনাগুণে ॥
উভয়ে প্রকাশিতে নারি উভয়ে গুমরে মরি।
( কিন্তু ) সাধ আছে উভয়েরি মিলন উভয় সনে ॥

Sj. Kashi Nath Chatterji.

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

21817

ভৈরবী দাদরা।

আমার কমলা লেবু প্রাণ;
সিলেটেতে জন্ম তোমার বেলেঘাটায় স্থান।
যখন তুমি নৌকায় এস, অর্দ্ধেক কাঁচা অর্দ্ধেক ঠুসো;
তোমার ভিতর এত রস, না জানি সন্ধান ॥

# FEMALE SINGERS. গায়িকা।

## Sm. Sarna Prova Dassi. শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দাসী।

22023

কীর্ত্তন।

প্রভাতে উঠিয়া বিনোদ নাগর চলিল নাগরী পাশ।
ঘুমে ঢুলু ঢুলু যুগল নয়ন ( নাগর ঘুমের ঘোরে যাইতে নারে, )
সারা নিশি জেগেছে বলে, ঘুমের ঘোরে যাইতে নারে।
মুখে মৃদু মৃদু হাস।
কপাল উপরে সিন্দুর বিন্দু ( ভাল সাজিয়েছে )
সে ধনি বিরলে পেয়ে ভাল সাজায়েছে।

---

22024

কীর্ত্তন।

ভয়েতে কিশোরী দুবাহু পাসরি ধরিল নেয়ের গলে।
( ওহে নাবিক রক্ষা কর ব'লে ব'লে )
রাধা কোলে করি, রসিক মুরারি, ঝাঁপ দিয়া পড়িল জলে।
( যমুনার বাঞ্ছা মিটাবার তরে ) ভাগ্যবতী শ্রীযমুনার
বাঞ্ছা মিটাবার তরে ঝাঁপ দিয়া পড়িল জলে।

---

21862

## কীৰ্ত্তন।

হরি নাকি মধুপুরী গেল, আজু গোকুল শূন্য ভেল।
( আঁধার হ'ল সাধের গোকুল আঁধার হ'ল )
সাগরে ত্যজিব পরাণ ( প্রাণ আর রাখবো না মা )
( এ ছার প্রাণ আর রাখবো না মা )
আর জনমে হব কানু ( কানু হব, এবার মলে কানু হব )
( আর নারী হব না মা কানু হব )
কানু যব হওব রাধা তবে জানাব বিরহ কা বাধা
( জ্বালা জান্‌তে পারবে, নারী হবার কত জ্বালা জান্‌তে পারবে )
( নইলে জ্বালা জান্‌বে কেন নারী না হলে পরে ॥ )

---

21863

চির দিবস ভেল ( হরি ) ( কেন এলনা এলনা এলনা )
( আর এলনারে সখি ) ( আমার প্রিয় কেন এলনা সখি )
রহল মথুরা পুরী অতত্র হাম বুঝিনু অনুমানে।
( সে আর ব্রজে আসবে না তা, অনুমানে বোঝা গেল )
( গ্রাম্য গোপ বালিকা ( সখি গো ) আমরা আহিরিনী
তায় কুরূপিনী, কৃষ্ণ সেবার কিবা জানি )
হাম কিয়ে শ্যামসম ভাগ্যে ( আমরা এমন ভাগ্য কি করেছি
কৃষ্ণ সেবার দাসি হব, গুণহীনা ভাগ্যহীনা, কৃষ্ণ সেবার
কিবা জানি।)

---

21866

আনন্দের ভরে চাপায়ে রাধারে উলসিত হ'ল গা।
কিবা মধ্য যমুনায় গিয়ে শ্যাম রায় দোলাতে লাগিল না ॥
( ডুবল ডুবল ব'লে, নৌকা আর রাখিতে নারিলাম )
হার কঙ্কন ভূষণের ভারে, অধিক নৌকা টল মল করে,
( সব খুলে জলে ফেলে দাও, তোমার প্রাণ থাকলে
অনেক হবে ও গোয়ালিনী হে )
দধি দুগ্ধ ফেল হে খোলে ও গোয়ালিনী হে,
ডালা ধরিয়ে বালা ছেঁচ ছেঁচ জল সব জলে ফেলে দাও।

21873

কোথা যাও হে গোয়ালিনী কোথা তোমার ঘর।
কিসের পসরা দাসীর মাথার উপর ( ও গোয়ালিনী হে
নামাও দেখি কিসের পসরা, না দেখলে ও হে ও গোয়ালিনী
না দেখলে যেতে দিব না হে )
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ঘোলে পসরা আমার ( জানি হে কে তুমি,
তোমার বোলে উলাব পসরা নামাব কেন
মাথার পসরা নামাব কেন কে তুমি তোমার কথায়।

22019

কীর্ত্তন।

কৈছে চরণে কর পল্লব ঠেললি মিললি মান ভুজঙ্গ।
( দয়া কি হ'ল না ও বজর বুকি তোর দয়া কি হ'লনা—)
( পদে কর ঠেলে দিলি—তোর দয়া কি হ'ল না—)

( মানে মাধব হারাইলি. তোর দয়া কি হ'ল না—)
কবলে কবলে জীউ জরি যব যাওব
তবহি দেখবি ইহ রঙ্গে ( কিবা হয়েছে এখনি
দশার কিবা হয়েছে, এই—তো দয়ার পহিরাল
তোর কাঁদতে কাঁদতে জনম যাবে কিবা হয়েছে। )

---

22020

কীর্ত্তন।

শিদতি সখি মম ( উহু মরি মা মরি মা প্রাণ যায় গো—)
শিদতি সখি মম হৃদয়মধীর মধীর মধীরং।
যদত জমিহ্ নহি গোকুল বীরং ॥
(তোরে কেন ভজলাম না মা-(ভজন্ত জনে কেন ভজলাম না মা)
(সে আমারে কত ভজে গেল,) (রাধে দয়া কর বলে কত
ভজে গেল) (ফিরে চাইলাম না মা ।)
না কণরপি সুহৃৎ উপদেশং উপদেশং উপদেশং
(তখন কারুর কথা শুনি নাই মা)—
মাধব চাটু-পটল মপি লেশং
(কত সেধে যে গেল—)
রাধে দয়া কর বলে কত সেধে যে গেল,
সেধে গেল আর কেঁদে গেল কত সেধে যে গেল ॥

---

22021

কীর্ত্তন।

রাই ডাকে ও ও নেয়ে হে,
( হাদে বলি ও নেয়ে হে )

( ডাকে বাহু তুলে, ও নেয়ে হে, আমাদিগে পার করে দে )

একে অবলা, তাহে অথলা,

চেয়ে দেখ নাবিক আর বেলা নাই, হ'ল অবেলা।

( নেয়ে হে )

---



কীর্ত্তন।

আমার সুন্দর লা যেবা আসি দেয় পা।

হাসিয়া গণয়ে ষোল পণ ( কমে পার

করি না, এক কড়া কমে পার করি না। )

আমি যুবক নেয়ে, তোমরা যুবতী মেয়ে,

হাস্য পরিহাসে গেল দিন ( বেলা ব'য়েতো গেল হে,

পার করিবার বেলা ব'য়ে তো গেল হে।

তোদের সনে কথায় কথায়,

( শুধু বয়সের দোষে )

তোদের সনে কথায় কথায় বেলা ব'য়ে যে গেল হে॥

ঐ ওপারে মানুষ ডাকে,

আমার খেয়াতো পড়িল পাকে,

( ওরাওতো ডাকছে, পার কর গোবিন্দ ব'লে

ওরাও তো ডাকছে। )

এই জীবিকায় আমি জি ( এই তো ব্যবসা,

পার করার আমার এই তো ব্যবসা, )

আমি ঘাটের কাণ্ডারি ( তা জগত মাঝে কেনা জানে

এইতো ব্যবসা, এই জীবিকায় আমি জি॥ )

---

21864

## কীর্ত্তন।

এস, এস, বলে রসিক নেয়ে ;
পার হবি যদি আওতো ধেয়ে ॥
( যমুনা পারে কে যাবি গো, আমার দাঁড়াবার তো
সময় নাই, ওহে ও গোয়ালিনী )
আসিয়া নিকটে না পা'ল না, দেখিয়া কিশোরি বাড়াল পা
( পারে যাব্ বলে যমুনা পারে যাব ব'লে ॥ )

---

21865

## কীর্ত্তন।

কথায় কথায় দিন যায়, কড়ি নিয়ে চড় নায়,
আঁধার করিয়া এল দেওয়া।
( ঐ দেখ মেঘ উঠেছে জলে ভাসাবে ব'লে )
সবে আছে দিন দণ্ড দুই, তিন, তোমরা অবলা জাতি,
একে একে পার করিতে সবার, হইবে অনেক রাতি,
বোলবে কিহে তোমাদের পতি।
নৌকা থানি মোর অতিশয় ক্ষীণ, বুঝিয়ে চাপিতে হয়.
শুন সব সই, দুই জনা বই, তিন জনা নাহি সয়.
( ভার সবে না হে, দুই জনা বই তিন জনার )
আগে কে চাপিবে চাপহে তরীতে, নৌকা রাখিতে নারি।
অতি খর জলে নৌকা থানি দোলে, চাপ মোর হাতে ধরি ॥
ধর, ধর, হাত ধরহে, এখন লাজের সময় নয় ॥

---

21832

রাগিনী কাফি সিন্ধু—তাল যৎ।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে, হৃদয় আকাশে, তোমায় দেখিতে দেয় না॥
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমারে যবে
পাইহে দেখিতে,
হারাই—হারাই—সদা ভয় হয় হারাইয়া ফেলি চকিতে।

---

21833

রাগিনী খাম্বাজ—তাল যৎ।

যাতনা দিতে আমারে বাকি কি রেখেছ তুমি।
গরলে সরল ভেবে হয়েছিলাম অনুগামী॥
বারে বারে জানিরে প্রাণ, ফিরায়ে দাও পরেরি প্রাণ,
ফিরে নিয়ে আমারি প্রাণ বিরলে বসিয়ে কাঁদি।

---

22013

ভৈরবী—যৎ।

এসরে নয়নে আজি লুকায়ে রাখি।
আর কারে না দেখাব আমি তো নয়ন ভরে দেখি।
তুমি নয়ন-রঞ্জন, তুমি হৃদয়েরি ধন,
তুমি মম হৃদয়ের পোষা পাখী, এস লুকায়ে রাখি॥

---

"বাঁশরী বাজিল যমুনায়"

"রাধানামে অভিলাষী—রাধানামে সাধা বাঁশী"

Sung by Manada.

[illegible] Press, Calcutta.

"বাঁশরী বাজিল যমুনায়"

"রাধানামে অভিলাষী—রাধানামে সাধা বাঁশী"

Sung by **Manada.**

[illegible] Press, Calcutta

21874

রাগিণী মুলতান—তাল কাওয়ালী।

শ্যামের বাঁশরী বাজিল যমুনায়, তোরা কে কে যাবি আয়।
বাঁশী বাজে বিপিনে, চিত না ধৈরয মানে,
রাধা রাধা ব'লে বাঁশী দুকুল মজায়।

22014

আর বাঁশী বাজাওনা শ্যাম।

একবার বাঁশী বেজে রাধার গেছে কুল মান।
যে ঘরেতে ঘর করি, হরি বলতে প্রাণে মরি,
( আমার ) শাশুড়ি ননদী বৈরি পতি হ'ল বাম।

21831

রাগিনী ভৈরবী—তাল যৎ।

রাধা নামে অভিলাষী—রাধা নামে সাধা বাঁশী
বাজে শুধু রাধা ব'লে,
আর কে বাজাবে বাঁশী কালা আমি চ'লে গেলে।
বাঁশী তোরে যাব রাখি, শ্রীদামের মুখে থাকি,
রাধা রাধা বলে ডাকি ভুলাবি সকলে।

22025

( আর ) জলে যাওয়া হল না,
কদম্বতলাতে কালা করেছে থানা।
যে বেড়াত বনে বনে,
সে কি নারীর মর্ম্ম জানে,
শঠের সনে প্রেম করে আমার সুখ হল না।

---

Miss Biblabati Dassi. শ্রীমতী বিভাবতী দাসী।

21786

ঐ দেখা যায় কাল পাখী তার কাল কাল দুটী পাখা,
লোকে তারে কোকিল বলে বসন্তেতে দেয় গো দেখা।
পাখী বড় সর্ব্বনেশে, আসে ফাল্গুনের শেষে,
পাখী হ'ত যদি বারমেসে আমার ঘরে থাকা কঠিন হতো।

---

21795

জেলেনি প্রাণ আমার কমনে গেলিরে,
হাতে তার বাউটি চুড়ি, পরণে তার ঢাকাই সাড়ী,
মাথায় তার মাছের ঝুড়ি লো, আশা পথে যাই।
জেলে যখন যায় বাজারে, আমি তখন রাস্তার ধারে,
আশা পথে চাই।

---

21883

রূপ দেখে যদি ভাল বাস সখা ভাল বেসে সুখ পাবে না পাবে না,
স্বপনের মত রূপ অনুরাগ ঘুম ভেঙ্গে গেলে রবে না রবে না।
রূপের আকর উজ্জ্বল তপন, তাহে কর মন সমর্পণ,
প্রতি প্রভাতে উদিবে সোহাগ যে রূপ মলিন হবে না হবে না।
যৌবন দেখে ভাল বাস যদি, সে নিমিষের নহে নিরবধি,
ভাল বাস তুমি পরিপূর্ণা নদী যৌবন বাহার যাবে না যাবে না।

---

21600

ভুল করে ভাল বাস, বেস না,
আমি ভাল বাসি ব'লে কাছে এস না।
তুমি যাতে সুখী হও তাই কর সখা,
আমি সুখী হব ব'লে যেন হেস না।
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভাল,
কি হবে চির চির আঁধারে নিমিষের আলো,
আশা ছাড়া ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই,
আমা অদৃষ্ট স্রোতে তুমি ভেস না।

---

21882

গৌরাঙ্গ তোমার প্রেমে ম'জে আমার হাড়ীর হাল।
উজান আর বইবো নাকো, ঢেউ লেগে খাই খতমত কি নাকাল

কেটে নাকে রসকলী—আঁটিয়ে কাঁচুলি,
এ গলি সে গলি ঘুরে মরি খালি,
আর পাঁচ সিকে প্রেম হয় না ওহে বনমালী—
তোমার কপালেরি ভোগ মালসার ভোগ—
আর তো প্রাণে সয় না,
গোরা দিন তো চলে না এখন মাগ্যি বড় চাল ॥

---

21935

বৈষ্ণবী তোর একি পিরীত ভাই।
তোর কপট প্রেমের মুখে ছাই ॥
নিত্য নিত্য মনের হাটে—প্রেমের ভাগা দাও,
ভোলা—ভোলা ছলেরে প্রাণ কতই মন ভোলাও,
সত্যি বলি বৈষ্ণবী প্রাণ—এখন তোর সেভাব নাই,
নয়ন দুটী পুরুষ ধরা ফাঁদ
আঁধার ঘরের মাণিক লো তুই পৌর্ণমাসীর চাঁদ,
কি বলবো আর—বৈষ্ণবীপ্রাণ তোর প্রেম সাগরে
পাইনে থাই।

---

21878

আহা, প্রাণ নিয়ে প্রাণ পালিয়ে গেছে ভালতো হবে না।
ওগো ছি-ছি-ছি, আমায় দেখিতে পার না কি,
আমায় দেখিতে পার না, দেখা কি দিবে না, একি কর কি ?
যারে যাচিয়ে দিছি প্রাণ রে প্রাণ ফিরে তো নেব না ॥

---

21936

আমি ফিরি করি পাড়ায় পাড়ায় বেলয়াড়ি চুড়ী।
চুড়ী কেনে কত সোহাগ ভরে যুবতী ছুড়ী॥
আমার চুড়ীর এই গুণ,
নিভে যায় সই মনের আগুণ,
অমনি করে প্রাণটা আমার ওলো সই,
মাইরি, মাইরি, বল্‌লো কি মাইরি, মাইরি।

---

Sm. Rani Sundari Bai.

শ্রীমতী রাণী সুন্দরী বাই।

21766

রাগিনী ছায়ানট—তাল কাওয়ালী।

যদি বারণ কর তবে আসিব না।
যদি সরম লাগে মুখে চাহিব না॥
যদি বিরলে মালা গাঁথা, সহসা পায় বাধা।
তোমার ফুল বনে যাইব না॥
যদি থমকে থেমে যাও পথ মাঝে।
আমি চমকি চালে যাব অন্য কাজে॥
যদি তোমারি নদীকূলে ভুলিয়া ঢেউ তুলে।
আমার তরীখানি বাহিব না॥

---

21767

রাগিনী মুলতান—তাল মধ্যমান।

তুমি কি তা জান নাহে বেঁধেছি যে প্রেম ডোরে।
দেখি কেমনে পালাবে তুমি আশা ধরে আপন জোরে॥
হৃদয় মন্দিরে রাখি, প্রহরি করেছি আঁখি।
দেখি কেমনে পালাবে তুমি ফাঁকি দিয়ে অবলারে॥

---

Miss. Purna Kumary. মিস পূর্ণকুমারী।

21957

কীর্ত্তন।

কি মধুর সুরে বাঁশী বেজে উঠলো শ্যাম।
একি তোমার লীলা না বাঁশীর খেলা,
আমি বুঝতে নারি গুণধাম।
একবার বাঁশী বেজেছিল যমুনারি কুলে,
সে স্বপন কথা ব্রজবাসী গেছে হে ভুলে।
সে আকুল প্রাণে নাইক সখি শ্রীদাম সুদাম বসুদাম।
যমুনায় আর কি উজান, তুলবে সখা রাধার নাম।

---

21260

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী।
ও যার বিমল তটে, রূপের হাটে, বিকাত নীলকান্ত মণি।

কোথা চারু চন্দ্রাবলী,　　কোথা বা সে জলকেলী,
কোথা ললিতা সখি স্থহাসিনী—
কোথা সেই রাস বিহারী বংশীধারী বামেতে রাই বিনোদিনী।
না বাজে নুপুর ধ্বনি,　　না বাজে কিঙ্কিনী,
মধুর হাসি মধুর বাঁশী আর নাহি শুনি—
ও যার মোহন স্বরে উজান ভরে বইতে তুমি আপনি।

---

21956

হৃদয় মৃণাল হ'তে ছিঁড়েছে কমল দল।
শুখায়েছে বুঝি হায় এত দিনের অযতনে॥
স্থবাস বিকাশ ভরে,　　কে আর মাতাবে মোরে,
আর কার ছায়া ধ'রে, জুড়াব এ জীবনে।
স্থখ আশা ফুরায়েছে,　　ভালবাসা কোথা গেছে,
স্মৃতি টুকু রহিয়াছে, জড়িত স্থখ-স্বপনে।

---

21958

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।
( গরব বাড়ায়েছ হে গরবিনীর গরব বাড়ায়েছ হে )
হেন মনে করি ও দুটী চরণ সদাই রাখিব বুকে।
( ছেড়ে দিব না হে রাঙ্গা চরণ ছেড়ে দিব না হে )
( আমার হৃদয়ের ধন হৃদয়ে রাখিব ছেড়ে দিব না হে )

আমার নয়নের অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ,
(আমি নয়নে পরিব, নয়নের অঞ্জন করে তোমায় নয়নে পরিব)
তুমি সে কালিয়ে চাঁদ।
জ্ঞান দাস কয় তোমার পিরীতি অন্তরে অন্তরে রয়।

---

21986

আমি—আমি নিশি নিশি কত, রচিব শয়ান, অকুল নয়ন রে।
আমি—নিতুই—নিতুই বনে করিয়ে যতনে, কত কুসুম চয়ন রে।
কত—শারদ যামিনী, হইয়ে বিফল বসন্ত যাইবে চলিয়া,
কত—আশার স্বপন, উদিবে তপন, প্রভাতে যাইবে ঝরিয়া,
এ—যৌবন কত, রাখিবে বাঁধিয়া, মরিব কাঁদিয়া রে।
সে—চরণ পাইলে, মরণ মাগিব কাঁদিয়া সাধিয়ে রে॥
যেন কার পথ চাহি, এজনম বাহি, কার দরশন যাচি রে,
হেন—আসিবে বলিয়া, কে গেছে চলিয়া তাই আমি বসে আছি রে

---

22017

আমি চিনিগো চিনি তোমায় ওগো বিদেশিনী,
তুমি থাক সিন্ধু পারে ওগো বিদেশিনী।
তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে, তোমায় শারদ প্রাতে,
তোমায় দেখেছি হৃদয় মাঝারে ওগো বিদেশিনী!
আকাশে পাতিয়ে কান, শুনেছি তোমারি গান,
তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী॥

ভুবন ভ্রমিয়া শেষে, এসেছি তোমারি দেশে,
আজি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী।

---

22018

"মা" "মা" রবে মনোসুখে মন ত্রিতন্ত্রী বাজাওরে।
মায়ের রচিত সুমধুর বীণা বাজা'য়ে মায়ের নাম গাওরে॥
গঙ্গা যমুনা, সরস্বতী ঘেরি, সপ্তকোটি তন্ত্রী সারি সারি,
বাজিছে নিয়ত "মা" "মা" করি বীণার ভিতরে শুনরে।
দীন রাম বলে ক'রোনা হেলা, বাজাও সাধের বীণা এই বেলা ;
(তব) আকাঙ্খা ফুরা'লে যাবে লীলা ফেলে,
আনন্দে চলিয়ে আনন্দ নগরে।

---

21995

কানু সে বিনোদ রায় গো।
বিনোদ চূড়া বিনোদ বরিহার, উড়িছে বিনোদ রায় গো॥
বিনোদ-কপালে, বিনোদ-চন্দন, বিনোদ বিনোদ সাজে।
বিনোদ-অধরে বিনোদ-মুরলী বিনোদ বিনোদ বাজে॥
বিনোদ-গলায় বিনোদ-মালা বিনোদ বিনোদ দুলে।
কোনও বিনোদিনী বিনোদ গাঁথনি গেঁথেছে বিনোদ ফলে॥
বিনোদ-কটিতে বিনোদ-বসন বিনোদ বিনোদ সাজে।
বিনোদ-চরণে বিনোদ-নূপুর বিনোদ বিনোদ বাজে॥
কহে শ্যামানন্দ বিনোদ-নাগর বিনোদ কদম্ব মূলে।
ওরূপ দেখিয়ে কত বিনোদিনী কলসী ভাসা'ল জলে॥

---

21988

মাঝ—একতালা।

মম দ্বাদশ দল কমল দোলায়।

দোলে কমলিনী সনে, কমল নয়নে, কিবা দুলিছে ভুবন মোহন॥

প্রেম পরশে দোলাইছে দোলা, দেখরে মানব অপরূপ লীলা।

যেন এ চপলা কোলে করে খেলা, নবীন নীরদ ভাবে নিমগন॥

প্রেমাবেশে দিগম্বর দিগম্বরী, নাচিছে বলিছে হরি হরি হরি।

জয় রাধে গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারী, জয় যদুপতি লক্ষ্মীনারায়ণ॥

মূলাধার চতুর্দ্দল শিরোপরে, সাপিনী নিদ্রিতা ছিল নত শিরে,

দোলের গোলেতে জাগিয়া শিহরে, সদা ঊর্দ্ধমুখে করে নিরীক্ষণ॥

দীন রাম বলে পূর্ণিমার দিনে, যতনে গোপনে অন্তর নয়নে।

যে হেরে তার জীবন মরণে, অনায়াসে জিনিতে পারে সে শমন॥

---

21989

ঝিঝিট—একতালা।

হরি হে আমার এই বাসনা।

আমার হৃদয়-মাঝে দাঁড়াও এসে বংশীধারী কেলেসোণা॥

মনচোরা রাখালবেশে, আমার হৃদয়-মাঝে দাঁড়াও এসে,

আমার হৃদি হোক হে কদমতলা অশ্রুধারা হোক যমুনা॥

বাজায়ে কুল-নাশা বাঁশী, একবার ব্রজের খেলা খেল আসি,

আমার হৃদি হোক হে ব্রজের মাটি মন হোক হে গোপাঙ্গনা॥

শ্যাম কলঙ্ক অলঙ্কারে, চাহি সদা সাজিবারে,

ধরম করম ছেড়ে চাহি ঐ নাম করিবারে সাধনা॥

---

21990

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

আমার চোখে যদি লাগে ভাল কেন চাইব না।
দেখ্‌ব কেবল মুখখানি তার—তাও কি পাব না॥
আঁখি আমার দিয়েছে বিধি, দেখবো ব'লে নিরবধি,
নয়ন ভরে দেখব তারে কারুর কথা শুনব না॥

---

21991

দেশ মিশ্র—ত্রিতালী।

শিশির অন্ত জাগিল বসন্ত পিরীতি আকুল জাগে।
জাগিল ধরণী, নব ফুলমালিনী, কান্ত পরশে অনুরাগে॥
চারিপাশে শুধু জাগরণ, মৃদু হাসে প্রেমের মিলন,
কোথা নয়নে নয়ন. কোথা মধু আহরণ,
কোথা ঘন ভুজ-পাশে বন্ধন লাগে॥
গগনে উঠিল গীতি, অনঙ্গে চলিল রতি,
সংবাদ বাহি পিয়া, পিয়ামুখ চাহি,
ছুটিল মলয়া দূতী আগে।
আবরিল বসুমতী কুসুম পরাগে॥

---

21959

কীর্ত্তন—একতালা।

শ্যাম নাচ নাচ শ্যামা রূপ ধরে।
হতে নৃত্যকালী দৈত্য-মুণ্ড-মালী,
নেচেছিলি যেমন অসুর সমরে॥

বহুদিন কানু, বাজাইয়ে বেণু, চরালেত ধেনুগণে।
নটবর বেশে, লীলা প্রেমাবেশে, হ'ল গোপ-বধূ সনে ॥
এখন বাঁকা শশী, ক্ষণ রাখ বাঁশী, ধর খর অসি করে,
ছাড় পীত ধটী, বাঁধ কটি তটে, নর-কর-হার
দেখি রক্তনেত্রে রণক্ষেত্রে, মুক্ত কেশভার,
নাহি মুরলী ঝঙ্কার, ঘোর হুহুঙ্কার, কাঁপল অমরে।
খল খল হাস্য, টলমল বিশ্ব, শ্যামা বামা পদ ভরে ॥

---

21993

উড়িয়া গান।

রসবতী কোয়াড়ে যাউছি।
কোয়াড়ে যাউছি, কোয়াড়ে যাউছি ॥
হাতেতে কড় মড়, কঁকাড়ে চন্দ্রহাড়।
নাকেতে বেশর ঝুলাউছি ॥

---

21961

রাগিনী সাহানা—তাল ঢিমে তেতালা।

আসি বলে সে গেছে আমার।
আসি বলে যে যায় চলে ফিরেতো আসেনা আর ॥
আমার হাঁসি টুকু চুরি ক'রে, থাকবে কি সে প্রমোদ ভরে,
দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে প্রাণের সুখ হরে,
শশ্মান ধারে পড়ে রব একটী পাশে এ ধরার ॥

সে আমার আঁধার প্রাণে, হেসে শুধু আলো আনে,
মরা মন জেগে ওঠে যার মধুর গানে—
পলক হারা হ'লে সারা, হৃদি মাঝে হাহাকার ॥
তারি মুখ মনে হলে, ভাসে হৃদি আঁখি জলে,
শশ্মানে পড়িয়ে রব, শুনিব প্রেমেরই ধার ॥

---

21992

রাগিনী বেহাগ খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

রূপ দেখে যদি, ভালবাস সখা, পায়ে ধরি ভাল বেসনা।
স্বপনেরি মত, রূপ অনুরাগ, ঘুম ভেঙ্গে গেলে রবেনা ॥
রূপের আকর, তরুণ তপন, তারে কর সখা প্রাণ সমর্পণ।
প্রতি প্রভাতেতে, হাঁসিবে শোভাতে, সেরূপ মলিন হবেনা ॥
ভালবাস যদি প্রেমেরি কারণ, সে ভালবাসাতে করিনে বারণ।
ভালবাস যদি জীবন মরণ, আঁখি কারোপানে চাবেনা ॥

---

Sm. Ushabala Dassi. শ্রীমতী ঊষাবালা দাসী।

21890

কে হে নাগর বকুল তলায় দুকুল মজে তোমায় হেরে।
রসিক রতন কার প্রাণধন, নাগর শুক পাখিটী হাতে কোরে।
গগণে চাঁদ পূর্ণ শশী, অধর চাঁদে মধুর হাসি,
স্বদেশী কি হও বিদেশী,
নাগর থাকবে নাকি বাসা লয়ে।

---

আমার পুরুষ রতন,
বেরিয়ে গেছে ভোরের বেলা ফেলে এ রতন।
দিয়ে নথের নাড়া, দিইগো সাড়া, বেচতে আসি পান;
কত রং বে-রঙ্গের বাবু ভায়া চেয়ে চেয়ে যান;
দিয়ে দাঁতে মিশি, মুচ্‌কি হাসি, পান আছে পান খিলিওয়ালী॥

---

21917

আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা।
প্রাণ কেমন কেমন করে, বুঝ্‌তে পারিনা॥
আমি আসছি ধান দুর্ব্বা নিয়ে, মামুজি করবে বিয়ে,
ঢলাঢলি, গলাগলি করবো দুজন।
তোমার মুখখানি কি চমৎকার,
দেখে তোরে মাথা ঘোরে, হয় একাকার;
যদি ভালবাসিস, সামলে থাকিস, দিসনে গো
ভাই প্রাণে হানা॥

---

21887

পূরবী—আড়াঠেকা।

সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি॥
পঙ্কে বদ্ধ করে করী, পঙ্গুতে লঙ্ঘায় গিরি,
কারেও দাও ইন্দ্রত্ব পদ মা, কারে কর অধোগামী॥

---

21922

সাহানা—যৎ।

কি স্বপন দেখিলাম আজি ঘুমের ঘোরে।
কে যেন আসিয়ে মোরে আলিঙ্গন করে॥
মনে করি ধরি ধরি, ধরিতে নাহিক পারি,
আর কি পাইব আমি সেই মনচোরে।
সে আমায় ভাসায়ে গেছে অকুল-পাথারে॥

---

21888

রাগিনী সিন্ধু ভৈরবী—তাল ত্রিতালা।

ভালকে বাসতে ভাল কবে কে সাধ্যে আসে।
ভালটী দেখলে পরে সবাই তারে ভাল বাসে।
জলে কমল দেখলে সখি, দেখে তারে হতাম সুখি,
ঘুমের ঘোরে দিনমণি রাঙ্গা চ'খে ধায় আকাশে॥

---

21916

রাগিনী ভৈরবী—তাল খেমটা।

এবার বুঝি আমার ভাগ্যে পিরীত সইল না।
সাদা প্রাণে কালি দিলে তার তো ভাল হবে না॥
শুন ও গুণনিধি, আমি কি অপরাধি,
যার জন্যে করি চুরি সেই হল বাদী—
এত কোরে জোগাই মন, তবু তোমার মন পেলাম না।

---

Sm. Kironmoy Dassi.

শ্রীমতী কিরণময়ী দাসী।

**21823**

ইমন কল্যাণ—কাওয়ালী।

তোমার কোমল-প্রাণে জেগে আছে কি জানি কেমন আশা।
আশার আশে হয়না যেন নিরাশা-সাগরে ভাসা॥
উথলেছে যৌবন-জল, সদাই করে ঢল্ ঢল্,
মরমে বেদনা পায় হেরি আঁখি ছল ছল,
কি জানি কে পাবে সই, তোমার সুধার আবার ভালবাসা॥

---

**21824**

পূরবী—আড়াঠেকা।

ভালবেসে পাগল হ'য়ে দেখ লো সখি কোথায় যায়।
মনে করি ভুলি ভুলি, ভুল্‌তে লো কই পারি তায়॥
সেধে মন দেছ যারে, ভুলবে তারে কেমন ক'রে,
পিরীতের বিষম ফেরে, দেখলে বুঝি প্রাণ হারায়!
হা হুতাশ, দীর্ঘ শ্বাস দেখবি যদি আয়লো আয়॥

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী, ( ষ্টার থিয়েটার )

Sm. Hemanta Kumari, (Star Theatre)

BIJOYA PRESS, CALCUTTA.

চা-ওয়ালা। তোমরা চেকে নাও চিনে,
আসামের চা নয়কো আমার খালি দিই চীনে,
প্যাকিং করা মার্কা মারা নয়তো গো মাটী॥

পাঁউরুটী ওয়ালী। আমি কিনি রোলার মিল্,
যাঁতা ভাঙ্গা নয়তো ভুষি থাকে না এক তিল,
তাতে গড়া নরম কড়া ব্রেড্ পাঁউরুটী॥

চা-ওয়ালা। এচা তৈরি খুব ষ্ট্রং
কেটেল্ খুলে দেখাই ঢেলে আল্তা পানা রং
সুগার দেওয়া উড়ছে ধোঁয়া, কেনো এক বাটী॥

পাঁউরুটী ওয়ালী। খেলে আমার এ বিস্কুট
পিক্, ফ্রেমার আর হণ্টলে আমার
ক'রে দেবে ছুট্
এরারুটে গড়া বটে শোন্ গো কথাটী॥
চায়ে ফেলে খাওগো তুলে সুখ পাবে খাঁটী॥

---

Sjt. Kashi Nath Chatterjee &
Sm. Hemanto Kumary Dassi.

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও
শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী দাসী।

21807

পুরুষ। প্রেমের বিষম টান যায় প্রাণ মানময়ী
বাঁধন দেও খুলে।

স্ত্রী। নবরূপে উঠলো জেগে অনুরাগে
বঁধু হে কাঁদলে কি চলে॥

পুঃ। কাঁপছি নবমীর পাঁঠা ছেড়া লেঠা
মিটিয়ে ফেল সই।

স্ত্রী। ভেবে দেখি ও রসময় দেও হে সময়
এখন সময় কই॥

পুঃ। তবে আমি হাত পা মেলে ভাসি অকূলে।

স্ত্রী। কাজেই এখন তাই, পরে খুঁজে যদি পাই
সোহাগে আনবো হে তুলে॥

পুঃ। আমায় নিও হে তুলে।

স্ত্রী। সখা নেব হে তুলে॥

---

21804

স্ত্রী। আমায় রাখলে ধরে মায়ার ঘোরে
রাখি সবাই ঘিরে।

পুঃ। আমায় ডাকলে পরে দোকানদারে
চুমুক মারি ক্ষীরে॥

স্ত্রী। ( আমি ) শোকে চোখের জল আবার মুছাবার আঁচল।

পুঃ। আমি ছাগল দেখে, খিদেয় পাগল, ভাসি আঁখি নীরে॥

স্ত্রী। আমি মুখে হাসি, ঠোঁটে ভাসি, আমি ভালবাসাই ভালবাসি।

পুঃ। আমি টাট্‌কা বাসি পেটে ঠাসি প্রেমের খাতিরে॥

উভয়ে। তবে দুজনে দুদিকে যাই মন মেলে তো আসবো ফিরে॥

---

## COMIC. কমিক।

Sjt. Gopal Chandra Singha Ray.

শ্রীযুৎ গোপালচন্দ্র সিংহ রায়।

# কলিকাতা ফিরিওয়ালা।

প্রাতঃকাল হইতে রাত ১১টা পর্য্যন্ত অনেক জিনিষই বিক্রয় হয় প্রথমেই কি? গন্ধমাদনের মতন এক ঝুড়ি মাথায়, তার ব্যাটার বসন ভূষণও সেই রকম, সূর্য্যদেব উদয় হলেন আর তিনিও সেই হাজির হলেন "টিকে লেবে গো টিকে, তার পর ভাঙ্গা ছাতা আছে বিক্রী। লে ভাজা কলাই মুগ কলাই ড়হর কলাই ঘি চাই বোম্বাই আম ২ হাদি দহি ২ ইলিশ মাছ ২ ভাঙ্গা লোহা আছে বিক্রী।" এই হাজারি বাগ জেলার এক স্ত্রীলোককে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, লোহাওয়ালা পেতলের জিনিষ বলে ঘড়ি, ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেমন করে। এগে এ বুড়িয়া মাই অ্যাগে ফুটা চিজ বা, অ্যারে বাবুয়াচে অ্যাগে বহু অ্যাগে দস্তানা হোতে কার ঝুলি হতে ফুটলকে, তে করা দেকে নিমক লেতেনা (বৌ বলছে) আগে কাঁহা হোত্তই কেতনা নিমক দেতেই নিমক দেতে লিয়াও বাবুয়া লিয়াও তেনি নিমক মিলতা লিয়াও, তার পর মাগী ঐ বলতে বৌ নিয়ে এনে দিলে ভাঙ্গা গুল। ও ব্যাটা নিয়ে বল্‌ছে পেতলের জিনিষ কিছু নেই আছে এ বুড়িয়া মাই আগে পিতলকা চিজ নইঠৈবা। হাঁ হাঁ আগে বহুঃ বাবুয়াছে

ছোড়ে দেলহ থইনী কাটোয়ামে সেটায়াদেলহে সেটার দচুনাঠি তেকরে দে করকে নিমক লেতে না। আগে তেকরে চুনাটি কহে গো তেকরে ঘড়ি কহে এই রে বাপ ঘড়ি কেকরে কহে ঘড়ি হাম না দেখলেহে ঘড়িকা সেটাও কাটাওমেদেলেহে ঘড়ি ঠুন্ ২ বোলাতহে তেকব ঘড়ি কহে। রহত হাম লিয়কে দেহ তেই। যা মাইয়া যা। তার পরে ও ঠিক ভুগিয়েছে আর কি। ঘড়িটি নিয়ে এসে দিয়েছে ও ব্যাটা দেখলে ঘড়ি বল্লেলে মাইয়া আগে লে ২ তেনিসে নিমক যেয়াদা লে লে লে তে বহুত আচ্ছা চিজ বা পিতলকে। ও ব্যাটা নিয়ে ট্রামওয়ে করে লম্বা তার পর ছেলে এসেছে ছেলেকে বোঝাচ্ছে মাগী এ বাবুয়া তেহার থয়লি ছোড় দেলে সে চুনাটি কাঠোয়া মে সাটা দেলে তেকরা দে করকে নিমক লে লে হে বেটোয়া কেতনি নিমক দেলে বেটোয়া। হাইরে বাবা কেকরে চুনাঠি কহেগে। কব হাম থইলে খাতোগো। কাঁহা মিলা তেকরা হাম ঘড়িটী যাতে গো। হেইরে বাপ সে ঘড়ি যে ঘড়ি কাহা হার গো হামারা আঠায়া রূপিয়া লাগল, হায়রে বাপ হামার বাবুয়াকা ঘড়িয়া ভুলালেগেয়ে রাম আরে কোন গলিয়ামে ঘড়িয়া লেগেলে রাম হামর পিতলকা কঠোয়া কে কহল হামার আঠার রূপিয়া কা ঘড়িয়া লে গইল এ মাইয়া খোরায় গেল।

---

# মতি রায়ের যাত্রা।

প্রথম যাত্রাওয়ালা আসছে ; গাঁটরী বগলে ; একটি ছাতা আছে পুরাণ, তার ভাঁজে ভাঁজে ছিঁড়েছে, ময়লা এত ধরেছে যে ১৯ দিন আগুনে কেবল তেলটাই ওপরের পোড়ে, তার পর যদি

কাপড়ে গিয়ে লাগে। জুতো চটি জুপাটি আছে হাতে, তার গোড়ালির দিকটা খেয়ে গেছে, আর কল্‌কাতার রাস্তার কাদা যথেষ্ট লেগেছে প্রায় তিন পো দারাগ এক একটা, তারপর ওই যে কচুয়ানেরা ঘোড়াকে ঘাস খাইয়েছে না, দু চারিটি কাদার সঙ্গে উঠেছে, যেন জুতার ঝালর হয়ে পড়েছে আর কি। এই চটিজুতা হাতে, গাঁটরি বগলে, ছাতা হাতে, জলে ভিজে কাঁপতে কাঁপতে এসে হাজির; নোদে জেলার লোক। বাবু আমাদের সাজ ঘরটা কোন দিকে হয়েছে বলতি পারেন? ওই দিকে ঐ আস্তাবলের ঐ দিকে? ওরে বেশকারি, আরে পোষাক নিয়ে আর—পোষাক! এই মরেছে—ব্যাটা হনুমানের পোষাক এনে হাজির করেছে, আরে মহাদেবের পোষাক জটা আনবে না হনুমানের ল্যাজ এনে হাজির করেছে। খড়ি মাটী কোন দিকে? আজ্ঞে এই যে, ওরে ভাল হল না, একবার ত্রিনয়নের ছাপটা মেরে দে দিকিনি, দূর হতভাগা এযে ধেবড়ে গেলরে, দাড়ি গোঁপ কৈ, আঃ হাঃ হাঃ হাঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ এ কাররে, এযে থুতুর গন্ধরে, মরেছে ব্যাটা কোথাকার, ওরে বাঘ ছাল কৈ? আজ্ঞে এই যে, পেছন দিকে এঁটে ভালকরে ওরে জটাজাল আজ্ঞে এই যে, এই মহাদেব সেজে বেরুলেন আর কি। এক বড় লোকের বাড়ি গান হচ্ছে, আর মহাদেব সাজলেই ওঁদের ধারনা যে ভুঁড়ি বড় চাই, তা যাত্রা দলেত আর ভুঁড়ি পাবার যো নাই, ম্যালেরিয়া ভোগার দরুণ যে ভুঁড়ি তা প্রায় প্রত্যেকেরই আছে, গলা ছিনে হয়ে গেচে, পেট মোটা হয়েচে, মুখ খানির বাহার যেন খাঁজারা কাটিতে একটি আলু গেঁথে রেখেছে; এই নিয়েত চল্লেন, মহাদেব গিয়ে চেয়ারে উবেশন, একেবারে ধ্যানস্থ। মহাদেবকে বিভীষণ

খুঁজতে এসেছে—বিভীষণ সেও নোদে জেলার লোক; নোদে জেলার টানটা আছে। ওই যে অদূরে ঐ রক্তসন্নিভ শঙ্কর শূলপানী নিবেশন করে রয়েচেন, বলি তাঁ দেখ, আজ তুমি শঙ্কর হয়েকি অশঙ্কর হয়েচ, ভোলানাথ! আজ তুমি সেই ভোলানাথ হয়েকি অভোলানাথ হয়েচ, শিবহে: তোমার ললাটে যে অগ্নি রয়েচে, বলি অগ্নিতে কি লোকের জীবন নাশ হয় না? তোমার যে কণ্ঠে হলাহল রয়েচে বলি ও হলাহলে লোকের জীবন নাশ হয় না, শিধ শঙ্কর শঙ্কর শঙ্করে শঙ্কর এখন জুড়ীরা উঠেছে; হে শিব শঙ্কর,—তারপর একজন কাল মোটা জুড়ী বাঙ্গালা ৫এর মতন মুখ তিনি টান দিচ্ছেন আর কি, আঃ—বাকির উপর ঝোঁক গেল আর কি, তার পর আর একজনের আওয়াজটা ভাল; কারদানীর চোটে সব খারাপ হয়ে গেল। তার পর আর এক জনের আওয়াজ ধরে গেছে, যেন কে মাথার দিব্বি দিচ্ছে তিনিও রাগিনী দিচ্ছেন; শিব-রে—এ—এ—এ জিব টিব বের করে, তার পর একজন ওস্তাদ জুড়ি তিনি ও রাগিনী দিচ্ছেন;—শিব শঙ্কর—বেটা যেন কপাটি খেলার চু ধরে বসে আছে, শেষ কালে ৩ তিন জনে ৪ জনে, মিলে কামড়া কামড়ি, একবার আঃ আঃ আঃ তার পর আর একজন আঃ ৩।৪ জনে মিলে মারামারির লক্ষণ আর কি, তারপর বাড়ি ওয়ালা তাড়া দিচ্ছে বলে ভাল বেটারা—বেরো বেটারা।

---

# তর্জ্জা।

তর্জ্জা হচ্ছে, ঢোলের বাজনার সঙ্গে, হেদ্দো ভেড়ের ভেড়ে ২ ব্যাটার মুখটা পাতি নেড়ে—২ দেখসে ও—৩ ঠাকুরদার বিয়ে দেখ ধুচনি মাতায় দিয়ে, দেখ ঠাকুরদাদার বিয়ে, ধুচনি মাথায় দিয়ে! দাদা গাই দেখসে গরুতার কি দেখবো—২ গুরুদাসপুর গুপিনাথপুর—৩, ধিনতাকের ব্যাটা তিনি তাক—৩, তোর মা রেধেছে পুঁই শাক, আমি দিতে থাকি, তুই খেতে থাক—৩ গুরুদাসপুর গুপিনাথপুর—২, গুগলি ঝিনুক ঝাক—৩, বন্দিলাম কালীঘাটে করপুটে করালবদনী, তিনসা—২, এই পর্য্যন্ত বাবুগো আমার বন্দনা শেষ হ'ল, কাজের কথা কিছু ওগো মনে পড়ে গেল, তেনা—লক জি ঝিম—৩ বাবু ভেড়ের ভেড়ে ব্যাটা মরেছে চাপান দিয়ে গেছে ও চাপানের চোটে বাবুগো, আমার হাঁসি যে পেয়েছে, বোষ্টম মতে তরজা পনা কেমন করে হয় সেইটে বল্লেই চাপান বুঝতে পারি যে মশায় কোন খানেতে জগৎ কর্ত্তা হরি নাম না হয়, এই পাজী ব্যাটা এমনি Question করেছে মহাশয়, ওগো বষ্টম মতে তর্জ্জাপনা বাবু অনামিকা থেকে হয় ওগো তর্জ্জনীর মূলে গিয়ে শেষ হয় যে মশয় ও বাবু তাহলেই ঐ যে দুই ঘর বাকি রইল ও গো তা হলে জগৎ কর্ত্তা হরির নাম না গেল, তবে ভেড়ের ভেড়ে ব্যাটার এইবার চাপানের জবাব হলো। তবে এই খানেতে আমার তর্জ্জা সাঙ্গ করলে হয় ভাল। তবে দুটো একটা কথা বাবু, ঐ দশের কাছে কই, যদিও একটা ভুল হয় তাতে আমি অপরাধি যে নই। ওগো

দুটো একটা মধ্যে, মধ্যে গরমিল হয়ে যাবে, বাবু বি, এ পাশ করা তর্জ্জাওয়ালা বাবু গো কোথায় পাবে। ভেড়ের ভেড়ে ব্যাটা যে চাপানি দিয়ে ছিল বারোয়ারীর আসর হলে এবার জবাব দিতাম ভাল! হনুমানের প্রিয় বস্তু পুড়িয়ে মেরে দিতাম, বারোয়ারীর আসর হলে ভাল করে বুঝে নিতাম।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

# বেকা রেকর্ড গীতাবলী।

## দ্বিতীয় খণ্ড।

# বেকা রেকর্ড গীতাবলী।

---

**Late S. C. Banerji.** ৺ শরচ্চন্দ্র ব্যানার্জ্জি।

**21050.**

ইমন্ কল্যাণ আড়াঠেকা।

সরোজ বাসিনী সুহাসিনী সুহাসিনী বাকেরি ঈশানী।
ত্বং হি তন্ত্র ত্বং হি মন্ত্র, ত্বং হি বীণা বাদ্য যন্ত্র,
কে জানে তোমার অন্ত, ভবের ভামিনী।
সাকারা সুন্দরী সতী, শুভ্র বর্ণা স্বরস্বতী,
কে জানে তোমার গতি, কৈবল্য দায়িনী।

**21051.**

কেদারা কাওয়ালী।

মঙ্গলারি কারণে।

মঙ্গলারি অমঙ্গল হেরেছি কাল কুস্বপনে।
শীব তো পাগল জামাই, সর্ব্বাঙ্গে মাখেন ছাই,
উমারে মাখান তাই, লয়ে ফেরে শ্মশানে।
শ্মশানেতে চলি চলি, উমা মা হয়েছেন কালী.
এলায়েছেন কেশগুলি, শব শীব চরণে।

21001. সিন্ধু কাওয়ালী।

জানিয়ে প্রাণ তোরে, যে ভালবাস আমারে,
জানাতে হবে না আর, জেনেছি সব ব্যবহারে।
আগেতে করিলে প্রেম, সাধিয়ে তুষিলে মন,
এখন কর অযতন, সকলি কপালে করে॥

210 2. হাম্বির ঢিমে তেতালা।

আর কবে দেখা দিবি মা হর রমা।
ফুরাল মা ভবের খেলা, জর গো মা এই বেলা,
দিন দিন তনু ক্ষীণ, ক্রমে আঁখি জ্যোতি হীন,
এখন না এলে পরে, পরে কি চিনিব শ্যামা।
খাওয়ায়ে সাজায়ে মাগো, করেছ কত যতন,
কেবল মাত্র শুনি তারা, জানিনা মা রূপ কেমন,
সন্তানের চোখে ঠুলী, তুমি ত দিয়েছ কালী,
ভেবে তনু হ'লো কালী, আসিয়ে দেখনা শ্যামা॥

21003. সিন্ধু ভৈরবী খং।

জগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে, মোহিত জগত জন।
হেন সাধ্য কার, তোমারি মায়ার, তত্ত্ব করে নিরূপণ॥
সংসার খেলনা দারা সুত দিয়ে,
ভুলায়ে রেখেছ (তুমি মা,) মোহিত করিয়ে,
(তুমি) দিয়েছ যে খেলা খেলি মা দু'বেলা, তাইতে হেলা নিত্য ধন।
ইচ্ছাময়ী তুমি তোমার ইচ্ছায় সব হয়,
কে জানে মা তোমার মহিমা—
তুমি নিয়ে যাও যে পথে, যাই মা সে পথে, মোহে অন্ধ জগ জন॥

শ্রীরাগ আড়াঠেকা।

21004.

পিয়া সনে উপবন মাঝে বিহরে,
কৌতুকে কুসুমচয় বরণ ক:র ॥
নাহিক রূপের শেষ, ধীর বিলাসের বেশ,
শ্রীরাগ শিশিরে ঋতু, শোভিত করে ॥

---

**Abinash Chander** অবিনাশচন্দ্র।

21005.

( স্বদেশী )

মায়ের ক্ষেতে ফলে পাকা সোনা, যেন মাণিক ঢালা।
মায়ের ঘরে ঘরে দেখ গিয়ে রতন প্রদীপ জ্বালা ॥
( মোদের সোনা মা )
মায়ের মুখের হাসি রাশি ফুটে জোছনায়,
মায়ের কনা আঁচোর চুরি করে মলয় বায়,
মায়ের দশভুজে শোভে দশ প্রহরণ,
দুই পদে করেন মা তা অসুরে দলন,
এস, সপ্তকোটী কণ্ঠে গাই মায়ের নাম গান,
মায়ের চরণে সঁপিব আমরা সপ্তকোটী প্রাণ,
( আমরা মায়েরি সন্তান )
আমরা মা, বিনা কারেও জানিনা,
মা আমাদের সোনা, ( মোদের সোনা মা ) ॥

21006. ( স্বদেশী )

এনেছি দেশী সিগারেট, পরখ করে দেখ দেখি একটা প্যাকেট।
দেশী মান্দ্রাজী তামাক, খেলে হবেগো অবাক,
আবার সুগন্ধে মন উঠবে মেতে থাকবে নাকো চেট॥
দেশের জিনিষ আদর করে খাওনা সবাই ভাই,
আর বিদেশীতে কাজকি তোমার ছাড়না বালাই,
দেশে আর অভাব কিছু নাই,
এখন যা, চাবে, তা ঘরেই পাবে, ক্রমে ক্রমে সবই হবে,
আর দেশের লোকের রুটী মেরে ভরিওনা বিদেশীর পেট॥

21007. রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

কালীনামের গণ্ডি দিয়ে আমি আছিরে দাঁড়ায়ে।
কটু বলবি সাজা পাবি শমন, মাকে দিব কয়ে,
সে যে কৃতান্ত দলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
শোনরে শমন তোরে কই, আমিতো আটাশে নই,
এযে ছেলের হাতে মুয়া নয়, খাবি ভেব্বী দিয়ে॥

---

## D. N. Bagchee, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচি

21017. ভৈরবী—কাওয়ালী।

কানাই বলাই দুটী ভাই।
একটী কালো একটী গৌর তাদের রূপের তুলনা নাই।
জলধর ধর পাশে, বলাই বিজলী হাসে,
আমি মন প্রাণ উল্লাসে ঐ চরণে প্রাণ লুটাই॥

## স্বদেশী

21018.

ইমন—একতালা।

ছন্দে ছন্দে নব আনন্দে গাওরে বন্দে মাতরম্।
সদা সত্য স্নিগ্ধ শুদ্ধ বলরে বন্দে মাতরম্॥
সকল ভারত বল বিধায়িনী, বাণী বন্দে মাতরম্।
ভজনে সাধনে শয়নে স্বপনে সাধরে বন্দে মাতরম॥
দিব্য চক্ষে ঐ যায় দেখা,　বিদ্যুতাক্ষরে জলদে আঁকা,
বিধির আদেশ কররে পালন ভজরে বন্দে মাতরম্॥

21019

ঝিঁঝিট—একতালা।

কেন কাঁদ যামিনী।
কি বেদনা বল আমি অভাগিনী॥
কেন গো মলিন বেশে,　তারা শশী বুঝি নাহি আসে,
আমি উন্মাদিনী জনম দুঃখিনী॥

21020,

তুর্ক—জলদ একতালা।

ছি শঠ লম্পট দিতেছ চম্পট নিপট কপট কালিয়ে।
আমারে ফাঁকি দিয়ে,　ধুমড়ী খুঁকী নিয়ে,
বেড়াও দুপুরের রোদে খেলিয়ে॥
পিরীতে ধিক্ থাক্,　ওরীতে ধিক্ থাক্,
তোকে ওলো ধিক্ থাক্ ছি,—
যমুনার জলে নেবে,　ছুটোতে মর ডুবে,
রাধার বালাই বাক্ চলিয়ে॥

21021. সিন্ধু—খং।

একা এসেছি একা চলে যাব ধারী নাকো কারো ধার।
ভবের হাটে, হেঁটে হেঁটে অস্থি চর্ম্ম হলো সার॥
সংসারে যাতনা, ভুগিতে হবেনা,
ব্রহ্মপদ হৃদে কররে স্থাপনা,
ও তোর ঘুচিবে যন্ত্রণা, পূরিবে কামনা,
সদা রাহিবে হৃদে শান্তির ধার॥

21022.

পিলু বারোঁয়া।

ওগো সেইতো আমার বর।
বলদা চাপা নেংটা ক্ষেপা ভোলা মহেশ্বর॥
খুজে পাই মা বিল্বদলে, দিছি হার হরের গলে,
আর কেন মা আবার কেন মিছে স্বয়ম্বর।
ক্ষেপার সনে ক্ষেপী হ'য়ে করবো সুখে ঘর॥

21024.

সুরট মল্লার—খং। (কীর্ত্তন)

কই কৃষ্ণ এলো কুঞ্জে প্রাণ সই।
দেরে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে, রাধা জানে কিগো কৃষ্ণ বই।
ছি ছি করে মান সখি মরি মরি,
ছিল কোথা গেল এনে দেলো হরি,
আমার কালাচাঁদ প্রাণের প্রাণের সাধ,
সই কি জাননা কৃষ্ণ আননা
ব'লো ব'লো তারে রাধা প্রাণে মরে,
আমি কালা বিনে রইতে পারি কই।

21023.

বেহাগ খাম্বাজ।

সে কেন চুরি করে চায়
লুকাতে গিয়ে হাঁসি হেসে পলায়॥
বন পথে ফুলের মালা, ফেলে দুলে করি খেলা,
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়॥
কি যেন গানের মত, বেজেছে কানের কাছে,
যেন তার প্রাণের কথা আধেক খান শোনা গেছে,
পথেতে যেতে চ'লে, মালাটী গেছে ফেলে,
পরাণের আশাগুলি গাঁথা আছে তায়।

21025.

খাম্বাজ—যৎ।

( আমার ) মন যদি যায় ভুলে।
তবে বালীর শয্যায় কালী নাম দিও কর্ণমূলে॥
এদেহ আপনার নয়, রিপু সঙ্গে চলে.
আনরে ভোলা জপের মালা আমি ভাসি গঙ্গাজলে।
ভয় পেয়ে রামকৃষ্ণ ভোলার প্রতি বলে,
আমার ইষ্টি প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে॥

21026.

সিন্ধু ভৈরবী।

নেবে দাঁড়া মা চাপনে মলো বাবা।
খাপ খোলা অসি হাতে পদপরে জবা॥
বৃন্দাবনে রাজা ছিলে, ব্রজাঙ্গনার মন ভুলালে.
মথুরাতে পালিয়ে এলে প্যারী হলো হাবা॥

21027.

সিন্ধু—খং।

শ্যামের কথা শুনে হাঁসি পায়।
কালশশী যাবে কাশী ভস্মরাশি মেখে গায়॥
শ্যাম তুমি যাবে কাশীতে, কি বলিবে কাশীবাসিতে,
প্রবেশিতে কাশীধামে কাশীনাথ ঐ পড়বে পায়॥

21028.

ভৈরবা খেম্‌টা। (কমিক)

আমি নিতুই নিতুই ঘুরি ফিরি তোমার কানাচে।
(তুমি বোঝনা আঁচে)
(তোমার) সোনার পায়ে রূপোর পাঁজর, করে মধুর ঝমর ঝমর,
ঐ পাঁজরের ঘুমুর হলে প্রাণটা কতক বাঁচে।
(তোমার) খাসা চখের ভাসা চাওনি; আশায় আশায় দেখি ধনি,
চিন্‌লেনাতো চাঁদ বদনি, তোমার ঢাল্লা কি ছাঁচে॥

---

P. C. Sen, প্রবোধচন্দ্র সেন।

21035.

বারোঁয়া মিশ্র।

মাসি বলে ডাকছে তোকে বোনপো তোর।
উঠে বোস ও মালিনী ভারি তোর কপালজোর।
জানি না আগে মোরা চাঁদের পাড়ার গুণমণি।
উঠে বোস ও মালিনী ধন্য তুই হিরেমণি।
ভারি তোর কপালজোর।

21036,

ভূপালি।

বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ।
সকলি যে স্বপ্ন বোলে হতেছে বিশ্বাস।
চন্দ্রাবলির কুঞ্জে ছিলে, সেথায় তো আদর নিলে।
এরি মধ্যে মিটল কিহে প্রনয়েরি আশ।
এখনত রয়েছে রাত এখন ত হয়নি প্রভাত।
এখন এ রাধিকার ফুরায়নিত অশ্রুপাত।
চন্দ্রাবলির কুসুম সাজ এখান কি শুথাল আজ
চকর হে মিসিল কি চন্দ্র মুখের মধুর হাস।

21037.

খাম্বাজ।

ভালবাসি সবাই বলে বাসতে ভাল কজন জানে।
ভালবাসা হৃদয়ের ধন যে বেসেছে সেই জানে।
সরল প্রাণে দিয়ে ব্যথা আপনি থাকে যেথা সেথা।
বলে ভালবাসি সদা বাসে কিনা সেই জানে।

21038.

কীর্ত্তন। ( প্রতাপাদিত্য )

তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম সুতমিত রমণী সমাজে।
তোঁহে বিস্মরি মন তাহে সমাপনু অব মঝু হব কোন কাজে।
মাধব হাম পরিনাম নিরাসা তুঁহু জগ তারণ
দীন দয়াময় অতহে বিশরি মন আশা।

21039. পিলু।

যশোদা নাচাত তোরে বলে নিলমনি।
সে বেশ লুকালি কোথা করাল বদনী ( শ্যামা )।
গগণে বেলা বাড়িত, রাণী কেঁদে আকুল হত,
( একবার তেমনি তেমনি তেমনি করে নাচ দেখি মা, )
( অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে একবার নাচ দেখি মা ; )
( মুণ্ডমালা ফেলে বনমালা লয়ে একবার নাচ দেখি মা, )
সে বেশ লুকালি কোথা করাল বদনী শ্যামা।

21040. ঝিঁঝিট।

হরি দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপা বিন্দু বিতর।
আমার হৃদ বৃন্দাবনে কমলারি সনে মন প্রাণ সনে বিহর।
নয়ন মুদিয়া চাহিয়া থাকি, অথবা যেদিকে ফিরাই আঁখি'
নয়ন হেরিতে ওরূপ দেখি অপরূপ মনহর'
এই কর হরি দীন দয়াময়, তুমি আমি যেন দুটী নাহি রয়,
জলেরি তরঙ্গ জলে কর লয় চিৎঘন শ্যামসুন্দর।

---

## J. L. Dutta. জহরলাল দত্ত।

21044. ভৈরবী কাওয়ালী।

আমি জেনেছি গো কালী তোমার যেমন মন।
আশুতোষের হয়ে প্রিয়ে হইলি কৃপন।
আশুতোষের হয়ে দারা, ধরেছ কি বাপের ধারা,
তাই বুঝি ভুলিলি তারা, শিবের বচন।
কমলে কণ্টক আছে, রাঙা পায়ে বাজে পাছে,
এই হেতু যদি গো শ্যামা, না দিবি চরণ।

**21045.**

সিন্ধু ভৈরবী।

তারিণী আমায় তারিতে হবে।
তুমি না তারিলে তারা দীনের গতি কি হবে।
যে জন ভজন জানে, তরে গো সে নিজগুণে,
যে জন ভজন হীন, বল তার উপায় কি হবে।

**21046.**

ভৈরবী।

এই সময় তারা তোমায় নিবেদন করে রাখি।
অকৃতি অধম বলে অন্তিমে দিওনা ফাঁকি।
যখন আসবে রবিসুত, পাঠাইবে নিজ দূত
পলাইবে পঞ্চভূত, বিকট আকৃতি দেখি।

**21047.**

ভৈরবী টোরী।

বারে বারে ডাকি শ্যামা কোথা গো মা ও চঞ্চলা।
রক্ষা কর মা রক্ষা কালী কোথা মা সর্ব্বমঙ্গলা।
ভবেতে পাঠালি মোরে, পুনঃ না চাহিলি ফিরে,
কে জানে এমন হবে, সাংসারেরি এতজ্বালা।

**21048.**

পূরবী।

গোপাল গৃহেতে এলি দিবা অবশান কালে।
খাও ক্ষীর স্বর নবনী আছে ঐ স্বর্ণথালে।
আমি মা তোর নন্দরাণী, কোলে আর বাপ ও নীলমণি,
পূজে হর কাত্যায়নী, পেয়েছি বাপ তোরে কোলে।

21049. (বিদ্যাসুন্দর।

আমি সাধ করে কি কাঁদি আমার ঠাকুর ঘরে ইঁদুর নাদি।
লক্ষ টাকার হীরের গহনা চেয়ে বসেছে গন্ধখাদী।
গোপাল এসে বসল খাটে, সে খাটে কি তোমায় খাটে,
জুনিপোকা হাটের আলো, গোলাম নে যায় বাদসা যাদি।

A. P. Chatterji, অভয়াপদ চ্যাটার্জ্জি।

21085. মিশ্র হাম্বির—( কমিক )।

মিঁশ দাঁতে শাঁখা হাতে প্রণয় চলেনা।
কস্তাপেড়ে শাড়িতে আর ভাতার ভোলেনা॥
সিঁতেয় সিঁদুর দিলে পরে, ভাতার বাবু রেগে মরে,
পাছে মাথায় টাক ধরে, তাইতে সিঁদুর পরেনা॥
হেঁসেল ঘরে গেলে পরে, প্রণয় যাবে চুলোর দোরে,
বাটনা বাটা কুটনো কোটা তাওতো প্রাণে সবেনা॥

21086. ( কমিক )

কেঁদে জয়নাল বলে ও ছলিমের মা
তোর হালিম চাচা কেন আইল না॥
ঘর বন্দন দোর বন্দন আর বন্দন কড়িকাটের সিকে।
তার মধ্যে বসে আছেন প্রভু চামচিকে॥
কত কেরামৎ জানরে আল্লা কত কেরামৎ জান।
মাঝ দরিয়ায় ফেলে জাল ডাঙ্গায় বসে টান॥
আনাজের মধ্যি কচু খেলাম শাকের মধ্যি পুঁই।
মেয়ের মধ্যে জয়কের মা, পুরুষের মধ্যি মুই॥
সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ের কুবুদ্ধি ঘটিল।
ব্যাসাতির মধ্যি দুগ্ধ রাখি পীরকে ফাঁকি দিল॥

21087.

( কমিক )

লেখা পড়ায় দরকার কি।
ইংরেজিতে এলে, বিএ, পাশ করেছে ঠাকুরঝি ॥
মুখুজ্জেদের শরৎশশী কুসুম কামিনী,
এরা জজের কেরাণী ( মরি হায় )
আবার লাট কৌন্সলির মেম্বর হবে গো
ঐ মিত্তিদের সেই বিরাজি ॥
রেশ্‌মী কোট আর কুসমি রংএর ধুতি পরণে,
চীনের জুতো চরণে, ( মরি হায় )
আবার কি শোভা পায় এলবার্ট চেনে গো
ষ্টীকনের ওপর মল ছগাছি ॥
দাদার কষ্ট করতে নষ্ট ত্যজে নারীর বেশ,
বউ পরেছেন মিলিটারি ড্রেস ( মরি হায় )
আবার বিলেত যাবেন সভ্য হবেন গো
সিভিল সার্‌ভিস্‌ পাশ করিবেন শুনিতেছি ॥
মনে মনে হচ্ছে গো এবার আমার কোপ্‌,
মেজদিদি ধরবেন এবার ষ্টেথিস্কোপ ( মরি হায় )
আবার বগলে দে থারমোমিটার গো,
ঐ নোট করিবেন ক ডিগ্রি ॥

21088.

আমোদ। ব'ল কোথায় গো! নবীন-নীরদ বরণা, কালমাণিক কেলে সোনা! বলি দিনরাত কি রন্ধন শালায় থাকবে? একবার এদিকে এস।

শশাংক। আহা ডাকের ছিরি দেখ! কাল বলে যদি এত হতচ্ছেদ্দা তবে ছাঁদনাতলা থেকে ফিরে আসতে পা নি, বিয়ে করতে গিছলে কেন?

আযোধ। আচ্ছা কাল বলে অত চট কেন? কালর কত গুণ তাত' জাননা? আচ্ছা শ্রবণ কর, কালোর কত গুণ আজ তোমায় শ্রবণ করিয়ে দিই। কাল অমনি একটা ফেল্না জিনিষ নয়।

গীত। (কামক)

কালর আদর যে না জানে সংসারে তার মরণ ভাল।
কালোর আদর জেনে রাধা কালার হাতে প্রাণ সঁপিল॥
কালিন্দী যমুনা কূলে, কালা দাঁড়িয়েছিল কদম তলে,
কালরূপের মোহন ছটায়, গোপিনী সব পাগল হল;—
কাল মাগীর কাল রূপে ঐ শিবের মুণ্ড ঘুরে গেল॥
কাল কোকিল ডাকলে পরে. তার স্বরে যেন সুধা ঝরে,
যুবতীর প্রাণ কেমন করে ঐ কালর ডাকে হয় পাগল;—
যখন নারী নানা ছাঁদে, কাল চুলে খোপা বাঁধে,
কত পুরুষ পড়ে ফাঁদে ঐ কাল দেখেই প্রাণ আকুল॥

---

A. L. Dey, অমর লাল দে।
21089. আলিয়া।

সদানন্দ পিতা আমার মা আনন্দময়ী তারা।
আমি শুধু নিজদোষে সদা নিরানন্দ থাকি।
ডাক্যার মত করে পারিনে ডাকিতে, তাই বুঝি তারা পারনি শুনিতে,
যদি শুনতে পেতো এসে কোলে নিত,
দয়াময়ী আমার নয়কো তেমন ধারা॥

21090. ভৈরবী টোরী।

(ওরে) যেতে হবে আর দেরী নাই।
পিছিয়ে পড়ে রবি কত সঙ্গিরা সোর গেল সবাই।
আয়রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে এসেছেরে,
পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস্ রে ভাই।
খেলতে এলে ভবের হাটে নূতন লোকের নূতন খেলা।
হেথা হতে আয়রে সরে, নইলে তোরে মারবে ঢেলা,
নাবিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা আর এক দেশে চলরে সোজা,
সেথা নূতন করে বাঁধ্‌বি বাসা নূতন খেলা খেলবি সেথাই॥

---

M. N. Ray, মন্মথনাথ রায়।

21107. খাম্বাজ। (বিদ্যাসুন্দর)

একটুখানি পাশ ফিরেছি সারা নিশি মালা গেঁথে।
কে তোরা এলি আমার কাঁচা ঘুমে ঘুম ভাঙ্গাতে॥
রাগ করেছে রাজবালা, যেতে হবে কাল সকালা,
মনহরা বনফুলের মালা, গেঁথেছি যে নিজ হাতে॥

21108. ভৈরবী। (কমিক)

উলুকুটু ধুলুকুটু নলের বাঁশী, নল করেছে একাদশী,
একা নল পঞ্চদল, কে খাবিরে কামার শাল,
কামার মাগির ঘুটঘুটুনি, তার উপরে তিলক পানি,
তোল তোর মাথার পাগ, বেরুল দুই বানর বাঘ,
বানর বাঘ খায় কি, হাম কুচ্ কুচ্ কম্‌লে গাইয়ের ঘি,
শাক সেতল পানা পিতল নব নদীর কূলে হাটু॥

21109.

ভিমপলশ্রী।

যত রকম ডাল আছে এ সংসারে
কলাইয়ের কাছে সব শালা হারে।
আমরি কি মজা হয় আহারে
যেন টিকি ধরে জুতো মারে॥

খেশারি মুশুরি মুগ অরহর ছোলা,
গরিবের পক্ষে আখাম্বা আছোলা,
ঘি মশলা না দিলে
গলায় যায় না গেলা, পাতলা হ'লে খায় না নরে॥

অনাহুত অতীত জামাই কুষটু এলে,
গরম গরম ফেন ডেলে দিলে ঢেলে,
যোগে জাগে দীনের দিন যায় চলে,
সংক্ষেপে সম্ভ্রমে চলে।

দিশি জাফরান হলুদ যাকে বলে,
জলে গুলে তার এক বিন্দু মিলে
আদা লংকা হিংএ রিফাইন হলে,
সে সৌরভে কে রবে ঘরে॥

বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, হুগলী, বীরভূমে যত লোক,
কলাই মন্ত্রে তারা বলে উপাসক,
কোন কালে কেহ ভোগে নাকো রোগ,
সদা থাকে সুস্থ শরীরে॥

শীলে বেটে যদি গড়ে বড়া বড়ি,
কালিয়ে কাবাব যায় গড়াগড়ি,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, বাসব স্বর্গপুর ছাড়ি,
হাঁড়ি হাতে ক'রে দাঁড়ান দ্বারে ॥

তাতে যদি হয় টকের মাছের যোগ,
ভরণী নক্ষত্রে পায় মূলা যোগ,
পেটে যেন ঢোকে ভস্ম কীট রোগ,
সে যোগ কেউ কি মারতে পারে ॥

খাসীর খাসা মাসে অনাটন হ'লে,
অনায়াসে মাশ কড়াই গোঁজা চলে,
ভুঁড়ি মোটা বাবু ক'রে তুলে ফেলে,
মহা বায়ু পিত্ত পলায় দূরে ॥

এমন ধারা ডালে যে দোষারোপ করে,
কবি বলে তারে পাঠাই দ্বীপান্তরে,
মাংশ তুল্য গুণ মাশ কলাই ধরে,
শীব লিখেছেন তন্ত্র সারে ॥

21110

ভৈরবী।

তবে এই নাও মোহন চূড়া বাঁশরী।
এই নাও মোহন চূড়া, এই নাও পীত ধড়া,
এই নাও বনমালা, সুন্দরী ॥
কপালে যা ছিল লেখা, এই দেখাতে হ'ল দেখা,
আর হবে না দেখা, রাই কিশোরী ॥

**21111**

ভৈরবী।

তোরা কে নিবি আয় বিনা মুলো বিমল ভাব কিনসে।
এ কালে ও কালে ত্রিকালে কালে জিনসে ॥
মিন্‌সে নাকি মাগি হ'লো, মাগি নাকি মিন্‌সে,
চিনলে মিলে চিন্ময় রূপ, তোরা চিনসে তোরা চিনসে ॥
হ'লো নীলকণ্ঠের মন উৎকণ্ঠ অতি ভেবে ভেবে ক্ষীন সে,
যে দিন সে ভাবের উদয় হবে, সব দিনের এক দিন সে!

**21112**

খাম্বাজ।

( জয় ) জগৎ জীবন জগবন্ধু কৃপাময় করুণা সিন্ধু।
শুনেছি পুরাণে কয়, পুনর্জ্জন্ম নাহি হয়, হেরিলে তব মুখ ইন্দু॥
লীলা করেন নারায়ন, নীলাচলে অনুক্ষণ, সঙ্গে ভদ্রা বলভদ্র সুদর্শন,
বসে প্রভু শ্রীমন্দিরে, রতণ বেদির উপরে,
মোক্ষ ধাম ক্ষেত্র ধাম দক্ষিণেতে সিন্ধু।
ধন্য সে অক্ষয় বট, ধন্য সে উড়িষ্যা মঠ,
নাহি তথা খল শঠ, কপট লম্পট;
ধন্য সে আঠার নালা, পুরী মধ্যে লক্ষ্য শীলা,
আনন্দ বাজারে মেলা, মিলি ভাই বন্ধু।
ধন্য সে উড়িষ্যা দেশ, নাহি যথা দ্বেষাদ্বেষ
বর্ণ ভেদ করে নাক সকলেতে বন্ধু;
চণ্ডালে আনিলে অন্ন, বিপ্রেতে করে মান্য,
জগবন্ধু ধন্য ধন্য দরিদ্রের বন্ধু।
এ ঘোর ভবাব্ধি বারি, হেরি হরি ভয়ে মরি,
ত্যজ ছল-বল বল কিসে তরি সিন্ধু;

তোমার কটাক্ষ হ'লে,　তত্র বারি অবহেলে,
যাহু ভুলে যাই চলে বোধ করি বিন্দু॥
কখনও বা বৈকুণ্ঠে,　কখনও কালিন্দির তটে,
কভু যশোদা নিকটে, যুগল কর পুটে;
কখন বা কুরুক্ষেত্রে,　কখন বা শ্রীক্ষেত্রে,
কখন বা বট পত্রে, ক্ষারোদ সিন্ধু।
কৈবল্য অমূল্য ধন,　ব্রহ্মা পাইবার কারণ,
কুকুর বদন হতে লয়েন এক বিন্দু;
আপনারে ধন্য মানি, আপনি সেই পদ্ম যোনী,
করিয়ে যুগল পান কহে খগ ইন্দু॥

---

## C Banerji,　সি, ব্যানার্জ্জি।

21113　কাফি সিন্ধু—খং।

মিনতি করি হে কালাচাঁদ আমায় মেরোনা পিচকারি—
আমায় আজকার মত বিদায় দাও শ্যাম, কাল খেলব হোরি
শাশ, ননদী সদা প্রতিবাদী, সদা বলে কলঙ্কিনী রাইকিশোরি,
আমি এসেছি যমুনায় নিতে জল রাঙ্গাওনা নিলাম্বরি॥

21114　বারোঁয়া খেমটা।

যাদু আড়নয়নে মুচ্‌কি হেসে আর মেরনা আমারে।
যদি না পারবে ভাল বাসা দিতে,
তবে কেন সরল প্রাণে দাগা দাও প্রাণ জোর কোরে॥

তুমি মনমত ধন লয়ে, থেক চাঁদ চেয়ে,
তোমাদের প্রেমের কথা কিছু আমি শুনতে আসবো না ;
আমি থাকব দূরে দূরে তোমার কাছেতে যাবনারে,
শুধু চাঁদপানা ঐ মুখখানি দেখব ঘুরে ফিরে ॥
তুমি হাসি পানা মুখটী নিয়ে দেখা দিও মোরে ॥

21115 খাম্বাজ ঠুংরি।

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে আর যেওনা।
তোমায় ভালবাসি তাই, শুধু চোখের দেখা দেখতে চাই,
থাক থাক বলে ধরিয়ে রাখিব না ॥
পিরিত ভেঙ্গেচে ভেঙ্গেচে তায় লজ্জা কি,
এমনত পিরিত ভাঙ্গাভাঙ্গি বঁধু অনেকের দেখি,
( আমার ) কপালে নাই সুখ, বিধাতা বিমুখ,
আমি সাগর ছাঁচিয়ে কিছু মানিক পাবনা।
এখন তুমি যাতে ভাল থাক আমারই সেই ভাল,
না হয় গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেল,
তুমি রাগে কর ভর, আমি তো ভাবিনা পর,
তুমি চক্ষু মুদিয়া আমায় দুঃখ দিওনা।

21116 মল্লার কাওয়ালী।

সাধের এ ঘুমঘোর কভু কি ভাঙ্গিবেনা।
কাল বিছনায় শুয়ে, আশার চাদরে ঢাকা,
কতদিন কেটে গেল বিবেক রজক ঘরে তারে ধুয়ে লওনা।
বিষয় মদ খেয়ে, আছ তুমি মাতাল হ'য়ে,
সে মদের ঘোর কিরে কভু কিরে ভাঙ্গিবেনা

কোলে করি আছ শুয়ে কামনা স্বরূপা মেয়ে
তারে ছেড়ে বারেক তুমি পাশ ফের না।
কিছার ঘুমখানি, যতনে সেধেচ তুমি,
সুখের রজনী কিরে কভু ভোর হবেনা॥
কিন্তু এ ঘুমঘোরে, মহা ঘুম ঘেরিবে তোরে,
তা হলে চেতনা যেদিন আর তুমি পাবেনা॥
তখন প্রাণের বাছা গুলি, প্রিয়ারও আকুল বুলি,
ডেকে ডেকে আর তোমায় জাগাতে পারবেনা।
এখন ফিরে যাবার বেলা হল, আর কেন ঘুমাও বল,
সময় থাকিতে কেন হরি হরি বলনা॥

21117. কাওয়ালি।

করাল বদনী কালী কপালিনী কালিকে,
করুণা করিতে কেন কৃপণতা করগো সুতে।
দনুজ দলনী দয়াময়ী দাক্ষায়নী,
অম্বরণ জনের স্মরণ সুখ দায়িনী,
পরমা প্রকৃতি পরমেশ্বরী মোহিনী,
হেম ভূধর দুহিতে॥
চতুরানন পঞ্চানন গুনগায়, ঈষৎ তব লীলায়,
শচিপতি হয় যায় দশশত বদন প্রণত সদা যার পায়,
কি ভার তোমার রাম শঙ্করে তারিতে॥
জগত জননী জগদীশ্বরী যা কর,
যক্ষেক জমায় জীবন রূপে বিহর,
অখিল ভুবনে যত সুরাসুর নাগনর তুমি সব, সব তোমাতে।

21136.

যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা
চোখের দেখা দিতে এসোনা।
ভাল বেসে যদি দুঃখ পাও সখা
পায়ে ধরি ভাল বেসোনা॥
সারাটী দিন আমি একলা বসিয়ে চেয়ে রব ঐ পথের পানে ;—
সারাটি রজনী একলা জাগিব চাঁদ জাগিবে আমার সনে.
যাহা চাও সখা দিব ফিরাইয়ে স্মৃতি টুকু ফিরে চেওনা॥

---

H. C. Sen, হেমচন্দ্র সেন,।

21123.

কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদর।
কায়ঃ প্রাণে ন সম্বন্ধ কাকস্য পরিবেদনা॥

সরলার্থ।—

কস্য মাতা (মাতা কিনা জননী, আহা যিনি দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, এমন যে মা তিনি (কস্য কিনা) কাশী রোগে মারা গেলেন, কস্য পিতা (পিতা কিনা জনক অর্থাৎ যাঁর ঔরসে আমরা জন্মগ্রহণ করি এমন যে বাপ তিনিও ঐ রোগে মারা গেলেন। যদি কাশিরোগে মারা গেলেন এই কথা বলিত পুনরুক্তি জনিত দোষ—ব্যাকরণের লোপ পায় সুতরাং ঐ রোগের আদেশ হইল) কস্য ভ্রাতা সহোদর (এক সহোদর ভাই ছিল সেও কাশি রোগে মারা গেল) কায়ঃ প্রাণেন সম্বন্ধ (শরীর প্রাণের সঙ্গে

আর কাহারও সম্বন্ধ রহিল না ) অধিক আর দুঃখের কথা কি বলিব কাকস্ত ( পরিবেদনা ( অর্থাৎ বাড়িতে একটা কাক আসত সেও কাশতে কাশতে বেদনার গুতোয় মারা গেল, এর দুই অর্থ—সন্ধি বিচ্ছেদ করিলে আর এক অর্থ পাওয়া যায় :—কাকঃ+অশ্ব+উপরি+বেদানা অর্থাৎ কাকঃ ( বায়স ) অশ্বোরপরি ( ঘোড়াপরি ভক্ষয়তি। কাক ঘোড়ার উপর বসিয়া বেদানা খাচ্ছে )

আর একটা শ্লোক—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন সলাকয়াঃ।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

সরলার্থ।—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য ( অজ্ঞানির যে জ্ঞান তাহা তিমিরান্ধস্য কিনা তিন মন দশ সের ) জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া ( কয়া কিনা হালকা—জ্ঞানির যে জ্ঞান সেটা সোলার মত হাল্কা ) চক্ষুরুন্মিলিতং ( পণ্ডিত মহাশয় এর অর্থ জানেন না ) তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ( সেই গরুকে বার বার নমস্কার কর )।

---

**J. N. Dutt,** জিতেন্দ্রনাথ দত্ত।

**21155.** ( কমিক )

পিরিত করা চালভাজা খাওয়া দুটো বিষম দায়।
মুখের রুচি বেশ পেটের আপদ শেষ খিদে তেষ্টা দেশ ছেড়ে পালায়
যদি গরম গরম হয় ত মন্দ নয়—
কিন্তু বাসি হলে দাঁত ভাঙ্গা দুই জীবন সংশয়॥

21156. মাড়িমার' কেরাণীর মাগ হবনা লো হবনা।
Thirty Rupees Sallaryতে মাগ পোষা চলবে না ॥
Eating চাই First Class,
বর্ডিঙেতে করব বাস,
করবো মোরা প্রেমের গ্রাস পড়বে কত জনা,
কাণমলা খায় কেরাণীতে হেসে বাঁচিনা লো বাঁচিনা ॥

21154. আসছে ঐ নবাব বাহাদুর।
অংলা কাংলা ফিরিঙ্গি সব বাংলা হ'তে হ'ল দূর।
গুড়ুম্ ২ নবাবী কামান, পাহাড় হয় দু'খান,
ক'লকেতার নবাবী 'নশান, ভিরকুটী হরকুটে গেছে,
ভেঙ্গেছে বিলাতী ভুর।
ঘুচেছে হট্ মুট্ গুট্ পাল তুলে 'দয়েছে ছুট্
নাইকো আর ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্
ফেরুকে হুঠ্যাঙ্ ঠুকে বুক মুখে চুরুট্‌,
বাগিয়ে ঘুঁসি চোক রাঙ্গা না ঘেউ ঘেউ বুল ডগি সুর ॥

---

## Maji Baiji, মেজি বাইজি।

21 187. হাম্বির কাওয়ালী।
তারে ভালবেসে কত পাই যাতনা।
মনেরে বুঝাইয়ে রাখি আঁখি মানে না।
মনে করি ভুলি ভুলি ভুলিতে নাহিক পারি,
আঁখি যে তার পোষা পাখি সে প্রাণ মানে না।

21188. খাম্বাজ।

দৈব যোগে প্রাণনাথ এ পথেতে আগমন।
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণ নাথ হেরি তব চাঁদবদন।
পিরিত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তাহে কি ক্ষতি আছে,
এমন যে প্রেম ভাঙ্গা সাক্ষী অনেক জনের হয়েছে,
আমার বরাতে নাইকো সুখ বিধাতা বিমুখ,
সাগর ছেচে পেলাম না রতন।

21149. পিলু দাদরা।

মোরে বারে সইয়া জো বেলমা রাইওয়ে।
চাঁ চাঁ মোরে ননদি সইয়া নাহি আবে,
রাত রাহে সইয়া সাওতেন কে দোওারে,
মায় বেচে খান মোরে।

21190. বেহাগ খাম্বাজ।

এজি যাত্তয়া ভারে জাতা হায়।
আব কায়সে কাহুঁরে সাওলিয়া।
যাবসে গায়ো পিয়া সুদাহুঁ না নিনারে,
জিয়াপা নেকাল যাতা হায়।

21191. বেহাগ খাম্বাজ।

যে জন জানে না পোড়া প্রণয়ের যাতনা।
সে যেন সৎপথে থাকে প্রেম পথে নামে না।
মনের যাতনা হতে অধিক জ্বালা প্রনয়েতে,
চক্ষে বুকে রেখে তারে তবু মন পেলাম না।

**21192.**

কোরাস।

তরুন তপন ডুবিল যখন আমি তারে ঘেরে রাখি।
ছায়া কায়া মম ছায়ায় আবরণ নাহি হেরে নব আঁখি।
উজ্জল বিভা মম হৃদি পরে ধরি নয় অগোচরে
সুন্দর জ্যোতি ঢাকি কলেবরে,
সুরচ মোহিনী ছায়া অঙ্গিনী গোপনে যতনে,
তেজ মায়া বিভা আদরে যতনে নিরখি।

---

## Miss Profulla Dasi, মিস্ প্রফুল্ল দাসী।

**21193.**

( ভুপালি )

শ্যামরা সুন্দর বনওয়ারী নেপটা কপট কানু গোপী মনহারী।
যোগী জন গণ ধ্যানে তুহারি, প্রেমা মুরতি তব হৃদে মাঝারি,
তুহি পরম গুরু ওঁ কারে ধারে।
পিতা ধটি কেসি কটি তটমে, আওয়ে নন্দলালা বংশী বটমে,
তুহারি কারণ জি পাগারি প্যারে॥

**21194.**

সিন্ধু ভৈরবী।

আমি রব কি না রব কুলবালা॥
বাঁশীতে মন উদাসিনী কুল মান করে হেলা॥
শুনিয়ে বাঁশীতে রব, বদনে না স্বরে রব,
কেমনে গৃহেতে রব কেসবে কেশব জ্বালা॥

**21196.**

সোহিনী মিশ্র।

রূপে যার মন মজেছে তারে কি সই যায় গো ভোলা।
ভুলতে গেলে পড়ায় জলে রে প্রেমের এমনি বিষম জ্বালা।
ভালাবাসা ভুলাতে পারে,
দেখতে ত সই পাইনা তারে,
ও তার ভালবাসা ভুলতে পারে ;
ও তার ভালবাসা জানা গেল
ও তার ভালবাসা জানা গেল ॥

**21195.**

মিশ্র কেদারা।

আমার কই সে প্রাণনাথ।
( কেন যে এলনা সখি )
কত যে যাতনা সব, বিরলে বসিয়ে রব,
স্বজন চরণে তোমার করিয়ে মিনতি নাথ ॥

---

## Ganoda Baiji, জ্ঞানদা বাইজি

**21199.**

খাম্বাজ।

কাল বরন রাধা হেরিব না বলেছে।
বল সখি রাধারে বল কুঞ্জে যেতে সেধেছে।
বৃন্দাবন ত্যাজিব বনে বনে ভ্রমিব,
বল সখি রাধারে বল বাঁশী জলে ফেলেছে।

21200.

খাম্বাজ মিশ্র।

নশ্বর অধরে সুধারি ধারা ঢালি লুকালো অই,
আমি যে পিপাসী চকোরী অমিয়া সুধার পিপাসা মিটিল কই।
চাঁদবদনে বদন রাখি অধরের সুধা অধরে মাখি,
প্রেম সোহাগে লুকিয়ে থাকি সে আশা মিটিল নাই।

21202.

সিন্ধুরা।

সে কালার পিরিতে আমার মন মজিল সাথরে।
মনে করি ভুলি ভুলি ভুলা নাহি যায় সাথ,
যে দিকে ফিরাই আঁখি পাই দেখিতে;
যে শুনেছে বাঁশির গান হারাইয়াছে কুল মান,
যমুনা বহে উজান বাঁশির সুরেতে।

---

R. K. Roy, রোহিণীকুমার রায়।

21204. সিন্ধু খাম্বাজ।

নিতাই কি যাদু জানে।
শুক্‌ন গাছে ফল ফলা'ল ফুল ফুটা'ল পাষানে।
আকাশে যে চাঁদ ছিল, ধরাতলে তায় আনিল,
মরা দেহে পরাণ দিল প্রেম সুধা দিল প্রাণে।
চোখের জল বিনে তার, ভেল্‌কি যাদু নাই কিছু আর,
তন্ত্র মন্ত্র এই তো সার, হরির নামটি বদনে।

**21205.**

সিন্ধু কাফি।

ঐ দেখা যায় ঘরখানী।

আমি বালাখানা কোথায় পাব, আমিরে দুঃখিনী মালিনী ॥
এসো যাদু আমার কুঁড়ে, রাখবো তোমায় যত্নকরে,
মাসী বলা ছেড়ে দেরে তুমি নাতি আমি দিদিমণী।

**21206.**

( কীর্ত্তন )

কি মোহে মন ভুলিয়ে এমন সুধার আধারে ভুলে আছরে।
মনরে রাখ রাখ মিনতি ছাড় কুমতি নিজ হিত যদি চাওরে।
নামগানে যার মোহ আঁধার নিমিষে বিনাশ হয়রে।
দেখ পাষণ্ড দুভাই ( তারাতো হরি নামের বিরোধি ছিলরে )
জগাই মাধাই ভবসিন্ধু পারে যায়রে।
যাই প্রেম সদন হরি রতন যার তুলনা নাইরে।
বল কেমনে পাসরি সে প্রেমের হরি, মরি মরি কি বালাইরে

**21203**

আশা টোরি।

আবময় কৈয়সে আওয়ে এ মোরে পিতম প্যারে
সাস ননদ দেও বলিয়ারে দেও বলিয়ারে ॥
ওহি জটনিয়া জাগে একডর হর মোরে,
সাস ননদ দেও দুজে হর হর মোরে,
ঘর কি লগিয়া পগ আছেনা মোরে বাতো।

---

## Ahindra & Nogenbala, অহিন্দ্র ও নগেনবালা

21151. ( লুলিয়া )

বিয়ে কর্ব্বি কিনা বল—
নইলে কিলের চোটে,
হাড় গুড়িয়ে রক্ত করব জল ॥
উহুঁ উহুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ না।
আমি নড়ব নড়াই তোর সঙ্গে—তবুও বলব না।
নড়বি মড়া মোর সঙ্গে—
এত হয়েছে বল।
একটা দমক স' দেখি—
এর ঠ্যালার বা কি ফল ;
কিল খেয়ে কিল করেছি চুরি,
আরত কোর্ব্ব না ;
তোর ঠ্যালার দমক সয়ে নিয়েছি,
উলটা কিলের গা,
ভিরকুটি তোর ভাঙ্গচি তবে,
বাইরে লে যাই চল,
পায়ে ধরি ছাড় ঐ কথাটি, ঐটা মারার ফল ;

21152

কালা। আমায় নিলে যে নিলে যে ওরে আর না।
লুলি। ছাড় করনা।
তোরে নিলে বলে মোর বয়ে গেল কি,
মুই তোর চেয়েও তো স্যায়না ॥

কালা। আমায় বেঁধে যে ফেলেছে রে,
লুলি। ভাল সুবিধে করেছে রে ;
মুই তুই গেলে খুব মারব মজা,
যারে তারে হেনে নয়না
কালা। তোর মনেতে আছে যা,
মুই মরিস করিস তা,
এখন বলে করে মোরে ছাড়িয়ে দেরে,
আর যে জ্বালা সয়না ॥
লুলি। মোর দায় পড়েছে তোরে ছাড়াতে,
তোর তো পরাণ চায় না।
তোরে নিলে বলে মোর, বয়ে গেল কি,
মুই তোর চেয়ে ত ডায়না ॥

---

**Miss Santimani,** মিঃ শান্তি মনি।

21029. সোহিনী।

তুমি হে ভরসা মম অকুল পাথারে।
আর কেহ নাহি মম বিপদ ভয় বারে আঁধারে যে তারে।
জীবন সখা তুমি জানি না তোমা বিনা কেমনে বল দীন জনা
ডাকে তোমারে ॥

21030. খেমটা।

ভাল না বাসে হেসে কাছে না আসে
সুখে থাকিব তবু তাহারি আশে।
চাঁদে না দেখে আকাশে, কুমুদিনী ফুটে হাঁসে.
সরলা হরষে ভাসে সুখ সরসে।

মেলিয়ে মানস আঁখি, বিরলে সে ছবি দেখি
আকাশে মিশায়ে থাকি প্রেম পিয়াসে।
এ জীবনে হৃদি মনে, না ভুলিব সে মোহনে,
রাখিব পরাণ পিয়া প্রেম পিয়াসে ॥

21031 মিশ্র খেমটা।

এস প্রীতির নাগর সুন্দর।
এস রমণীয় এস কমণীয় এস এস মধুর মধুর নটবর ॥
এস ফুল্ল কুসুম সাজে,
আদর সোহাগ নব অনুরাগ চির আকিঞ্চন মাঝে,
এস পিপাসু লোচনা প্রিয় ছবি নব প্রভাতে রাঙ্গা রবি,
এস হেম বরণী, মধু যামিনী শুধু মধু ভরা শশধর ॥

21032. মিশ্র খেমটা।

চিরদিন হেথা ফুটে আছি আমি, তুমি দেখে যাও তুমি দেখে যাও ॥
চিরদিন হেথা তোমারি আশায়, তুমি কারে খোঁজ বলে যাও।
একটিবার মেল আঁখি, তুমি দেখ আর আমি দেখি,
মিলনে মিলনে বহু বন্ধনে তুমি সখা আর আমি সখি ;—
তোমারি সনে, মধুর মিলনে, আও আও বঁধু আও আও।
মধু ভরা প্রাণে, মধুর মিলনে, চীর আগমনী গাও গাও।

21033. থিয়েট্রিকেল।

আছে সোহাগে ঢাকা হৃদে আঁকা ছবি গোপনে।
মন সাধ পুরে চুমিব তাহারে মাতিয়া প্রেমরণে।
তারে নিয়ে হাঁসি কাঁদি গাই, আবেশে ভাসিয়া যাই,
থাকিলো অলসে, মনের আবেশে বিভোরে দুজনে

**21034.** থিয়েটি্ কেল?

কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে চললো রঙ্গিনী আয়লো সজনী।
দুকুল হরি, কুসুম ভরি, সাজাব ভামিনী।
বামা বিনোদিনী, চললো রঙ্গিনী আয়লো সজনী।
প্রকৃতি হাসিয়া চায়, সুষমা ঝরিছে তায়,
ধীরে মলয় বায়, আকুল করে হৃদয়।
ফুলের মাঝে ফুলের সাজে সাজাব কামিনী
চলল রঙ্গিনী আয়লো সজনি।

---

## Miss Radharani, মিস্ রাধারাণী।

**21052.**

হাম্বির।

কেন কেন কেন কাঁদ হয়ে বিষাদিনী।
নিরাশার আশায় বাঁধ হয়ে আশা চাতকিনী।
আশার আশে আছে প্রাণ, আশার আশায় করে গান,
আশার কামনা ছেড়না ছেড়না হৃদয়ের মণি কাঁদ হয়ে বিষাদিনী।

**21053.**

ইমন বেহাগ।

মরমের ব্যথা কবলো কারে, আছি মরমে মরে।
যার ব্যথা সেই জানে, জানে কি পরে।
সজনী লো আগে জানিনা, সে ফুল বাসে, কুটিলতর কীট নিবাসে,
সে অবধি সই, ফুলে মজি রই, গঞ্জনা জ্বালাতে জ্বর জ্বর হই,
কি জানি কি সাধে ফুলটি আমার, সাধের হার গেঁথেছি গলায়।

21054.

পূরবি।

মনেরি বেদনা নাথ জানাইব আর কারে।
নিভাতে অন্তর জ্বালা তোমা বিনা কেবা পারে॥
শোকে তাপে নিরন্তর, দহিছে মম অন্তর,
দেখা দিয়ে একবার, রাখহে রাখ আমারে॥

21055. খেমটা।

বাছিয়া বাছিয়া ফুলটী তুলেছি।
মন প্রাণ দিস্‌নে তারে ওলো ছি ছি ছি॥
ভুলিতে কি পারি তারে প্রেম আঁখি ঠারিয়ে,
আপনি এসে ধরা দেয় মজিয়ে মজিয়ে, প্রেম লাগিয়ে
প্রেম ফাঁদে চাঁদ ধরেছি;
যেচে প্রাণ দিস্‌নে তারে ওলো ছি ছি ছি॥

21056.

ঝিঁঝিট।

জগত জননী তরা মা তারা।
জগৎকে তরালি, আমায় না তরালি, আমি কি জগৎ ছাড়া॥
দিন অবসান রজনী কালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে,
মম জীর্ণ তরী, মা আছেন কাণ্ডারী, হাবুডুবু খেয়ে উঠলো তরা॥

21057. কেদারা।

বারণ কর তবে গাহিব না।
শরম লাগে তবে চাহিবনা॥
বিরলে মালা গাঁথা, সহসা পাই ব্যথা,
আমার এ ভাঙ্গা তরী বাহিবনা॥

21077.

খাম্বাজ।

অন্তরে অন্তর জেনে অন্তরে রাখিনু তায়।
জানিনা সে কি কারণে সতত অন্তরে রয়।
ভেবেছিনু নিরন্তর হয়ে রব একান্তর,
এখন দেখি ভাবান্তর মনান্তর তার কথায় কথায়।

21078.

সাহানা।

সখি কি কব মরম বেদনা।
শুধু মরম তা জানে বুঝি কহনে তা যায় না।
ঘন ঘোর আঁধারে বাড়িল দেখ ভুবন,
মাঝে মাঝে গরজে গভির নবঘন,
চমকি সারা রাতি শুন্য মন্দীরে কাঁদি,
বিশ্বোর আধারে হৃদি বিদরে আপনা।

21079.

খাম্বাজ মধ্যমান।

দিয়াছি পিরিতী বিসর্জ্জন জাবত জীবন।
প্রেম কথা উত্থাপনে আর নাহি প্রয়োজন।
হয়েছি প্রেম সন্ন্যাসী নিরাশা কানন বাসী।
বিচ্ছেদের ভস্মরাশী অঙ্গে করেছি লেপন।

21080.

কানাড়া।

হায় হায় আমি বুঝিতে না পারি।
বলগো আমার শেষের বেলায় করে কি চাতুরি।
দুখ কুণ্ডের আহুতি দিয়ে সুখে থাক্ তাকে নিয়ে,
কি সুখেতে বুক পেতেচো যাই বলিহারি।

21081. ভৈরবী

যারে যত্ন করে রত্ন ভেবে রাখলাম চিরদিন
কে জানে তার ভিতর ভরা গিল্টি করা টিন ॥
সোনা বলে জ্ঞান ছিল, কসিতে পিতল হল,
এক পোড়নে চটে গেল এমনি বস্তু হীন।

21082. সিন্ধু কাফি।

সাধি কাঁদি পদতলে, সাধ শ্যাম দাসী বলে ॥
তাই কি কৃষ্ণ কাঁদাইলে অবলা বালায়।
কোথা ওহে প্রাণসখা, মরি নাথ দাও হে দেখা,
তোমা বিনা প্রাণ রাখা হলো বুঝি দায়।
সখি সব পায় ধরি, আন হরি ত্বরা করি,
নহে প্রাণ পরিহরি বিরহ জ্বালায়।

21083,

দিওনা দিওনা দিওনা ব্যথা, কখনও কখনও তুমি রাখনা কথা।
হৃদয়ে হৃদয়ে মিশায়ে থাকি, (আমি) জাগিয়ে ঘুমায়ে স্বপন দেখি,
নড়েনা পড়েনা নয়ন পাখা।
এখন মধুর মৃদুর ভাষা, (তুমি) শুনিয়ে শুননা মেটেনি আশা,
(তুমি) কাঁদিয়ে কাঁদায়ে যাবেগো কোথা।

21084.

কি ফুল ফুটেছে মজাদারি বাহবা কি বাহবা।
যারা ছিল উঁচু ডালে, হাত বাড়ায় না নাগাল পেলে,
(হায়) রমণীর মন ভুলিয়ে দিলে, কুড়িয়ে নিলে নাড়া চাড়া।

———

## N. B. Dassi, নগেন্দ্রবালা দাসী (বুঁচি)।

**21058.**

কীর্ত্তন।

আমি কালারে পাইতে সকলি ত্যজীনু,
কত লোকে কত কয়।
কলঙ্ক পশরা শিরে যার তরে সে ধনে অপরে লয়॥
কেমনে বা সই কেমনে বা রই কিসে বাঁধিব হিয়া।
আমার নাগর যায় পর ঘর আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
দেখিনু যে দিন আপন নয়নে তার সনে মোর কথা।
মুড়াইব কেশ ছিঁড়িব সুবেশ ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
প্রাণনাথে মোর, এমন করিল, না জানি সেজন কে॥

**21059.**

( উড়িয়া ) কমিক।

বড়দিনকো বড় মজা হইছন।
ইয়া নবটঙ্গ ডঙ্গ বাবু রঙ্গবাধাইছন॥
বঙ্গাড়ি মিড়ি কিড়ি ধরম ছোড়ি কিড়ি।
মাইপোকে নেই কিড়ি পূজা করিছন॥
তু একা কাঁই করান্তি রসবতী।
ধাইকিড়ি মতাড় মারিবে জাতি॥
অপড়া সমারো ঝট ধড় রাখড়।
লুগাদেই ঢাকড় লঙ্গা ছাতি॥

21060. দেলেরা।

কি দোষেতে ঠেলিলে হে পায়।
অবলা হৃদয় মনি প্রাণ যে চাহে তোমায়॥
পেয়ে তব ভালবাসা, ফুটেছিল হৃদে আশা,
মিটিল না প্রেম পিয়াসা,
অকূল পাথারে শেষে ডুবাইলে অবলায়॥

21041. কীর্ত্তন (জন্মাষ্টমী)।

তাপিত তনু আজি শীতল হোলো।
মন আশা হরি আজ পূরিল॥
আমি জনমে জনমে গোলোক বিহারী,
তব মুখে যেন ফল দিতে পারি,
অন্য ফল কিছু আর কামনা না করি।
সুধু ডেকো নর হরি মা মা বলে॥

21042. দেলেরা।

সুখসাধ অবসাদ সকলি আমার॥
জানিনা জীবনে আমি হয়ে আছি কার॥
ব্যথার ব্যথিত আছে, শুনিনি তো কার কাছে,
আপন ভাবিয়ে সে যে পরাণ যাচে।
এমন সে জন কোথা সে আমার আমি তার॥

21043. নন্দবিদায়।

সুন্দরি কি কহিব বচন না স্ফুরে।
আইল রাজদূত, তাই চলিলাম সাথে, হের সাজিয়ে মধুপুর॥
পুনরাগমনে কত সুখ উপজিব, না ভাবিও তাহে বিলম্ব,
হৃদয় খেদ দৃঢ় সহ্ব করিয়ে রহ বড় রাজ কাজ অবলম্ব॥

## Thakomani Dasi.　　থাকোমণী দাসী।

**21074.**

বেহাগ খাম্বাজ।

ছি ছি কেন বলে গেল।

আসবে বলে আশা দিয়ে শ্যাম আমার নাহি এল॥

চাঁদ পানে চেয়ে চেয়ে, শ্যামচাঁদে ধিয়াইয়ে,

আমার সুখের নিশি কুঞ্জে-বসে পোহাইল।

**21075,**

পিলু বারোয়াঁ।

বলব কি নাম তোমারে প্রকাশ করি গুণমণি।

আছে নাম ডঙ্কামারা তিলোক তারা মনমোহিনী।

স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালেতে,　　আছে বেদ পুরানেতে,

নাম জানে সকলেতে নামের আমরা কাঙ্গালিনী।

**21076.**

খাম্বাজ।

আমরি কি মালা গেথেচো।

মদনের পঞ্চবাণ হাতে করে এনেচো।

হেরিলে ঐ ফুলমালা,　　ভোলে কত রাজবালা

আমি তোর মাসী মালিনী আমারি প্রাণ বধেচো।

আমি তোর মাসী মালিনী কড়ে রাঁড়ী নাইকো স্বামী,

কি বলবো রে বাছা তুমি মাসী বলে ফেলেচো।

## Hari Dassi, হরিদাসী।

21099.

খাম্বাজ।

মন চুরি করে কোথা যাবে বল প্রাণধন।
যৌবনের দাবি দিয়ে ধরাব তোমায় শমন।
কোকিলে উকিল বসাব, বসন্তে পেয়াদা দিব,
এক তরপে ডিক্রি করব সাক্ষি আমার দুনয়ন॥

21106.

খাম্বাজ।

মন গরমে উঠে সুখ যামিনী।
কেমনে একাকিনি রহে কামিনী।
দুলে ফুলে ফুলে কত,
সোহাগ করে রেণু ছুড়ে মারে আদরে লো,
উহুম্বরে প্রাণ রাখ্‌তে নারে মানিনী।

21100.

যৎ।

রয়ে রয়ে কেন তারি মুখ মনে পড়ে।
ও মেঘের বারি বিনা চাতকিনা প্রাণে মরে।
দুটি চরণে ধরে কত যে সাধিনু,
ভাল বাস কি না বাস তাই তোমারে সুধাইনু,
না না বলে পাষাণী, চরণে ঠেলিলে মোরে,
এই নাও তীক্ষ্ণ ছুরি হান মম বক্ষ পরে।
নিভে যাক আঁখি তারা দেখিতে দেখিতে তারে।

21101.

সিন্ধু ভৈরবী।

যামিনী যে যায় হায়, আশা মম পুরিলনা।
গুণমনি রমণীর মান কেন রাখিলনা॥
আমি বড় ভালবাসি, প্রাণ দিয়ে সদা তুষি,
তাতেও তুমি না হও খুসি, আমায় ভালবাসিলেনা॥

21102.

সিন্ধু ভৈরবী।

বারে বারে ডাকি শ্যামা কোথায়গো মা ও চঞ্চলা।
রক্ষে করমা রক্ষে কালী ও শিবে সর্ব্ব মঙ্গলা॥
ভবেতে পাঠালি মোরে, পুনরায় না চাইলে ফিরে
কে জানে এমন হবে সংসারেই এত জ্বালা॥

21103. ভৈরবী।

জগৎ দেখনা চেয়ে যাচ্চি বেয়ে সাধের তরণী।
তরির উপর শ্যাম কলেবর রাম রঘুমনি॥
যে জন ভবের জলে অবহেলে জীবে করে পার,
আজকে তারে নিচ্চি পারে হয়ে কর্ণধার,
আমি পারের কড়ি ধরে নেব চরণ দুখানি॥

21104.

সিন্ধু।

রসে ভরা রসের নাপতিনী।
খেটে খুটে যোগাই আমি মিনসে করে কাপতিনী॥
বাহবা সাবাস রে কেয়াবাত, নাপতিনীর টিকি কাটা হাত,
আমি যাই কামিয়ে আনি মিনসে নেশায় কুপোকাত,
নাপতিনির গুণে আমার বেজায় লোকের আমদানি।

21105. পিলু।

ভালবাসি তাই আসি হেতায়।
কাঁপিয়ে'পাতা ধীরে সেতা মলয় মারুত বয়ে যায়॥
সেতা নবীন তরু নবীন লতা বেড়ে আদরে,
আকুল হয়ে কোকিল সেতা গায় কুহু স্বরে,
ফুটে ফুল সৌরবের ভরে মধুপানে মত্ত ভ্রমর
ঢোলে পড়ে অলির গায়॥

---

## Bindubala Dasi. বিন্দুবালা দাসী।

21091.

ঐ সুদূর দেশের মধুর যামিনী এসেছে
তাই বিলাস রঙ্গে অঙ্গ আবরি ফুলহারে ধরা ভেসেছে।
কত সোহাগের বায় উঠছে বাস, কত মধুরে মিশেছে মরম শ্বাস,
কত তাপিত কুঞ্জে বাসি মালা ফেলে হাঁসি ভেলা ধরে ভেসেছে॥

21092. (কমিক)

দেখিস লো সামলে থাকিস বর ভারি গুনিন ;
(নয়) যেমন তেমন বরন করা চাই হুসিয়ারি।
বর মুখ পানে চেয়ে, এক দুই তিন তালি দিয়ে,
কি জানি মজায় কথায় ছেলে নে গিয়ে,
বর যেমন তেমন নয়, তড়িতে কথা কয়,
একে ছাঁদনা তলা কুলবালা কি হতে কি হয়।
শুনি গুনের টানে প্রাণ টেনে নেয় মজায়ে কুলনারি,
যেন এ এয়ো গিরি হয় না ঝকমারি॥

---

## Fonibala Dasi. ফণিবালা দাসী।

21095.

কাফি সিন্ধু।

জানিনা যে কি চোখে হেরেছি আমি তারে।
সদা জাগে সে প্রতিমা কি আলোকে কি আঁধারে॥
বিধির আশার ফাঁদে, জন্ম যাবে কেঁদে কেঁদে,
বাজবেরে ভাঙ্গা হৃদে স্নেহ সুখ অনুভরে॥

21096.

বঁধু যাবে বিদেশে বঁধু যাবে বিদেশে
পোড়া প্রাণ থাকবে লো কিসে।
বঁধু আমার মাথার কিরে একবার ফিরে চাও,
বিধু মুখে মুচকে হেঁসে একবার কথা কও,
শেষে নিদয় হয়ে যাবে চলে মরবে আপশোষে॥

21093.

আমরা ল্যাটিন পড়ব সাহেব হব বাংলাতে আর রবনা।
বিলেত যাব জজ হব দিশি খানা খাবনা॥
সাহেবের খানা চমৎকার
বাংলা খানা দেখে মোদের গায়ে আসে জ্বর,
ছি ছি খাবনাক আর,—
আমরা এবার চামচে কাঁটা ক'রব ব্যবহার,
কাপড় চোপড় ফেলে দেব, বাইবেল বই হাতে নেব,
মাষ্টার এলে বলব মোরা এ, বি, সি, আর পড়বনা।
আমরা স্বাধীন হব লেকচার দেব বাংলাতে আর রবনা।

21094.

এনেছি ভাতার ধরা ফাঁদ।
(তাকে) ধরে দেব সোনার চাঁদ ॥
যদি কেউ হুড়ক থাকে, বলে দিই টোটকা তাকে,
প্রাণ যারে চায়, তার কাছে হায় গুমোর কি রাখে,
গঞ্জনার ভয় খেয়োনা পায়ে ধরে পড়ে থাক্ ॥

21098.

তোরে হেরে আমার মন দুঃখ দুরে গেল।
বল বল প্রাণনাথ তোমার কুশল বল ॥
যে অবধি গেছ তুমি, হয়ে আছি পাগলিনী,
রাস্তায় বসে কাঁদতে হল হয়ে পাগল ॥

21097.

কেমনে ভুলিব বল কেমনে ভুলিব তায়।
হৃদয়ের অধিকারি, আপনি করিছে যায় ॥
আপনার প্রাণ হাতে করে, দিয়েছি যার করে ধরে,
এখন বল কেমন করে প্রাণের বাহির করা যায় ॥

---

## Miss Krishnabhamini. কৃষ্ণভামিনী (ভোঁদা)

21157. ভিমপলশ্রী।

মনের মিলে হয় যদি প্রেম কেন প্রেম হলে বশ মানেনা।
কথায় কথায় মন চটে যায় প্রেম হলে আর চটেনা ॥
মনের যত জারিজুরি, প্রেমের পায় গড়াগড়ি,
প্রেমের টানে মন ভেসে যায় মনের বারণ প্রেম শোনেনা ॥

**21159.** সিন্ধু কাফী।

পারে কি ভুলিতে কভু যে যারে ভালবেসেছে।
ভুলিতে যে পারে জেন, তার ভালবাসা মিছে ॥
প্রণয় রহস্যময়, প্রাণে প্রাণে বিনিময়,
প্রাণ বিলাইয়ে পরে, কে কবে প্রাণে বেঁচেছে ॥

**21158.** সাহানা কানাড়া।

মন করি ভুলি ভুলি ভুলিতে পারিনা তারে।
ক্ষণে ক্ষণে দেয় দেখা আসিয়ে হৃদি মাঝারে ॥
এত সাধের ভালবাসা, এত সাধের তত আশা,
সকলি ফুরায়ে গেল হায় হায় একেবারে ॥

**21160.** খাম্বাজ।

মন রাখা দেখা দিতে কে তোমারে সেধেছিল।
এসে যদি যাবে চলে কে আসিতে বলেছিল ॥
অবলারি মনাগুন, বাড়ায়ে দিলে দ্বিগুণ,
অদর্শনে ছিল ভাল দর্শনে সাধ না মিটিল ॥

---

## Kironshosi Dasi, কিরণশশী দাসী।

( Kirtanwali ) ( কীর্ত্তনওয়ালি )

**21172.** কীর্ত্তন।

শুনরে সুবল ভাই নিবেদন করি।
কহিতে বাসয়ে লাজ না কহিলে মরি ॥
চম্পকের মালা সুবল কেন গলে দিলি,
চম্পক বরণী রাধা মনে পড়াইলি,

"যাবোটে" আছেন ধনী জটিলা মন্দিরে।
বিষম শঙ্কট বড় কি কহিব তোরে॥
যদি মিলাইতে পার করি কোন ছলে।
হইব তোমার দাস এ জনমের তরে॥

21173.                মান।

জিতি কুঞ্জর, গতি মন্থর, গমন করত নারী।
বংশীবট, যাবট, তট বনহি বন হেরি॥
যায় শ্যামকুণ্ড, মদন কুণ্ড, রাধাকুণ্ড তীরে।
দ্বাদশ বন, হেরত সঘন, শৈলহু কিনারে।
যাঁহা সব ধেনু রব, তাঁহা চলত জোরে।
শ্রীদাম, সুদাম, মধু মঙ্গল, দেখত বলবীরে॥
যমুনাকুলে, নৃপনুমূলে, পড়ি রহু বনোয়ারী ;—
শশী-শিখর, ধুলী-ধূসর জপত প্যারা প্যারী॥

21174.                ( মাথুর )

স্মরি বৃন্দাবন, নিধুবন কানন ব্রজে যেতে যে হ'ল,
যাই যাই ব্রজে যেতে যে হ'ল।
শিরে চূড়াটী বাঁধি, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও দূতী, শিরে চূড়াটী বাঁধি
এ বেশে গেলে রাইতো আমায় লবেনা,
শিরে চূড়াটী বাঁধি, পীতধড়াটী পরি,
( একবার দাঁড়াও দাঁড়াও পীত ধড়াটী পরি )
প্যাঁচ ভুলেছি নাকি,
( এই কুব্জার প্যাঁচে পড়ে, প্যাঁচ ভুলেছি নাকি )
বাঁশী একবার বাজ দেখিরে
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে বাঁশী বাজ দেখিরে।

21175. ( মাথুর )

অতিশীতল মলয়ানিল মন্দ মধুর বহনা।
হরি বিমুখী, হামারি অঙ্গ মদনানলে দহনা ॥
কোকিল কুল কুর্ব্বতি, কল অলি ঝঙ্কারে কুসুমে।
হরি লালসে প্রাণ তেজব পাওব আর জনমে ॥
সব সঙ্গিনী ঘেরি বৈঠত গাও গাও হরি লীলা,
কৈছল বাণী, শুান তৈক্ষণে রাগিনী মোহ গেলা ॥

21176.

( দূতী ভৎসনা )

ধিকং রাজা ধিকং রাজা ধিকং ধিকং শত।
কলহস্তুর পদান্বিত এবে বিষয় এত ॥
একদিন নিধুবনে কোটালিতে সকল আছে জানা
মথুরাতে রাজা হয়ে রেখেছ ঘোষণা,
একদিন গলে পীত হয়ে নত রইতে চরণ ধরে ॥

21177.

( দূতীভৎসনা )

ধিক ধিক তোরে নিঠুর কালিয়ে কে তোরে এ বুদ্ধি দিল
কেবা সেধেছিল পিরীতি করিতে মনে যদি এত ছিল হে ॥
ছি ছি লাজের নাহিক লেশ, কালামুখে কি লাজ বাসনা,
একদেশে এলে অনল ভেজায়ে পোড়াইতে আর দেশ।
জনম অবধি কালিয়া বদন মুখ না ধুলি লাজের ঘাটে,
ব্রজ গোপীগণ হতে মথুরা নাগরী কত রূপে গুণে বটে,
আজ পাটরানিকে দেখে যে যাব ॥

21178.

টোরি ভৈরবী।

জগত জননী তরাও তারা ( মা তারা )।
জগৎকে তরালে, আমারে ডুবালে,
আমি কি জগৎ ছাড়া॥
দিবা অবসান রজনীকালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে,
মম জীর্ণ তরী, তাহে মা আমার কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল না গো ভরা ( মা তারা )॥

21179.

খাম্বাজ।

সুন্দর হইলে কিবা হয় বলি প্রাণ তোমায়।
রসবোধ না থাকিলে তারে রসবতী কেবা কয়॥
কোকিল কুৎসিত পাখী, নিত্য ডালে বসে দেখি,
রূপেতে তার কি কাজ করে গুণেতে তার মন ভোলায়॥

21180.

খাম্বাজ।

কত যে আরও যাতনা সবরে প্রাণ আমার।
বিনা দোষে রোষে আমায় তোষেনাকো একবার॥
ক'রে যতন ভুষি মন সর্ব্বক্ষণ তোমারে,
তুমি তথাপি কদাপি আমার হ'লেনা মনমত ধন॥

## Nogendrabala Dasi নগেন্দ্রবালা দাসী।

**21147.**

কেন ঝরে বারিধারা, ঘন শ্যাম বরিষায়।
যদি না জাগাত হাসি, রাশি রাশি বসুধায়॥
তবু যদি হাসে ধরা মুখের সে হাসি হায়,
অন্তরে দারুণ জ্বালা জ্বলে যায়॥

**21148.**

কি শেল বিঁধে, আমার হৃদে আমারি প্রাণ জানে গো,
কি যাতনা সেই বুঝে যারই বক্ষে হানে গো॥
মিশে আছে কি সে বিষ শিরায় শিরায় অহর্নিশ,
ঘিরে আছে কি আঁধার, আমারই এ প্রাণে গো॥
কিরণ ময় এ ভুবন, মাঝে চলেছি এক ছায়াগো॥
নীলাকাশে যাই ভেসে, কালো রাহুর কায়া গো;
উঠে হাসি মাঝে তাঁর; আমিই শুধু হাহা কার,
আমি বিষবাণী সুর বিশ্বে মধু গানে গো॥

**21149.**

আমি কারে রেখে কারে ভাবি কারে বা বলি আমার।
না জানি, হ'ন কি তিনি কে দেবতা পুজিবার।
যারে সঁপিয়াছি প্রাণ,
সদা যার করি ধ্যান,
(তারে) চিনিতে না পেলে কিসে, হবে আমার সুসার।

21150.

আমি বিলায়ে দিয়াছি আমারে।
যাছিল আমার, সব দিছি তোমারে॥
মন দিছি, প্রাণ দিছি, দিছি এ হৃদয়,
এ নব যৌবন সহ এ দেহ নিলয়।
আর মম কিছু নাই, দিয়েছি তোমার ঠাঁই,
আমি মগ্ন হয়ে গেছি, তুমি পাথারে॥

---

## Nonibala Dasi, ননিবালা দাসী।

21143. ঝিঁঝিট।

আমায় পর ভেবনা ও পরেশ পাথর।
গোলাপি প্রেমের আতর॥
মনে সাধ হয়,তোমায় নিয়ে থাকিরে প্রাণ বরাত তেমন নয়,
ঝকমারি কি যেমন তেমন, দণ্ডে দণ্ডে হই কাতর॥

21144. পিলু।

সকলি ফুরায়ে গেল জীবন কেন গেলনা।
আশা দুরাশা মম আশাতো মিটিলনা॥
যাহারে হৃদয় সনে, রাখিতাম যতনে,
সে ধনে লইল অন্যে, এ জালা সয়না॥

21145. সিন্ধু কাফি।

তোর লাগি প্রাণ আমার হয়েছে কাতর।
অন্যে কি জানিবে বল জানেন চন্দ্র দিবাকর।
যতক্ষণ থাক তুমি, কি আনন্দে থাকি আমি
না হেরিলে প্রাণে মরি জানেন চন্দ্র দিবাকর॥

**21146.**

মিশ্র—কানাড়া।

পাবন নটবর সুন্দর কুল গাওতে গোকুলে কানাই।
গোড়ে লয়ে কানাই চুড়া ধড়া বাঁশী,
যশোমতি গলে আয় গো মা,
নাচত নীলমনি মেরি যাদুমনি,
ধিয়া ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া তা ধিয়া ধিয়া॥

---

## Miss Charoobala — মিস্ চারুবালা।

**21061.**

মরমে লুকায়ে রবে, এ হৃদয় শুথায়ে যাবে,
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো।
চরণ স্মরণ তরে, এত ব্যাকুলতা ভরে,
কেন ধাই যদি নাহি মিলে গো॥
পাপি তাপি ক্ষান সবে, তোমারে ডাকিল কবে,
যদি মন ব্যাথা তুমি না শুনিলে গো॥
যদি পাতকি না পায় গতি, কেন ত্রিভুবন পতি,
পতিত পাবন নাম নিলে গো॥

**21062.**

কি দেখে এলাম সই যমুনার কুলে।
চুড়া বাঁধা ধড়া পরা কদম্বেরি মুলে॥
বাজিল বাজিল বাঁশি, যমুনারি কুলে,
ছল করে গোবিন্দের বাঁশ রাধা রাধা বলে॥

21063.

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী, সে যদি গো শুধু আসিত।
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা সে যদি গো ভালবাসিত॥
এ মধু বসন্তে এত শোভা হাসি, এ নব যৌবনে এত রূপ রাশি,
সকলি উঠিত পলকে বিকাশি, সে যদি গো শুধু চাহিত॥
মিথ্যা বিধি তুমি মিথ্যা তব সৃষ্টি, কেন এ সৌন্দর্য্যে নাহি তব দৃষ্টি,
হলাহলে ভরা প্রেম সুধা মিষ্টি, তবে কেন প্রাণ তৃষিত।

21064.

মিলনে যে কত সুখ সে জানিবে কেমনে।
যে জন না জ্বলিয়াছে বিচ্ছেদের দহনে॥
অমানিশা না থাকিলে শশধর শোভনে
পূর্ণিমার রাত বল কে চাহিত যতনে॥
সুশীতল বায়ু বল, কে চাহিত যতনে।
যদি না তাপিত তনু তপনেরি দহনে॥

21065.

যত দুঃখ দিবি দে না মা গো আমি তোমায় ডাকতে ছাড়বো না।
দেখবো ওগো পাগলা মেয়ে তুই কত জানিস পাগলা পানা॥
কতদিন আর রইবি কালা, আমি ডেকে করবো কান ঝালা পালা,
আমি কেঁদে ডাকবো দিবানিশি, দেখবো মাগো শুনিস্ কিনা॥

21066.

বড় ভালবাসা লেগেছে প্রাণে কেমনে ভুলিব তায়।
ভুলিব ভাবিলে কেঁদে উঠে প্রাণ তারে ভোলা আমার হ'ল কি দায়॥
মনেরে বুঝালে বুঝেনাকো মন, প্রাণেরে বুঝালে কেঁদে উঠে প্রাণ,
নয়ন করে বারি বরিষণ, থেকে থেকে আমার হল কি দায়॥

**21067.**

আরতো ডাকবোনা তোরে ওগো বেটি সর্ব্বনাশী।
তোর মায়াতে মুগ্ধ হয়ে শিব হয়েছেন শ্মশানবাসী॥
তোর নাম যে মহামায়া, দেমা মোরে পদছায়া,
ছায়াতে মিশায়ে কায়া হৃদমাঝারে কর্ব্বো কাশী॥

---

## Basanta Baiji, বসন্ত বাইজি

**207.**

ভৈরবী।

সদা প্রাণ তোরে কেন চায়।
ভালবাসার মুখে আগুন শত্রু বেড়ে পায়॥
ভালবেসে খুব ঠেকেছি, হাতে হাতে ফল পেয়েছি,
সারারাত কেঁদে মরেছি, তোমার হয়ে ছুটি পায়॥

**21211.**

সিন্ধু কাফি।

কোথাকার কাল পাখী মাঝে মাঝে দেয়গো দেখা।
লোকে তারে কোকিল বলে ও তার কাল কাল দুটো পাখা॥
পাখি বড় সর্ব্বনেশে, আসে ফাগুন চৈত মাসে,
পাখি হত যদি বারমেসে, ভার হত যৌবন রাখা॥

**21208.**

খাম্বাজ ঝিঁঝিট।

ভুলেছি তাহারে ও তার ভালবাসা ভুলিনে।
সেই রূপ মনে হলে, ভাসে হৃদি আঁখিজলে,
কে বলে ভুলেছি তারে, সে রয়েছে প্রাণে প্রাণে॥

21210. ইমনকল্যান।

তারে কেন বল কাল।
সেত কাল নয় সাধেরি প্রণয় বিধি তারে মিলাল॥
আমি কি সখি তারে কাল দেখি, হৃদয়েরি ধন হৃদয়েতে রাখি,
তার কি ভাব জানিবি সখি, বিধি তারে মিলাল॥

21212.

যাবে যাও ফিরে চাও মাথা খাওহে আমার।
যেও যেথা, মন তথা, ধায়হে তোমার॥
যেও তথা যতন করে, রেখহে হৃদি উপরে,
দাঁড়াও তিলেক তরে, তোমায় হেরি একবার॥

21209. পিলু বারোয়াঁ।

প্রাণ কি চায়রে কে জানে।
হায়রে যদি চকোর হতেম, উধাও হয়ে উড়ে যেতেম,
আশ মিটায়ে সুধা খেতেম, চেয়ে চাঁদের পানে॥

21213. ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ।

ছি ছি নিঠুর কপট তুমি প্রাণসখা।
বল কি দোষ করেছে দাসি দেওনা দেখা।
মেরে গেছ আড়নয়ন, জাননাকি প্রাণধন
তখনি ভুলেছেরে মন, হৃদয়ে মুরতি আঁকা॥

21214. বেহাগ।

প্রাণ আমার নিদয় হয়ে বিদায় চেওনা।
যাবে যদি প্রাণনাথ, যাই যাই আর বোলনা॥
তুমি যাবে দেশান্তরে, একাকিনি রেখে মোরে,
আমি তোমার আশায় রব, নব যৌবন রবেনা॥

**21215.**

বেহাগ খাম্বাজ ।

রসান দে লো সাগরানি খাদ পড়া তোর সোনা টুকু
কাটতে কেন পারবে ছেনি ।
ও ভোতা ছেনি এ'করে বালাই,
সোনা কাটেনাকো তাই,
ও তোর কষ্টি পাথরে,　　সোনার রং কিরে ধরে,
খাটি ফাকি তুই চিনবি কি করে,
তবে দি ফেলে ছাপরে সোনা, টেকলেতো,মানি ॥

———

## Kusum Baiji,　　কুসুম বাইজি ।

**21216.**

ভৈরবী—দাদরা ।

আমারই মন আশা কুরিয়ে নৈরাশা কার আশা পুরাইলে সজনী ।
যদি তার দেখা পাই,　　পিরীতি ফিরে চাই,
সে না দিলে আমি দিব এখনি ॥
দু'দণ্ড হেসে খুসে,　　দু'দণ্ড কাছে ব'সে,
কুল মজালে কুল কামিনী ॥

**21217.**

ভৈরবী—দাদরা ।

কেন মন তারে চায় ( গো )
অপমান অযতন কথায় কথায় ।
দুঃখী যত সুখা নই লাজেতে বুক ফেটে যায় ( গো ) ॥

21218. পিলু বাঁরোয়া।

সাধে কাঁদে মন প্রাণ
হৃদয়ে বিধেছে খর বিচ্ছেদের বাণ।
তাহারি রণ, জীবন ধারণ,
তাহারি অদর্শনে মরণ সমান।

21219. পিলু বারোয়াঁ।

তার চাউনিতে প্রাণ চুরি করে
সঁপেছি প্রাণ প্রাণ তোমারে।
কেমন করে যাবে চলে।
কদরে আদরে রেখেছি যতনে
যা ঘটে ঘটুক এসবার ভাগো
তবু নাহি হটিব রে॥

21220. খাম্বাজ মিশ্র।

যাও যাও সখি বলনা ললনা পাঁইয়া লাগু তোরিরে।
আবা ক্যা করু সজনীরি নন্দলালা বিনে চায়না,
নহি পড়ে কিয়া রাগে ড়ায়ু রে।
কিসন মহারাজকে ফের দিয়ো আবা বাত বানায়ু রে।

21221. কালেংড়া।

জানিনা হে তুমি কেমন ভালবাস আমারে।
যে করে আমারই মন বলিব তা কাহারে॥
মদনের ফুলবান সতত তাপিছে প্রাণ,
সদা তাপিতেছে গাত্র দগ্ধ করে আমারে॥

## Sarolasundari Baiji, সরলাসুন্দরী বাইজি।

21222. পিলু খাম্বাজ।

তোমায় দেখিতে এসেছি প্রাণ।
নবনা যাব এখনি ক'রি নিরীক্ষণ ॥
এসেছি বহুদিন পরে, প্রাণ তোমারে দেখিবারে,
দিনান্তে একবার দিয়ো দরশন।

21224. ভৈরবী।

আর কি আমার গোলাপগাছে ফুটবে গোলাপফুল।
রস থাকিতে জল না দিয়ে শুকিয়ে গেছে মূল।
গোলাপ আমার তরুলতা, লতায় পাতায় গোলাপ গাঁথা,
গোলাপ আমার হৃদে গাঁথা গোলাপ কাণের দুল ॥

21223. বেহাগ।

কে জানে প্রেম তরুমূলে বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ ছিল।
নঘুপাশে বন্দি হ'য়ে শেষে প্রমাদ ঘটিল।
সুখফল খাব বলে, গিয়েছিলেম তরুমূলে,
ভুজঙ্গেরি কোপানলে দংশিয়ে দাহন করে

21225. খাম্বাজ।

দিদিলো মেদিপাতায় নখগুলোতে পরিয়ে দেনা।
সোনেলা আলতা গুলে রাঙ্গা গালে মাখিয়ে দেনা।
পানেতে কেওয়া খয়ের দিয়ে প্রাণ-বঁধুয়া মজবে প্রাণে,
বেণীতে ঝাপটা দিয়ে লচপচানি শিখিয়ে দেনা।

S. N. Ghosh & Miss Binodini.

এস্, এন্, ঘোষ ও মিস্ বিনোদিনী।

21855

# বুদ্ধদেব চরিত।

## সিদ্ধার্থ ও গোপা।

সিদ্ধার্থ। কতদূর ! কতদূর বিস্তার মেদিনী।
পূর্ব্বভাগে নবরাগে হেরিলে উষায়,—
সাধ হয় মনে,
হেরিতে সে নরনারীগণে,
তরুণ তপন যাহে প্রথমে জাগায় ;
আঁধার করিয়ে দূর কাঞ্চন কিরণে ;
পশ্চিমে আরক্ত ঘটা নেহারি, প্রেয়সি ;
অভিলাষী অন্তর আমার
যেতে চায় দিন দেব সনে—
আমোদিনী কমলিনী যথা,
হেরি পুনঃ প্রাণনাথে ;
মনে হয় আছে কত নগরী সুন্দর,
ঐ যে কত নর !
তোমায় আমায় যদি প্রিয়ে যাই,

হেরি কত সুন্দর বদন,—
ভালবাসি কত জনে ;—
পক্ষভরে উঠি "শূণ্য" পরে
নিম্নে হেরি বিস্তার মেদিনী ;
মনরঙ্গে গিরিশৃঙ্গে বিজন প্রদেশে,
বসি দিন শেষে—
হেরি তারা-মালা ফুটে একে একে।
বদ্ধ আছি প্রমোদ ভবনে,—
বিশাল বিস্তার স্থান তোরণ বাহিরে !

গোপা। প্রাণনাথ ! একি ভাব তব ?
দুঃস্বপ্ন হেরেছি প্রভাতে,—
কাঁপে প্রাণ স্বপ্ন-স্মরি,
তব ভাব হেরিয়ে শিহরি।
ভাগ্যে মম কি আছে না জানি।
ভীষণ স্বপন ;—
বহে যেন প্রবল পবন,
কাঁপাইয়ে ধরণীরে ;—
কক্ষচ্যুত তারকা মণ্ডল
রাজদণ্ড ভগ্ন মহাবাতে,—
তুমি নাই পাশে !—
শয্যাপরে মুকুট তোমার ;
নাহি তুমি পাশে
হতাশে কাঁপিল প্রাণ !
এবে এভাব তোমার !

প্রাণ আর প্রবোধ না মানে,
প্রাণনাথ ! হর ভয় অবলার ।
সিদ্ধার্থ। ভাবি, প্রিয়ে, এসেছি কি কাজে,
কি কাজে কাটাই দিন :—
অজ্ঞান, আঁধারে রয়েছি সংসারে,
কারাবাসে প্রফুল্ল অন্তরে ।
বারেক না ভাবি জীবনের লক্ষ্য কিবা !
প্রাণ মম চায়,
ধরা'পরে আছে যে যথায়,
ভ্রাতৃভাবে করি আলিঙ্গন ।
বন্ধু মম পশুপক্ষীগণ !
ধরার রোদন নিবারণ হয় সাধ !
তুমি মম জীবন সঙ্গিনী ; হও ধর্ম্ম-সহায়িনী ;
তিমিরে রাখিতে আর যত্ন নাহি কর ।
উধাও—উধাও
ধায় প্রাণ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়ে ;
ক্ষুদ্র এই প্রমোদ আগারে,
কেমনে প্রফুল্ল রব ?
শুন সুবদনি !
মহাদুঃখে নিপতিত প্রাণী,
অসহায় নাহিক উপায় ;
কেবা সুখ চায় ।
এ খেদ এ প্রাণে নাহি ধরে !
স্বার্থ ভুলি, সতি,

মহাব্রতে পতিরে উৎসাহ দেহ।
লয়ে তব অনুমতি—
জীবের দুর্গতি দূর করি চন্দ্রাননি!

গোপা। স্বার্থ-অর্থ সকলি হে তুমি;
তব অনুগামী দাসী।
তব কার্য্যে বিরোধী না হব;
তব সুখে সুখী—
তুমি নাথ অসুখী যাহায়,
কিবা সুখ তাহে মম।
এইমাত্র সাধি গুণ-নিধি,
আশ্রিতে ঠেলনা পায়।

---

Babu Probodh Chandra & Miss Sorojani

বাবু প্রবোধচন্দ্র বোস ও মিস্ সরোজিনী।

21963

## তারাবাই।

তমসা ও পৃথ্বীরাজ।

তমসা। একি! একি! কে করিল ইহা! পৃথ্বী তুই? কি করিলি পৃথ্বী?

পৃথ্বী। ——————পূজা দিলাম কালীর।

তমসা। দিয়াছ কালীর পূজা!—দাওনাই কালীর পূজা পৃথ্বী। করিয়াছ মোর সর্ব্বনাশ। নিষ্ঠুর!—জানিস্ পৃথ্বী, কে সারঙ্গদেব?

পৃথ্বী। চিতোরের রাজবংশে জন্ম তার জানি, পূর্ব্ব-চিতোর-অধিপতি "লক্ষের" সন্ততি।

তমসা। হায় পৃথ্বী! কহি তবে কলঙ্কের কথা আমার! সারঙ্গদেব সন্তান আমার।

পৃথ্বী। তোমার সন্তান?

তমসা। ——————সত্য আমার সন্তান। কিন্তু—কিন্তু, নহে তার পিতা সূর্য্যমল।

পৃথ্বী। কি কহিছ উন্মাদিনী?

তমসা। ——————নহি উন্মাদিনী!

কর রাষ্ট্র, পৃথ্বী, এই কলঙ্ক কাহিনী

নগরে নগরে। আর করিনাক ভয়।

গিয়াছে সর্ব্বস্ব। ভয় করিব কি হেতু!

যার কিছু রাখিবার আছে বিশ্বতলে,
সেই ভয় করে। অদ্য আমার নিকটে
এই বিশ্ব মরুভূমি ! এই চিত্ত হ'তে
সুখ-দুঃখ-আশা প্রীতি গিয়াছে ধুইয়া,
এ মহা-প্লাবনে। আর কারে নাহি ডরি—
এস এস প্রলয়ের মহাদীপ্তি তবে—
জ্বল জ্বল ! দগ্ধ কর, ভস্ম ক'রে দাও।

( উন্মাদবৎ নিষ্ক্রান্ত )।

পৃথ্বী। ( হস্তে মুখাবরণ করিয়া )

নারি ! ইহা কি সম্ভব। জায়া তুমি অবিশ্বাসী ?
নারি ! নারি ! কি করিলে কি করিলে তুমি !
তুমি যদি সত্যধর্ম্মে দাও জলাঞ্জলি,
সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হবে,
তুমি যদি অবিশ্বাসী,
কে কাহারে করিবে বিশ্বাস এ বিশ্বতলে ?
আহারে বহিবে বিষ ; উপাধান তলে
লুক্কায়িত ছুরী ; গৃহী হইবে সন্ন্যাসী।
বাহিরের কর্ম্ম-ক্লান্তি হইতে মনুষ্য
আসে স্বীয়গৃহে, ধৌত করিতে প্রত্যহ
প্রেয়সীর স্নিগ্ধপ্রেমে সর্ব্ব অপমান
সর্ব্বদুঃখ সর্ব্বপাপ। দেখে যদি আসি
শুষ্ক সে নির্ঝর,—নর কোথায় যাইবে ?
—পবিত্র বন্ধন সব মুছিয়া যাইবে
সংসার হইতে ;—পিতা হবে পুত্রহীন ;

ভ্রাতা ভ্রাতৃহীন, বন্ধু
বন্ধুহীন ; ঈর্ষ্যায় সন্দেহে দ্বন্দ্বে, সদা
হইবে গৃহীর গৃহ ভগ্নস্তূপ,
মহা একাকার মহামরুভূমি।

---

## MALE SINGERS. গায়ক।

### Mr. K. Mullick. মিষ্টার কে, মল্লিক।

21982

নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসর মত বাসিও।
আমি দিবানিশি হেথায় বসে আছি, তোমার যখন
মনে পড়ে আসিও॥
আমি সারানিশি তোমার লাগিয়া,
রব বিরহ শয়নে জাগিয়া ;
তুমি নিমিষের তরে প্রভাতে এসে, মুখপানে চেয়ে হাসিও।
তুমি চিরদিন মধুপানে, চির বিকশিত বন-ভূবনে,
যেও মনোমত পথ ধরিয়া, নিজসুখস্রোতে ভাসিও॥

---

21853

বল কেন মন দিলে।
মন প্রাণ দিয়ে শেষে পায়ে ঠেলিলে॥
ভালবাসিব বলেছিলে প্রাণ, শেষে তুমি করলে অপমান,
আশা দিয়ে নিরাশ ক'রে আমায় ভুলিলে॥

---

Raboo S. B. Gupta. বাবু এস্. বি, গুপ্ত।

20425

আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এজগতে মোর কেহ নাই কিছু নাই গো॥
তুমি দুঃখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আর কিছু নাহি চাই
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমারে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ-মাস,
যদি আর কারে ভালবাস, যদি আর ফিরে নাহি এস,
তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যেন দুঃখ পাইগো।

---

20423

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা,
তুমি আমার নিভৃত সাধনা,
মম-বিজন-গগন-বিহারী!
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা!

তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম-বিজন-জীবন-বিহারী !
মম-হৃদয়-রক্ত-রাগে
তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া
মম-সন্ধ্যা-গগন বিহারী !
তব অধর এঁকেছি সুধা বিষে মিশে
মম সুখ দুঃখ ভাঙ্গিয়া।
তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম-বিজন-স্বপন-বিহারী।
মম মোহের স্বপন লেখা
তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে
মম-মুগ্ধ-নয়ন-বিহারী।
মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে,
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে.
তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম-মোহন-মরণ-বিহারী।

---

2042।

ইমন পূরবী—একতালা।
রূপসী পল্লীবাসিনী।
শূণ্য ঘাটে কেন একাকিনী সুহাসিনী॥
হেরিছ রঙ্গে, কত বিরঙ্গে,
পায়ে পড়ে তরঙ্গিনী॥
উড়ে অঞ্চল এলোকেশ রাশি, চঞ্চল জল উঠে কল হাসি,

উলসি বিলসি নাচিছে কলসি,
তব সোহাগে সোহাগিনী॥
শ্রান্ত ধেনু গেল ঘরে ফিরে,
বেলা গেল ডেকে চলে পাখী নীড়ে,
তীরে নীরে ধীরে ধীরে,
বিছালো শয়ন নিশিথিনী ;
বাজিছে শঙ্খ ওই থানে থানে, জ্বলে দীপমালা গগনে ভবনে,
আঁধার আলয়ে, যাও দীপ লয়ে,
নুপুর বাজায়ে রিনি ঝিনি।

---

**20424**

আমায় অনেক দিয়েছ নাথ আমার বাসনা তবু পুরিলনা।
দীন দশা ঘুচিলনা অশ্রুবারি মুছিলনা॥
পতিত প্রাণের তৃষা মিটিলনা মিটিলনা।
দিয়েছ জীবন ধন, প্রাণপ্রিয় পরিজন,
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ নীলকান্ত অম্বর শ্যাম-শোভা-ধরণী॥
এত যদি দিলে সখা আরো দিতে হবে হে।
তোমারে পেলে আমি ফিরিবনা ফিরিবনা॥

---

**20422**

উঠ গো ভারত লক্ষ্মী।
উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা!
দুঃখ দৈন্য সব নাশি,
কর দূরিত ভারত লজ্জা,

ছাড়গো ছাড় শোক-শয্যা,
কর সজ্জা, পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে॥
জননি গো লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে,
কাঁদিছে তব চরণ-তলে,
বিংশতি কোটি নরনারী গো।
কাণ্ডারী নাহিক কমলা,
দুঃখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী,
কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে,
তোমার অভয়-পদ-স্পর্শে,
নব-হর্ষে, পুনঃ চলিবে তরণী সুখ লক্ষ্যে,
জননি গো লহ তুলে বক্ষে ;—ইত্যাদি
ভারত শ্মশান কর পূর্ণ,
পুনঃ কোকিল-কুজিত-কুঞ্জে,
দ্বেষ হিংসা করি চূর্ণ,
কর পূরিত প্রেম-অলি গুঞ্জে
দূরিত কর পাপ-পুঞ্জে, তপ-পুঞ্জে,
পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যে,
জননি গো———ইত্যাদি।

Bakoo Babu. বকু বাবু।

20252

খাঁচার পাখী গেল উড়ে থুয়ে ছুটো লম্বা ঠ্যাং।
সেয়াল গুলো ডাকছে খেয়াল তান ধরেছে কোলা ব্যাং।
এমনি করে প্রেম করে সই,
ডাল দিলে ডালনা দিলে, দিলে নাক শুধু দই,
তাইতে এবার গাজন বন্ধ, চড়ক তলায় ছ্যাডাং ড্যাং॥

---

20254

পাঁচশ বছর এমনি করে আছি সয়ে সমুদায়।
এইটি কি আর সইবে নাকো বুঝাবে কি জুতার ঘায়॥
এটা নিয়ে মিছে ভাবা, দিবি দুগা দেনা বাবা,
দুঘা বেশি দুঘা কমে, এমন কি আসে যায়।
তবে কিনা জুতোর গুতো হয়ে গেছে অনেক বার,
একটা কিছু নূতন রকম করলে হ'ত উপকার,
ধরনা যেমন ব্যাটা বলে, দিলি না হয় কানটা ম'লে,
জুত'র গোটা, খেয়ে ঘাটা, পড়ে গেছে সকল গায়—
তোরাই রাজা তোরাই মনিব, মোরা চাকর মোরা পর,
মনে করিস দাদা এটা, তোদের বাড়ী, তোদের ঘর,
মোরা ব্যাটা মোরা পাজি, যা বলিস তাই আছি রাজি,
রাজার নন্দিনী প্যারি যা বলিস তাই শোভা পায়।

---

**Babu Lalit Mohan Mukherjee.**

**বাবু ললিত মোহন মুখার্জ্জি।**

**20338**

সিন্ধু খং—হোমীর।

মিনতি করিছে কালাচাঁদ আমায় মেরোনা পিচকারী।
আমি এসেছি যমুনায় নিতে জল ভিজে যাবে নিলাম্বরী॥
শাশুড়ী ননদিনী, সদা প্রতিবাদিনী,
কুল কলঙ্কিনী রাই কিশোরী,—
আমায় আজকের মত ক্ষমা কর শ্যাম, আমি কাল খেলবো হরি।

---

**Babu Dejendra Nath Bagchi.**

**বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ বাগচি।**

**20383**

ভৈরবী মিশ্র—দাদরা।

আমি সাধ করে প্রাণ লুটিয়ে দিছি পায়।
তুলে নেনা আমায় সোনা অযতনে বিকিয়ে যায়॥
চুপি চুপি ছটি কথা, শুন ভিয়ার খাও মাথা,
প্রাণে প্রাণে হল গাঁথা, প্রাণ যারে চায় তারে পায়॥
এ দেশে কে রবে, গঞ্জনা কে সবে,
চল তবে দেশ ছাড়িয়ে যাই,
ঘরে ঘরে ঘরে চল উচ্চস্বরে,
ফ্রীলাভ স্পিচ করিয়ে বেড়াই,
জয় জয় জয় প্রেমিক প্রেমিকা, লিখিয়া ধ্বজা উড়াব তায়।

---

20385

ভৈরবী—কাওয়ালী।

মন ভুলালে যে কোথায় আছে সে।
সে দেখে আমি দেখিনে, ফিরে বেড়াই আসে পাশে॥
বল দেখিরে তরু-লতা, জগত জীবন আছেন কোথা,
পেয়ে বুঝি কোসনে কথা তাই তোদের কুসুম হাসে।
বল দেখিরে বিহঙ্গকুল, কার প্রেমে তোরা হয়ে আকুল,
থেকে থেকে ডেকে ডেকে উড়ে বেড়াস কার উদ্দেশে।
বল দেখিরে রত্নাকর, সিন্ধুনাম ধরেচিস রত্নাকর,
তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে নিত্য করিস উল্লাশে॥
লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করে, এমন প্রেমিক দেখিনারে,
দেখা পেলে সুধাই তারে সে কেমন ভালবাসে।

---

## FEMALE SINGERS. গায়িকা।

### Miss. Rani Sundari. মিস রাণীসুন্দরী।

21879

কেনরে মন কিসের কারণ, ভাবগো তুমি পরের ভাবনা।
পর কি কখন হয়রে আপন, অন্য গাছের ছাল
অঙ্গেতে লাগে না॥
প্রথম প্রথম বলে আকাশের চাঁদ,
এসো পরি গলে ওরে সোণার চাঁদ,
বিধুমুখের হাসি, তুমি কর খুসি,
দুদিন পরে কেউ আর খুঁজবেনা॥

21948

বঁধু দেখা দিয়ে প্রাণ নিয়ে কোথা পালাও ?
মন দিব প্রাণ দিব আর যাহা চাও ॥
তব প্রেম ভিখারিণী তোমা বিনা নাহি জানি,
তোমারই অনুরাগিনী আমারে বাঁচাও ॥

---

21949

নিতুই নিতুই নূতন ফুলে মধুপানে প্রাণ যেধায় ।
পুরাতনে চায়নারে প্রাণ বাসি ফুলে কে মধু খায় ॥
কে আছে প্রেমিক হেতা, মাথা খাও কওনা কথা,
দূরে হ'তে চোখে দেখা দেওয়া কি ভাল দেখায় ।

---

Miss. Purna Kumari. মিস্ পূর্ণকুমারী ।

21994

ও তোর শ্রীদাম সখা, পটেতে আঁকা তোর মাধুরী হেরে ;
ও তোর প্রাণের সুবল হয়েছে পাগল খুঁজিয়ে না পায় তোরে ॥
তোর মা নন্দরাণী করে নবনী বেড়ায় ব্রজের ঘরে ঘরে ।
ও তোর নন্দ পিতা জ্বেলেছে চিতা প্রাণ ঘুচাবার তরে ॥
ও তোর কমলিনী, অনাথিনী, পাগলিনীর মত ।
হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলে কাঁদিছে অবিরত ॥
ধনি কেঁদে মরি হে আর কি বেঁচে আছে যমুনার তীরে।
ও তোর চন্দ্রাবলী শ্রীহরি বলি ধরি সখি তারে তোলে ।

---

21987

কাল বরণ কোথা লুকালি মা কালী।
চতুর্ভূজ তেয়াগিয়ে দশভূজা হলি॥
কাল বরণ ছিলি কালী, সোণার বরণ কেন হলি।
কি লাগিয়ে বল মা কালী কেন রূপান্তর হলি॥
স্বরূপেতে বল মা উমা তুই কি আমার কাল শ্যামা।
অন্তরেতে এই ভাবনা (পাছে) পরের মাকে মা বলি॥

---

## Miss Bhusan Kumari Dassi.

## মিস্ ভুষণ কুমারী দাসী।

20341

চন্দন-চর্চ্চিত-নীল-কলেবর পীত-বসন-বনমালী।
মণিময় কুণ্ডল, ঝলমল-মণ্ডিত, গণ্ডযুগাস্মিতশালী॥
চন্দ্রক-চারু, ময়ুরশিখণ্ডক মণ্ডল-বলয়িত-কেশম্।
প্রচুর পুরন্দর ধনুরনু-রঞ্জিত মেদুর-মুদির-সুবেশম্॥
শ্যামল-মৃদুল-কলেবর-মণ্ডলমধিগত-গৌর-দুকূলম্।
নীল-নলিনমিব পীত-পরাগ-পটল-ভর-বলয়িত-মূলম্॥

( শ্রীকৃষ্ণ )

20342

কাঁহা জীবন ধন বৃন্দাবন প্রাণ, কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা।
শূন্য হৃদয়পুরী আও আও মুরারী মোহন বাঁশরী বাজা॥
নয়ন সলিলে বসন তিতায়ল,
সাধকি সাগর হিয়াপর শুকায়ল,

শির তাজ মেরি শির পরে আজা,
নয়না কি রোশনি নয়না ছোড়াকে,
ঘুরত ফিরত কাঁহা ফাঁকে ফাঁকে,
হা হা প্রিয়া বঁধু এ কোন সাজা।

(শ্রীকৃষ্ণ)

---

Miss Firoza. মিস্ ফিরোজা।

20344

নিপট কপট তুয়া শ্যাম হারে।
রোয়ে রোয়ে মরি, তোহারি চরণ ধরি,
আগুনা বিছারি ছিছি তুহা গুণধাম।
লাজ মান হরি, যমুনা পানিমে ডারি,
বারি বারি করি পিয়াসে ফুকারি;—
চোরা চিত মন চোরে ক্যায়সে নিবারি।
কলিজে কাটারি হরি লিয়া তেরা নাম॥

(শ্রীকৃষ্ণ)

---

Miss Malkajan. মিস মলকাজান।

1575

ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখী উড়ে গেল আর এলনা।
বুঝি কে প্রেমের ডোরে, বেঁধে রাখলে প্রাণ ময়না॥
বল সখি কোথায় যাব, কোথা গেলে পাখী পাব,
পুলিশে কি খবর দিব, বলত জানাইগে থানা।
এমন ধনী কে সহরে, রাখলে আমার পাখী ধরে,
দেখলে পরে মেরে ধরে, কেড়ে নিব আর দেবনা।

**Miss Shibi.** **মিস্ শিবি।**

**20264**

কালাচাঁদ চাঁদ চাঁদ চাঁদের বামে চাঁদবদনী দাঁড়ালো।
কত গরব ক'রে দাঁড়ালো, শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে দাঁড়ালো॥
দাঁড়ালোরে বিনোদিনী যেন কাল মেঘের কোলে দাঁড়ালো।
এমন চাঁদ কেবা হয়, যে চাঁদে রাত্র দিবা সমান উদয়,
চাঁদ বদন চাঁদ বদন দুহু বদন শশী,
দোঁহে চাঁদে একই হইল চাঁদে মেশামেশি।
আধ গলে গজমতি আধ গলে মালা,
আধ গৌর ভেল আধ চিকন কালা।
শ্যাম শিরে মোহন চুড়া রাই শিরে বেণী,
চুড়া করে ঝলমল রাধার বেণী ধরে ফণী।

---

**Miss Kiran.** **মিস্ কিরণ।**

**20258**

আমার কাঁচা পিরীত পাড়ার লোকে পাক্‌তে দিলে না।
কোন্ অভাগী নজ্‌রা দিলে পিরীত পোকায় খেলে আর বাড়েনা।
বিচ্ছেদ ছুরি কে হানিল, আমার তারে হরে নিল,
আমার সাধের ভরা ডুবিয়ে দিলে (ও তার) ধর্ম্মে সবেনা।
আমারও সে ছিল তেমন, আঁধার ঘরের আলো যেমন,
কু-বাতাসে নিবিয়ে দিলে (ওসে) আমার হতে দিলে না।

---

**20266**

দিদি লাল পাখিটা আমায় ধরে দেনা রে।
পালক ছিঁড়ে রাখব তারে হৃদয় মাঝারে॥
খাওয়াব দুধে ছোলা, একবার একবার দেবে দোলা,
আমি যতন করে রাখ্‌ব তারে হৃদয় মাঝারে।

---

Miss Bedana Dassi. মিস্‌ বেদানা দাসী।

**20302**

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়িনু,
পেখণু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানিনু,
দশ দিস ভেল নির মন্দা॥
আজু মজু গেহ গেহ করি মানিনু, আজু মজু গেহ হ'ল দেহ
আজু বিধি মোরে অধুকুল হাসত টুটল সব হৃদি দেহ॥
সই কোকিল অম্বলেকু ডাকেউ লাখ উড়ায় পথ চন্দা।
পাঁচ বানি অব লাখ লাখ হউ মলয় পবন বহে মন্দা॥
(প্রমোদ রঞ্জন)

---

**20301**

অনুগত জনে কেন কর এত বঞ্চনা।
(যখন তুমি) মারিলে মারিতে পার তখন রাখিলে কে করে মানা॥
করে থাকি অপরাধ, প্রেম ডুরি দিয়ে বাঁধ,
আমায় বিনা অপরাধে বধ, এই কিরে তোর বিবেচনা॥

---

1590

তোরা কে মালা নিবি আয়।
গোটা কাটা টাটকা তোলা ফোটা ফুলে মন ভোলায়,
কত নবীন বঁধু লোভে পোড়ে নলক নাড়া খায়।
কত ফচ্‌কে ছোঁড়া মুচকি হেসে ওপর চোখে চায়।
তাদের প্রাণ আঁই ঢাই, আপদ বালাই অমনি চলে যায়।
কিনলে মালা হড়কো সারে, হারা পতি ফিরে পায়।

( একাদশ বৃহস্পতি )

---

20307

ভালবাসি ব'লে আমারে কাঁদাও সতত প্রাণ।
দয়ামায়া নাহি কিরে তোর তোলিরে পাষাণ।
দিলি যে দুঃখ হৃদে রইল গাঁথা হাঁহারে বেইমান,
হৃদিনিধি প্রাণনিধি রীতি নীতি বিধান,
আগে মন নিয়ে প্রাণে মার কররে হায়রাণ।

---

Miss Charoo Bala. মিস্ চারুবালা।

20277

শ্মশান ভাল বাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশান বাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।
আর কিছু নাই মা চিতে, চিতের আগুন জ্বলছে চিতে,
চিতা ভস্ম চারিভিতে রেখেছি মা আসিস যদি।
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, ফেলিলে চরণ তলে,
নেচে আয় মা তালে তালে, দেখি মা নয়ন মুদি।

---

20278

মধুর বসন্ত ফুটন্ত ফুলে সোহাগে হাসি হাসি,

মধুর কাল চলে রে।

গাহিছে কোকিল, ঝঙ্কারে অলিকুল,

আকুল বেদনা তার ফুলেরে জানায় রে।

যত দিন মধু আছে তত দিন বঁধু কাছে,

মধুহীন বাসি ফুলে কেবা তারে চায় রে।

লম্পট শঠ জনে কেবা প্রাণ দেয় রে।

---

20282

বিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি।

তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ,

তৃষিত আকুল আঁখি॥

জাগরণে তারে দেখিতে না পাই, থাকি স্বপনের আশে,

ঘুমেরি আড়ালে যদি দেখা পাই

বাঁধিব স্বপন পাশে

এত ভালবাসি এত যারে চাই

মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই,

বুঝি বা আমার এ আকুল আবেগ তাহারে আনিবে ডাকি।

---

Miss. Kumudini. মিস্ কুমুদিনী।

20314

এখন তরীতে আছে স্থান।

ছুটে এস উঠে এস এই বেলা পাশে বস কর না জীবন অবসান

দেখ তরী বেয়ে চলে, ভরা গাঙ্গে ঢেউ তুলে,

কুলে কুলে বাঁধা কত তান।

সেই তারা আকাশে, সেই হাসি বিকাশে,
আকুল পিয়াসে ঢেউ জলে মাখামাখি প্রাণ ॥
( প্রতাপাদিত্য )

---

20320

আরত ব্রজে যাবনা ভাই যেতে প্রাণ নাহি চায়।
ও ভাই ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে তাই এসেছি মথুরায় ॥
মা পেয়েছি বাপ পেয়েছি, ছেলে খেলা ভুলে গেছি,
ও ভাই তোমরা কজন মা বলে ভাই ভুলিয়ে রেখো মা যশোদায় ॥
এই চূড়া নে, এই ধড়া নে, জন্মের মত বিদায় দে ভাই
ও ভাই আমার মত বাঁকা হয়ে দাঁড়িও কদম তলায়,
ননী খেয়ো গোঠে যেও প্রেম বিলাইও গোপিকায়।
বাজিও বাঁশী বাঁশীর রবে ব্রজবাসীর প্রাণ জুড়ায় ॥

---

20322

বহুদূর হ'তে এসেছি বঁধু বারেক ফিরিয়ে চাও হে।
বহু আশা প্রাণে পুরেছি বঁধু আর কেন চলে যাও হে ॥
হৃদয়ে রেখেছি প্রেম সরোবর, হাসির কোমল তায়,
আদর হিল্লোলে ধুয়ে পরিমলে মাখাব শিকর গায় ;
কতই করিব খেলা, প্রাণে দিব আশা,
বুকে ভালবাসা, করিব পীরিতি মেলা,
অগাধ সোহাগ রেখেছি বঁধু, একবার নিয়ে লও হে ॥
( প্রমোদরঞ্জন )

---

20317

যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী, প্রাণ কেমন করে।
একলা এসে কদম তলায় দাঁড়িয়েছে আমার তরে ॥
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথ পানে চায়,
পাগল বাঁশী ডাকে উভরায় ;
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে মান ভরে ॥

( বিল্বমঙ্গল )

---

20319

রাঙ্গা মেঘ ছড়িয়ে দেছে আকাশের গায়।
সূর্য্য মামা ডুবু ডুবু রাঙ্গা মেঘের গায় ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে পাখি গুলি,
নাড়ছে পাখা করছে কিলি কিলি,
পিউ পিউ মিটি মিটি চায়, ছাড়ছে পাখা ফুরফুরে হাওয়ায় ॥

---

20324

মোরি ভাঙ্গ দিয়া আহানা।
ছিপ ওটায়েকে চল মেরি জান ঝুট আবি পস্তানা ॥
মায় হো গোরি, ধাউল নেহি,
জিসমে মুল ওভি লুটনে, হরদম ছুটনে,
লোকসান এহি বিলকুল,
পান্না যহরৎ বাদসাই সওগাদ • • মটর দানা ॥

( ঝুলিয়া )

---

## COMIC. কমিক।

Sj. Gopal Chandra Singha Ray.

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ রায়।

21764

## মাতালের ভিঃ পিঃতে আসা।

এই ভাই তো মাতাল হ'য়ে বাড়ী ফিরে আসছে; যেখান থেকে রোজ বাড়ী আসেন, অর্থাৎ আড্ডা থেকে, কিম্বা ডেড়া যাকে বলে। সেখান থেকে গাড়োয়ান ব্যাটার প্রত্যেক দিনই বমাল বাড়ী পাওয়া যায়। সে ব্যাটা জানে কি না? সে ঠিক মৌতাত হয়ে যায়, বাবা! যেমন—হে—বানরকে আফিং খাওয়ান আর কি! ব্যাটাকে আফিং খাওয়াও, সে যেখানেই চরুতে থাক, সে শ্যালা আফিংএর সময় ঠিক আসবে। সে—গাড়োয়ান ব্যাটারা ঠিক তেমনি সময়ে এসে হাজির হয়েছে; যেমন মাতাল হয়ে বেরিয়েছে, অমনি "হুজুর, হাম হাজির হ্যায়।" "এই যে কুছ্ পরুরওয়া নেই—চ'লে আও।"

গাড়িতে চড়েছেন—এই টা অর্ডিনারি নয়, সেকেণ্ড ক্লাস, ব'লে সেই গাড়িতে চড়েছেন; কাজেই জানলা গুলো বড়; জান্‌লার ভিতর দিয়া হাতটি গলিয়ে দিয়েছেন; মাথাটি গলিয়ে দিয়েছেন; মুর মুর ক'রে মাথায় হাওয়া লাগছে; কাজেই ঘুম এসে পড়েছে। মাতালের দস্তুর হচ্ছে—বোধ হয় অনেকেই এর মধ্যে জানেন—যে বেশী পরিমাণে মাতাল হ'লে মাথায় একটু খানি গোলাপ, কিম্বা সাদা জল, কিম্বা বরফ জল দিয়ে একটু হাওয়া করুতে পারলেই প্রায় sound sleep হয়ে যায়। সেই

জন্যে হাওয়া লেগেছে, আর ঘুমও এসেছে। বাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত যখন এয়েছেন তখন পুরো নিদ্রা—সপাট ঘুম্ বাবা! বাড়ীর কাছে এসে—তখন, শূয়ররা পাঁকে পড়্‌লে যেমন ঘোঁপ্ ঘোঁপ্ করে, ঠিক সেই রকম নাক ডাক্‌ছে; আর বাড়ীর কাছে এসে গাড়োয়ান নামিয়ে দিচ্ছে—"ও বাবু, বাবু! আরে উত্তারো—বাড়ী পর এলাহো" এই রকম ডাকাডাকি কোর্‌ছে, আর তিনি মাতালের স্বরে দারোয়ানকে ডাকছেন "অ্যাই, দারোয়ান! এই দারোয়ান! দার্-র‍্ওয়ান।"

আমার খুড়ি ওর উপর কিছু চটা ছিল; চটবার কারণ যে খুড়ির নিজের ভাইপো আছেন, আর ইনি বাবুর ভাইপো—সম্পত্তি পাবেন; কাজেই চটা; তারপর সেই দিন আবার হাতে বমালে পেয়েছেন। শনিবারে খুড়ো বাড়ীতে এসেছেন, ইনি এই অবস্থা দেখে গিয়েই খুড়োর কাছে একেবারে আর্জ্জি ক'রে ফেল্লেন "ঐ দেখছো গা! বল্লে ত বিশ্বাস কর না; তোমার ভাইপোর একবার রকমটা দেখ। এই কি ভদ্রলোকের বাড়ী—না। চাষা-বাড়ী—রাত দুপুর নাই, তিনটে নাই, মাতাল ধরে—মুদ্দফরাশের মতন টানাটানি! কি জ্বালাতেই পড়েছি আর কি! গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা কোচ্ছে।"

বাবুর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে—"আরে, চুপকর, চুপকর, একি ব্যাপার! সকলই বুদ্ধিমান, বুঝতে পেরেছি। এর ব্যবস্থা কোরে তবে কাল আমি ক'লকাতায় যাবো। হে গাড়োয়ান, উতার, কাণ পকড়কে উত্তার।" "হে বাবু! বাবু! উত্তার, আরে বড় বাবু বৈঠা হো—আরে উত্তার" * * * * "না, বলছি বাবা আমি ভিঃপিঃতে এসেছি।"

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ( ষ্টার থিয়েটার )

Sj Kashinath Chatterji (Star Theatre)

Bijoya Press, Calcutta.

## CHORUS. কোরাস।

21816

Sj. Gopal Chandra Sinha &

Sj. Kashi Nath Chatterji.

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিংহ ও

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

( কইতে দুঃখের কথা )

১ম।—সখা, বড় লজ্জার কথা, বড় ঘৃণার কথা; সেই জন্যেই আমি আপনার কাছে বলতে পারছিনে। সখা! এক আশ্চর্য্য কথা শুনে অবধি আমি বড় মর্ম্মে দুঃখিত আছি।

২—প্রিয়ে, কিসের দুঃখ! কিসের লজ্জা! যা বলবে, আমায় প্রকাশ ক'রে বল; আমি যেমন ক'রে পারি তার প্রতীকার কর্‌বই কর্‌ব।

১।—সখা! এ বড় আশ্চর্য্য কথা; আমি আপনাকে বলেছিলুম।

২য়।— বল প্রকাশ করে বল প্রিয়ে!

( গান )

হায় হায় কইতে দুঃখের কথা প্রাণ ফেটে গেছে;

মুখ ফুটে বলতে, মনের মাঝে

কি আছে না না আছে।

ছি, ছি, ছি মরি লজ্জায়, একথা না কহা যায়,

প্রাণ যায় মান যায়, রেখো মানদায়,

হায় কি বলব বিধাতায়, হায় কি বলব বিধাতায়,

জর জর হলেম তায়,

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটেয়।

— —

Sj. M. N. Ghosh. শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

21773

কাফি সিন্ধু—খং।

ভাল ভাল বাসি বলে, প্রাণে দুঃখ দেওয়া ভাল নয়।
ওগো দুঃখ দেওয়া ভাল নয়॥
ওগো মনে দুঃখ দিলে পরে,
ওগো প্রাণে দুঃখ দিলে পরে,
মনে দুঃখ দিলে পরে
প্রাণে দুঃখ পেতে হয়॥
ওগো যারে ভালবাসি যত,
সে তো তুমি জান নাথ;
বা... ..ও মোরে অবিরত,
সে তো কিছু কাযে নয়।